চাক্‌মা ভাষার
শব্দকোষ

অশোক কুমার দেওয়ান

স্থানীয় সরকার পরিষদ
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্‌স্টিটিউট
রাঙ্গামাটি

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Suvabito Bhante

চাকমা ভাষার শব্দকোষ

অশোক কুমার দেওয়ান

স্থানীয় সরকার পরিষদ
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাংগামাটি

প্রকাশক

পরিচালক

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

রাংগামাটি

প্রথম প্রকাশঃ

রাংগামাটি, ১৯৯৬ ইং

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণঃ

দি এ্যাড কমিউনিকেশন

৩৮৫, সিরাজদ্দৌল্লা রোড,

চট্টগ্রাম।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

গ্রন্থিক কম্পিউটার

৩৯৩, সিরাজদ্দৌল্লা রোড,

চট্টগ্রাম।

মূল্যঃ

টাঃ ১০০/-

একশত টাকা

CHAKMA BHASHAR SHABDAKOSH

By Asok Kumar Dewan.

Published by - Director, Tribal Cultural Institute,

Rangamati Hill Tracts, Bangladesh.

1st edition: Rangamati 1996.

Price : Taka =100.00 (One hundred) only.

চাকমা ভাষার

শব্দকোষ

অশোক কুমার দেওয়ান

সম্পাদকঃ
সুগত চাকমা
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙ্গামাটি

অভিমত

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাংগামাটির প্রাক্তন পরিচালক, বিশিষ্ট উপজাতীয় শিক্ষাবিদ প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ানের গবেষণালব্ধ "চাকমা ভাষার শব্দকোষ" গ্রন্থটি প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার বিশ্বাস, গ্রন্থটি কেবল এই বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্ত করিবেনা, অধিকন্তু ইহার দ্বারা অনুসন্ধিৎসু ভাষাবিদ ও গবেষকগণও উপকৃত হইবেন।

আমি এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে রাংগামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটকে স্বাগত জানাই এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

(রবীন্দ্র লাল চাকমা)
চেয়ারম্যান
স্থানীয় সরকার পরিষদ
রাংগামাটি পার্বত্যজেলা।

অভিমত

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাংগামাটির স্বনামধন্য প্রয়াত পরিচালক জনাব অশোক কুমার দেওয়ান কর্তৃক লিখিত "চাকমা ভাষার শব্দকোষঃ নামক বইটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া আমি খুবই খুশী হইয়াছি।

আমি এই মূল্যবান বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

(প্রকৌশলী রুবায়েত আখতার আহমেদ)

আহবায়ক
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমিটি
স্থানীয় সরকার পরিষদ
রাংগামাটি পার্বত্যজেলা।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অবস্থিত। সাম্প্রতিক কালে সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা বিভক্ত হইয়া তিনটি নূতন জেলা জন্মলাভ করে। এইগুলি হইল– রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

এখানে কয়েকটি উপজাতির বসবাস রহিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রহিয়াছে। এই সকল উপজাতিদের মধ্যে চাকমারা অন্যতম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক এবং অধিকাংশেরই ভাষা ভোট-বর্মী বা 'Tibeto Burman' শাখার অন্তর্ভূক্ত। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা। তাহারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক হইলেও তাহাদের ভাষা ইন্দো-আর্য বা Indo-Aryan শাখার অন্তর্গত। এই কারণে এই বিষয়টি বহু গবেষকেরই কৌতূহল ও আগ্রহের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রয়াত বিশিষ্ট উপজাতীয় শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ান এই বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেন এবং তাঁহার মূল্যবান সংগ্রহ ও গবেষণাকর্ম মৃত্যুর পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। কিন্তু সময়ের অভাবে এবং তাঁহার অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁহার ঐ সকল মূল্যবান গবেষণাকর্মের বিরাট একটি অংশই লোকচক্ষুর অন্তরালে অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। এই সকল গবেষণাকর্মের অধিকাংশ কাজই তিনি রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে পরিচালক (১৯৭৮-৮৪ ইং) থাকাকালীন সময়ে শেষের দিকে করিয়াছিলেন। ঐ সময়

তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালনের সুযোগ আমার হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার ধ্যানধারণা ও গবেষণা কর্মের সহিত পরিচিত হওয়ার ব্যাপারে আমি সুবর্ণ সুযোগ লাভ করি।

শ্রদ্ধেয় অশোক কুমার দেওয়ান তাঁহার এই গ্রন্থটির নামকরণ 'চাকমা ভাষার শব্দকোষ' জাতীয় নামকরণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে এই গ্রন্থটির নামকরণ 'চাকমা ভাষার শব্দকোষ' রাখা হইল। তাঁহার জীবদ্দশায় এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই চাকমা শব্দগুলির বাংলায় যথাযথ প্রতিবর্ণীকরণে যে সকল জটিল সমস্যা রহিয়াছে সেইগুলির সমাধান করিতেন। কিন্তু তাঁহার অকাল প্রয়াণের ফলে তাহা আর করা সম্ভব হইল না।

শ্রদ্ধেয় অশোক কুমার দেওয়ান তাঁহার সংগৃহীত চাকমা শব্দগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটির পদ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা আর তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে তিনি এই ব্যাপারে তাঁহার পরিকল্পনায় চাকমা শব্দগুলির পদপরিচয় দিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে এই গ্রন্থে চাকমা শব্দগুলির পদ পরিচয় দেওয়া হইল। এ ক্ষেত্রে তাঁহার মূল পরিকল্পনাকে যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে, তাঁহার মত বিশাল পান্ডিত্যের অধিকারী আজ জীবিত থাকিলে এই গ্রন্থটির সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ অত্যন্ত নিখুঁত ও সুচারু ভাবে সম্পাদিত হইত। কিন্তু তাহা আর হইবার নহে। এতদাঞ্চলের গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই অপূরণীয় ক্ষতি আর পূরণ হইবার নহে।

তবে আলোচ্য ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি সম্পাদনার ব্যাপারে সর্বান্তঃকরণে যথাসাধ্য নিখুঁত, নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সম্পাদকের অজ্ঞাতে যদি কোন ভুলত্রুটি থাকিয়া থাকে তজ্জন্য সম্পাদক একান্তভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি,

সুধীজন নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন। এই গ্রন্থটি গবেষক, সাহিত্যিক ও পাঠকদের উপকারে আসিলে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। ইহা সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যাপারে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব রবীন্দ্র লাল চাকমা , সাবেক চেয়ারম্যান জনাব পারিজাত কুসুম চাকমা এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক জনাব রুবায়েত আখতার আহমেদকে তাঁহাদের মূল্যবান সহযোগিতা দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে প্রুফ দেখার কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতার জন্য জনাব প্রসূন দেওয়ান, জনাব প্রদীপ কুমার দে এবং জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমাকে ধন্যবাদ জানাই।

সুগত চাকমা
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙ্গামাটি

সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ
(Abbreviation)

ক. ভাষাঃ

(নীচের চিহ্নগুলি মূল ভাষা নির্দেশক সঙ্কেত চিহ্ন)।

অস্‌– অসমীয়া/অহমীয়া।

আং– আরবী।

কুকী– লুসেই, পাংখুয়া ইঃ

ত্রিং– ত্রিপুরা।

পর্তু– পর্তুগীজ।

পাং– পালি।

প্রাং– প্রাকৃত।

প্রা বাং– প্রাচীন বাংলা।

ফা– ফারসী।

ম. বাং– মধ্যযুগীয় বাংলা।

মঘী– আরাকানী বা রাখাইন।

মৈ– মৈথিলী।

সং– সংস্কৃত।

হিং– হিন্দী।

খ. আঞ্চলিক ভাষাঃ

(নীচের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি বৃহত্তর অঞ্চলবোধক, সাম্প্রতিককালে বিভক্ত নূতন জেলাগুলির নাম নহে।)

কুম– কুমিল্লা।

খু– খুলনা।

চট্ট– চট্টগ্রাম।

ঢা– ঢাকা।

দি– দিনাজপুরী।

নো– নোয়াখালী।

পা– পাবনা।

ফ– ফরিদপুরী।

ব– বগুড়া

ম– ময়মনসিংহী।

য– যশোর।

রং– রংপুরী।

রা– রাজশাহী।

সি– সিলেটী।

গ. পদ পরিচিতিঃ

অব্য– অব্যয়।

ক্রি– ক্রিয়া।

ক্রি-বিণ– ক্রিয়া বিশেষণ

বি– বিশেষ্য

বিণ– বিশেষণ।

বি-বিণ– বিশেষণীয় বিশেষণ

সর্ব– সর্বনাম।

ঘ. অন্যান্যঃ

অর্থ প্র– অর্থের প্রসার।

অনু– অনুকার শব্দ।

ইঃ– ইত্যাদি।

তুং– তুলনীয়।

ত্রিং– ত্রিপুরা।

ধ্বন্যা– ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

প্রঃ– প্রভৃতি।

ঙ. চিহ্নঃ

< ব্যুৎপত্তি বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। যে শব্দ হইতে কোন চাকমা শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বোঝানের জন্য উক্ত মূল শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত চিহ্ন।

( ) বিশেষ কোন নোটের মধ্যে ব্যবহার নির্দেশক।

০ কোন বর্ণের উপরে ব্যবহৃত ০ চিহ্নটি উহার অ-স্বরের নির্দেশক।

– (বড় হাইফেন) অর্থ নির্দেশক;

- (ছোট হাইফেন) সমোচ্চারিত বা দ্বিরুক্ত শব্দের নির্দেশক।

কোন বর্ণের উপরে ব্যবহৃত। (ছোট রেফ জাতীয় চিহ্ন) ঐ বর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাত (Stress) যুক্ত নির্দেশক।

~ কোন শব্দের পূর্বে ~ চিহ্নটি তৎপূর্ববর্তী শব্দের সহিত ঐ শব্দটির যুক্ত অবস্থায় উচ্চারণ নির্দেশক।

গ্রন্থঃ [O. D. B. L]
THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE BENGALI LANGUAGE-

by
Dr. S. K. Chatterji.

চাকমা ভাষার শব্দকোষ

অ

অং অং – (অ) উচ্চস্বরে হরিণের ডাক; বিশেষতঃ উচ্চস্বরে আহবান ধ্বনি। (ধ্বন্যা)।

অঁ অঁ–(অ) অব্যক্ত ধ্বনি, গোঁ গোঁ শব্দ। (ধ্বন্যা)।

অক্খর–(কি) অব্যর্থ; অমোঘ; দৃঢ়লগ্ন, < অক্ষর = ক্ষরণশূন্য।

অকধা–(বি) গালি। < অ+কথা। অ-কবাল্যা- (বি, বিণ) পোড়াকপাল। < অ+ কপাল।

অক্ত–১. (বি) নির্দিষ্ট সময়। ২. (বিণ) উপযুক্ত। < ওয়াক্ত (আং)।

অক্মা–১.(বি) ব্রহ্মদেশ। < মঘী। (নিম্নভূমি অর্থে)। ২. (বিণ) মুখমণ্ডলের ফোলা ফোলা ভাব। যেমন, অক্মাঅক্মা গাল (ফোলা-ফোলা গাল)। তুং ওসা ওসা (কুম)।

অগমান্ – (বি) বিড়ম্বনা; ক্ষোভ; অপমান।<অভিমান (অপমান অর্থে ব্যবহৃত)। (অর্থ প্র)।

অগলানা– (ক্রি) উগরানো; বমি করা। তুং ওকলানো (রং)। < উদ্গিরণ।

অগ্ঘসা – (বিণ) বোকা। < অজ্ঞ।

অঘা – (বিণ) বোকা।

অঘাল্যা – (বিণ) উন্মোচিত; স্ফীত; বাহিরের দিকে উল্টানো। < উদঘাটন।

অঘোর্ – (বিণ) ঘোর, গভীর। যেমন অঘোর বন (গভীর বন), অঘোর আন্ধার (ঘোর অন্ধকার)।

অজদানা – (ক্রি) তুলিয়া ফেলা। যেমন গাঝঅ বাগলর এক কদ্ধা অজদানা – গাছের ছাল হইতে এক টুকরা তুলিয়া ফেলা; ফড়াঅ চাম অজদানা -ফোঁড়ার চামড়া তুলে ফেলা।

অজন্ – (বি) মাপমত; ক্ষমতা অনুযায়ী।

অজবা – (বি) অশ্লীল বাক্য।

অজভ° – (বি) ফুসফুস।

অজক্ষর – (বিণ) বেপরোয়া, গোঁয়ার।

অজমানে – (বিণ) ঘটনাক্রমে; কাকতালীয় বৎ; দৈবাৎ; ঠিক এমন সময় বা অবস্থায়।

অজল – (বিণ) উঁচু। < উচল (ম. বাং)

অজা – (বি) ঢেঁকি প্রভৃতির মুষল। তুং ওঁটা (চট্ট)।

অজাগা – (বিণ) লজ্জাস্থান।

অজাত/ অজাত্যা –(বিণ) বজ্জাত; বেজন্মা; দুঃস্বভাবযুক্ত; বিজাতীয়।

অজামিল – (বিণ) গালি বিশেষ।

অঝত্/অধত্ –(অব্য) এমনিতেই; আসলে।

অঝা – (বিণ) ধাত্রী; ওঝা; পুরোহিত।

অঝা পাঠ – (বি) আঁজি পাঠ, চাকমা বর্ণমালা পঠন।

অঝা-বান্দর –(বি) দুষ্টের সেরা; তুং বাজে কাজে নটের গুরু।

অঝার–১.(বিণ) প্রশস্থ। <ওমার < অবসার। (অর্থ প্র)। ২. (বি) প্রস্থ।

অড়ল্ – (বি) অড়হর।

অড়লে চাবানা –(ক্রি) বুকচাপা স্বপ্ন দেখা; (Night mare).

অতিত্তি – (অব্য) অগত্যা; একান্ত পক্ষে।

অদংকরল–(বিণ) গোঁয়ার; বেপরোয়া. কাঠখোটা।

অযেঅচ–(বিণ) নির্দিষ্ট পরিমাণে; সমান সমান।

অদা–(বিণ) আদ্র; সমতলভূমির ঈষদুচ্চ অংশ; জলাশয় বা নদীতলের ঈষদুচ্চ অংশ।

অদা~না –(ক্রি) আদ্র হওয়া; নরম হওয়া; মিয়ান।

~পানা–(ক্রি) দুর্বল বা নির্বিরোধী মনে করা।

অদাহ্–(অব্য) কথার মাত্রা বিশেষ; যেমন অদাহ্ কইয়ং (বলিয়াছিলামতো)

অদিন –(বি) দুর্দিন; প্রপৌত্রের পৌত্র।

অধক – (বি) তা দেওয়ার হাঁসমুরগীর খাঁচা।

অধম/অধ্রম্ – (বিণ) হীন; অধম; অনুপযুক্ত।

অন°ছন° – (বিণ) চঞ্চল (ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য); অবোধ।

অনতিত্যা – (বিণ) অভাব; অনুপযোগী; অসুবিধাজনক; কোনদিকে খাটেনা এমন। তুং অনটন।

অন°পিন° – অনতিত্যা দেখ।

অফল্ – (বি) তুঁত গাছের ফল।

অফির্তি – (বিণ) অব্যর্থ।

অবাং – (বিণ) মোট; একুনে; সমস্ত।

অবাংপাধারে–(বিণ) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; ছড়ানো ছিটানো।

অবিরিক্‌বারাক্ –(বিণ) বীভৎস; বিকট।

অ-ভ –(বি) ভাব; অবস্থার ভালমন্দ দিক।

অভক্‌বক্ –(বিণ) প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ।

অভর্‌তভর্‌–(বিণ) বিশৃঙ্খলাপূর্ণ; ঝঞ্ঝাটপূর্ণ; খুঁটিনাটি প্রক্রিয়াযুক্ত।

অভেদর্‌–(বিণ) অগোছালে; উচ্ছৃঙ্খল।

অমকদ/ অমকত্যা–(বিণ) গোঁয়ার; প্রচন্ড; ডানপিটে; কঠোর।

অমলক্যা–(বিণ) চঞ্চল; পাগলাটে।

অমি–(বিণ) আনাড়ী; বোকা। <উর্ম্মী (আং)।

অয়-অয়–(অব্য) মুরগীর প্রতি আহ্বান সূচক ধ্বনি। < আয় আয়।

অরল্‌ (ডাদ)–(বিণ) ময়লা জমিয়া বা প্রদাহের ফলে পুরু হইয়াছে এমন (গায়ের চামড়া)।

অরল্‌ সাপ–(বি) এক প্রকার সাপ।

অরলী–(বি) লাল রঙের এক প্রকার বিষাক্ত পিঁপড়া। তুং উরুলী (চট্ট) এবং ওরোলা (ঢা)।

অরলে চাবানা–(ক্রি) অড়লে চাবানা দেখ। **অলংথেগা**–(বিণ) অনিশ্চিত; অনির্ধারিত; অরক্ষিতভাবে; অভিভাবকহীন অবস্থায়।

অলড়ু–(বিণ) অনড়।

অলা–প্রত্যয় বিশেষ; ওয়ালা। যেমন পয়ঝা-অলা; (পয়সা ওয়ালা)।

অলাক–(বিণ) দাদ জাতীয় এক প্রকার চর্ম রোগ।

অলানা–(ক্রি) চূলা হইতে নামানো। < অবতারণ।

অলি–(বি) ঘুম পাড়ানী গান।

অসাধ্য–(বিণ) অসম্ভব রকম; অজস্র (অর্থপ্র)।

অস্ত-অলঙ্কার–(বি) বিবিধ অলঙ্কার। < অর্ঘ (বিবিধ অর্থে) + অলঙ্কার।

অস্তাদ্‌ – (বি) দক্ষ < ওস্তাদ।

অহ্‌–(অব্য) ইতিবাচক; উত্তর পাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত শব্দ। তুং হাঁতো।

অহ্‌ক/ হক–(অব্য) বমির শব্দ; ওয়াক।

অম্বয়–(অব্য) ইতিবাচক উত্তর পাইবার নিমিত্ত শব্দ; হাঁতো।

অহ্‌–(অব্য) অম্বয় এর উচ্চারণভেদ।

অহ্‌য়–(অব্য) অম্বয় এর উচ্চারণভেদ।

আ

আম্ব–(অব্য) আর; এবং; অথবা; অধিকন্তু ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত।

আইলমে –(বিণ) একাধিক্রমে; প্রথমাবধি; সর্বমোট।

আও-আও–(অব্য) কুকুরকে ডাকিবার শব্দ।

আং–(বি) অক্ষর; চিহ্ন। < আঁক।

আঃ–(অব্য) বিরক্তি, বিস্ময়, দুঃখ প্রকাশ সূচক শব্দ।

আঁ–(অব্য) খেদ সূচক শব্দ।

আকুচুয়ানা–(ক্রি) আগলান; আটকান।

আক্করি–(বিণ, বি) আগে; পূর্বকালে।

আক্কল–(বি) আক্কেল; আগু।

আক্যাং–(বিণ) অভ্যস্ত; নিয়মে পরিণত। < আখ্যিং (মঘী)।

আখ্যা-আখ্যা–(বিণ) অঘনিষ্ট; আড়ষ্ট; আন্তরিকতাহীন.; সন্ত্রস্ত <অক্রহ্= ভয়, লজ্জা (মঘী)।

আগ্–১. (বিণ) প্রথম; ২.(ক্রি-বিণ) সামনে।

(বিণ)~ **খুঝি**– আপন ইচ্ছায়।

(ক্রি)~**চানা**–(ক্রি) আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুভাশুভ ফল যাচাই করা।

(ক্রি)~**চুয়ানা**–আগলান; আটকান।

(বি)~**চুয়ানি**–চোলাই কালে প্রথম দিকের অপেক্ষাকৃত কড়া মদ।

(বি)~**চোলি-খীঝা** (পদাধিকারী বা উপাধি-ধারী) কর্তৃক Headman (হেডম্যান) কে নজর বা খাজানা হিসাবে দেয় চাউল।

(বি)~**পাদা**–শুভাশুভ গণনায় ব্যবহৃত পাতা।

(বি)~**বাড়ানা**–মৃত ব্যক্তির মঙ্গল কামনায় পিন্ডদান; সপিন্ডীকরণ।

~**মুলি** –১. (বিণ) অগ্রবর্তী; ২. (বি) অগ্রণী।

~**লত্যা** –(বিণ, বি) আগে; পূর্বে।

আগাঝা–(বি) দাদজাতীয় এক প্রকার চর্মরোগ (একজিমা)।

আগাথ্যা–(বিণ) কঠিন; দুরূহদ; দুর্দান্ত। < অকট (হিং)।

আগাব–(বি) যে বনভূমি জুমক্ষেত্র হিসাবে আগে ব্যবহৃত হয় নাই; Virgin forest.

আগার্–(বিণ) খুব ভর্তি; ভীড়; অতিরিক্ত ঠাসাঠাসি।

~**পীড়া**–(বি) দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি (Chronic illnes)।

আগারে–(বিণ, বি) উজানে; < অগ্র।

আগাসূচ্যা–(বিণ) সূঁচাল প্রান্ত বিশিষ্ট (আগা বা ডগা/ক্রমশঃ ক্ষীণ অবস্থাপ্রাপ্ত অবনতির লক্ষণযুক্ত)।

আগিনা–(বিণ, বি) আগে; সামনে।

আগুধি বিগিধি–(বি) দুর্বুদ্ধিপ্রসূত কাজ বা কথা; < অখড়ি (সং)।

আগ্গুয়ানা–(ক্রি) অগ্রসর হওয়া; অগ্রবর্তী হওয়া।

আগুলাম্বনা–(ক্রি) নিজের আয়ত্বে রাখার জন্য আগুয়ান।

আঘত্তলি/ হাগত্তলী (বি) বগল। তুং আখাতলি (ম)। < কাঁখতাল।

আঘর্‌তারা–চাকমা ধর্মীয় শাস্ত্র। < আখর-সূত্র (পালি ভাষায় রচিত অক্ষরবদ্ধ সূত্র। মূল রচনা হইতে ভাষার বিকৃতি ঘটিয়াছে)।

আঘল্ পাঘল্ –(বি) আকুলি বিকুলি।

আঘাক্‌কাক্–(অব্য) বিড়ালজাতীয় বন্য প্রাণী (গোরখভা)। হাসির ন্যায় হা হা ধ্বনি হইতে জাত অনুকার শব্দ।

আঘাজ্ –(বি) আকাশ।

আঘাজ্‌বাত্তি–(বি) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে সুউচ্চ দণ্ডে স্থাপিত বাতি। < আকাশবাতি।

আঘানা–(বি) অত্যাধিক ব্যবহারজনিত কারণে অরুচি; অনাসক্তি; নিস্পৃহা।

আঘার্ –(বি) কুড়ালের (বিশেষতঃ রঙ্গ্যা কুড়ালের) ডাঁট।

আঘে –(ক্রি) আছে।

আঘেইয়া–(বি) বিতৃষ্ণা; অরুচি।

আঘোন –(বি) অগ্রহায়ণ (মাস)।

আঙাআঙ্যা–(বিণ) বেখাপ; টানাটানি অবস্থা।

আঙার্ গাছ –(বি) অর্কবৃক্ষ

আঙারা–(বি) কয়লা। < অঙ্গার।

আঙু/আমু (বি) তঞ্চঙ্গ্যাগণের সম্ভ্রান্তব্যক্তি বা গোষ্ঠীপতির উপাধি বিশেষ।

আঙুঝা–(বি) তাপের ফলে পাত্রের তলায় জমা শক্ত তলানি, ভাতের শুষ্ক মাড়।

আঙুদানা–(ক্রি) নখ, হাতিয়ার প্রভৃতি দ্বারা আঁচড়ান।

আঙুর্ বিঙুর্ –(বি) ইতস্ততঃ আঁচড়ের দাগ; আঁকিবুঁকি।

আঙুরিপড়া–(ক্রি) পুড়িয়া অঙ্গারবৎ হওয়া।

আঙুরা–(বি) নখর; আকর্ষী (আঁকড়ি)।

আঙোচ্যা–(বি) অমাবশ্যা।

আঙ্গে–(বি) তুলনায়; অনুপাতে।

আচ্ছার্–(অব্য) কথার মাত্রা; প্রকৃতই; সত্যই অবশেষে।

আচ্ছারা–(বি) শ্রী; লক্ষ্মণ। < আশ্রয়।

আচ্ছিরী–(বিণ) পাথুরী < অশ্মরী।

আচ্ছুয়া–(বি) ধারাল ছুরিজাতীয় অস্ত্র দ্বারা বাঁশ, কাঠ, বেত ইত্যাদির উপরি ভাগ হইতে চাঁচিয়া বাহির করা মিহি আঁশ।

আজা–(বি) আলিঙ্গন; বুক ও দুই হাতের মধ্যে যত ধরে সেই পরিমাণ। < আসুঞ্জন (সং)

আজায়–(বিণ, বি) পরিবর্তে। যেমন তা আজায় মুই কাম গরিম (তাহার পরিবর্তে আমি কাজ করিব)। < আজুরা (অর্থপ্র.)

আজাহাত–(বি) দুই হাত বুকের উপর আবদ্ধ করা (অবস্থা); কাজ ছাড়িয়া বসিয়া থাকা।

আজাআজি–(বিণ) আলিঙ্গনাবদ্ধ; জড়াজড়ি। তুং আনযা আনযি (সি)

আজাবদেই (ধরাণা)–(ক্রি) দৃঢ় ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করা; ঝাপটাইয়া ধরা।

আজাদা–(বিণ)অনায়াসলব্ধ; প্রচুর পরিমাণে।

আজাব–(বি) অজগর।

আজার্ পীড়া – (বি) স্ত্রী রোগ বিশেষ।

আজারা–(বি) গাছের ছাল (বর্জনীয় অংশ)

আজিনা–(বি) আঁচিল।

আজু –(বি) পিতামহ; মাতামহ। < আর্য।

আজুধি–(বিণ) গাঢ় ভাবে মিশ্রিত। (তেলে নুনে পিঁয়াজে মিশ্রিত)

আজুরা–(বি) মজুরি। < (আং)।

আজুরানা–(ক্রি) আঁচড়ান।

আজুল–(বি) আঁজলা। < অঞ্জলি।

আজের–(বি) খালি; কর্মমুক্ত; অবসর। < উজার (হিং)।

আঝর –(বি) রোগবিশেষ। < আছর (আং)

আঝাআছ্যা–(বিণ) গলার খুসখুসে ভাব; খসখসে বোধ।

আঝানা–(ক্রি) চাঁচা।

আঝি–(বি) মাছির ডিম। তুং আসাই (চট্ট)।

আঝিপুঝি – (বিণ) নিঃশেষে; চাটিয়াপুটিয়া।

আঞ্জি – (বি) আদি পাঠ (অ, আ, ক, খ, প্রথম শিখা)।

আঞ্জেয়াঘাঞ্জেয়া–(বিণ) ইঙ্গিতপূর্ণ কথা-বার্তার মাধ্যমে; (বাঁকা কথা)।

আঠ্যাকলা–(বি) বিচিসর্বস্ব এক প্রকার বন্যকলা; এঁটে কলা।

আড়–(বি) বস্ত্রাদি বা জিনিসপত্র রাখার জন্য বাঁশ বা কাঠের আলনা; প্রতিবন্ধক সৃষ্টির জন্য বা ঘেরা দেওয়ার জন্য খুঁটিতে বাঁধা বাঁশ বা কাঠ, আড়াল।

~গাবা–(বি) আড় দ্বারা নির্মিত বেষ্টনী; কাঠগড়া।

আড়া আর্য্যা–(বিণ) আড়াআড়ি; রেষারেষি; পরস্পর অসদ্ভাব।

আড়ানা–(ক্রি) কাহাকেউ আশ্রয় বা অবলম্বন করা; ঠেস দেওয়া; গাত্র সংলগ্ন হইয়া থাকা; আড়াল করা।

আড়াকড়া/ আড়াপড়া – (বিণ) আধাপোড়া; অৰ্দ্ধ সমাপ্ত; আধাপাগল।

আড়াকাজা–(বিণ) আধকাচা।

আড়াল্লা–(বি) অর্ধদগ্ধ লাকড়ি।

(বি)~ চোল – আধকাড়া চাউল

আত–(বি) ক্ষেতের উপর নির্মিত ঈষদুচ্চ বাঁধ।

(ক্রি)~ভাঙানা–(ক্রি) গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটা; জীবনী শক্তি নষ্ট হওয়া।

আত্তবা–(বি) ডগা ভাঙিয়া গিয়াছে বা নষ্ট হইয়াছে এমন অপরিপক্ক বাঁশ।

আত্যা/আদ্যা–(বি) পিতামহ; মাতামহ।

আত্যে/আদ্যে –(বিণ, বি) আগে; আদিতে।

আক্ষুয়া–(বি) গবাদি পশু নিবারণের জন্য নির্মিত মানুষজনের ডিঙাইয়া পার হওয়ার উপযোগী ঈষদুচ্চ বেষ্টনী।

আথ্যা/আধ্যা– (অব্য) অনর্থক; অযথা; বাজে।

আদত (পড়ানা)–(ক্রি) বাহ্যিক লক্ষণ লুপ্ত হইয়া রোগ গাঢ় হওয়া। <আঁত (অন্তর)-এ-এক্ষেত্রে (রোগ) গভীরে চলে যাওয়া অর্থাৎ গাঢ় হওয়া।

আদাঙা (উড়ানা)–(ক্রি) ভয় বিহবল হওয়া। তুং আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়া। < আতঙ্ক।

আদানা–(ক্রি) স্থান সংকুলান হওয়া; আঁটা।

আদাম্– (বিণ) গ্রাম।

আদারা–১. (বি) ত্রাস

২. (ক্রি) ~খানা–ত্রাস লাভ করা

(ক্রি)~ পানা - আদারা খানা দেখ।

আদারানা–(ক্রি) সরিয়া যাওয়া; সরাইয়া ফেলা।

আদালি–(বি) এটুলি।

আদিখ্যা-(অব্য) হঠাৎ তুং আতিককা (রং), আতকা (সি); আতেকথা (ম)। < অতর্কিতে। আদুর-বিণ) পঙ্গু; আতুর।

আদুরি–(বি) নাড়িভূড়ি; আঁতুড়ি <অন্ত্র।

আদেই ধন–(বি) অদৃষ্টবশে বা দৈবযোগে প্রাপ্ত ধন।

আদিখ্যা–(অ) হঠাৎ তুং আতিকঁকা (রং), আতেকখা (ম) আতকা (সি) < অতর্কিতে।

আদ্ধান–(বিণ) অর্ধেক।

আধং –(বি) আবর্জনা জঞ্জাল।

আধাঘবা–(বিণ) আধা খেচড়া (কাজ)।

আধার্–(বি) পশু পাখীর খাদ্য, বড়শীর বা ফাঁদের টোপ। < আহার।

আধারা–(বি) দেবপূজা বা (পূজা দিতে উৎকৃষ্ট আহার্য।

আধার্য্যাপাধার্য্যা–(বিণ) এলোপাতাড়ি; আজে বাজে: বাঁকা (কথা)।

আধালাং ফাদালাং (কধা)–(বিণ) আজে-বাজে (কথা)

আধু–(বি) হাঁটু।

(বি)~ঘিলা–হাটুর গোলাকার অস্থিখন্ড; মালাই চাকি;

তুং আঠুর ঘিলা (অস)

আধুলি–(বিণ) ঘন; গাঢ়; আঠাল মন্ড বা লেই-এর মত < আঠা

আধ্যা–(বিণ) অনর্থক;

আনক্যা–(বিণ) পশ্চিমী<আনক-পশ্চিম (মঘী)।

আন–পদাশ্রিত নির্দেশক তুলনীয় বাংলা 'খানস্ব। এটি 'হানস্ব হিসাবেও উচ্চারিত হয়।

আনক্ষণ–(বিণ) বেশীক্ষণ (নেতিবাচক বাক্যে ব্যবহৃত)।

আনা –(বি) আয়না; কাচ।

আনানা–(ক্রি) আনয়ন করা।

আনাভাদে–(বিণ) বিনাভাতে; উপবাসে।

আনাল্–(বিণ) বিশৃঙ্খলা; দুরবস্থা; অসহায় অবস্থা; বিপর্যয়। <আ+নাল)।

আনুধার–(বিণ) হতাশ; হতাশাজনক; নৈরাশ্যজনক।

আনুনি–(বিণ) লবণ শূন্য, আলুনি।

(ক্রি)~ছুধানা–(ক্রি) বীজবপণের পূর্বে জুম ক্ষেত্রে উৎপন্ন আগাছা পরিষ্কার করা।

আনে আনে–(বিণ) গোপনভাবে।

আনেঘানে–(বিণ) আকারে ইঙ্গিতে; অস্পষ্ট-ভাবে শ্রুত।

আন্দল–(বি) আড়াল।

আন্দাচ–(বি) আন্দাজ; অবস্থা (যেমন, আমনস্ব আন্দাচ পাগলে বুঝে); পরিমাণ (কি আন্দাচ কাম বাকী)?

আন্দাচ্যা–(বিণ) ভাল পরিমাণ মত (যেমন আন্দাচ্যা ধাঙর)।

আন্ধার–(বি) অন্ধকার।

আন্ধারে পহ্‌রে–(বি) অন্ধকার ছাড়ে নাই এমন ভোরে।

আন্ধিক–(বি) আংটি।

আন্নুয়া–(বি) ঝুল; আঁধু < আন্দোয়া (চট্ট)

আপধা –(বি) বিপথে; অবাটে।

আপাধার্য্যা–(বিণ) এলোপাতাড়ি; ইতস্তত; বিপথে।

আপ্ত–(বিণ) আত্ম < আপ (হিং)

আপ্লুয়া–(বি) অজ্ঞাত স্থান হইতে আগত দলভুক্ত পশুপক্ষী বা এ জাতীয় ব্যক্তি।

আব– (বি) আয়না। <অভ্র।

আবঝার–(বি) কাজের চাপ।

আবা-আবা–(অব্য) শিশুদের খেলা বিশেষ। (শিশুরা খেলা বন্ধ করার সময় 'আবা আবাস্ব শব্দ করে)।

আবাং–(বি) পচনশীল ক্ষতরোগ বিশেষ।

আবাজ–(বি) আওয়াজ।

আবাদি–(বিণ) অর্ধপক্ক; অকালপক্ক।

আবরাখানা–(ক্রি) দরজা ভেজান সংযুক্ত করা; ঘনানো। < আবদ্ধ।

আবলো–(বিণ) বেওয়ারিশ; মুক্ত স্বভাব বিশিষ্ট।

আবিদ্যনে–(বিণ) অবিদ্যমানে; আড়ালে, জনান্তিকে।

আবুজানা–(ক্রি) সংলগ্ন করা বা হওয়া; ঠেশ দেওয়া; ভিড়া; ভেজানো।

আবর খানা–(ক্রি) ভিড়া; দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ হওয়া; বুনন কালে উপকরণসমূহ ঘনানো।

আভাকবাক–(বিণ) অতিপ্রশস্ত (ঘা, দরজা, জানালার ফাক ইত্যাদি)।

আভাল–(বি) প্রচন্ড বিপদ পাত। তুং আবান (চট্ট)।

আভুকদা–(বিণ) অভুক্ত অবস্থা।

আমন–(বিণ) আপন।

আমনা আমনি–(বিণ) আপনা আপনি।

আমন্যা–(বি) শারীরিক বা স্নায়বিক দুর্বলতা হেতু আলস্য, উদাসীন্য, মনোযোগহীনতা।

আমল–(বি) আমল; তামাক পান সুপারী ইত্যাদির নেশা।

আমা–(বি) চোখের ছানি। তুং ঐ (চট্ট)।

আমাত–(বিণ) বাকশক্তিরহিত; নির্বাক। < আ + মাত = বাত।

আমি–(স) আমরা We. তুং (প্রাঃ বাং)।

আমিলা–(বি) মেস্তা <অম্ল।

আমু–(বি) আঙু দেখুন।

আমুলি–(বিণ) পান, তামাক ইত্যাদির নেশায় অভ্যস্ত। <আমল (আং)।

আমেনে–(অব্য) আপনা হইতে; এমনিই। আমেনে আমেনে-আমনা আমনি দেখ।

আয় –(ক্রি) এসো
(ক্রি)~ পানা–স্বল্প সময়ে কাজ সম্পন্ন করা।

আয়ছায়–(বিণ) প্রচুর; যথেষ্ট।

আয়ম–(বি) কাল; আমল। < আইয়াম (আং)।

আর/আরম্ব–(অ) আরো।

আরকানি–(বি) প্রস্তুতি; সূচনা আয়োজন।

আরখা–(বি) বিপদ যেমন, আরখাক্ষুন দারখা। বিপদের উপর বিপদ।

আরছাল্লুয়া–(বি) রুক্ষভাষী; রুক্ষস্বভাব।

আরা–(বি) করাত; জুমক্ষেত্রে আধপোড়া কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি; স্রোতে ভাসিয়া আসা কাঠ, বাঁশ ইঃ। প্রতিবন্ধক।

আরাং–(বি) মূলধন। (বিণ) পূর্ববৎ (সুস্থ বা অক্ষত)।

আরাকাজা–(বিণ) আধকাঁচা।
আরাঙা–(বি) জলবসন্ত।
আরানা–(ক্রি) আরম্ভ করা;সূচনা করা।
আরাপাগল–(বি) আধাপাগলা।
আরাল–(বি) লাঙলের অংশ বিশেষ; গোঁজ হিসাবে ব্যবহৃত কাষ্ঠখন্ড।
আরালা-করলা–(বিণ) আধপাড়া (চাউল ইত্যাদি); অর্দ্ধ সমাপ্ত; আধা খেচড়া (কাজ)।
আরি–(বিণ) বিজাতীয়; তুং আড়ি = পিতৃ পরিচয়হীন (রং)
আরুক্–(বি) আকার; অবয়ব; Configuration; Sketch;
আল্–(বি) কোন বস্তু সংলগ্ন কাঁটা (বড়শি, কাস্তে ইত্যাদির কাঁটা)। < অল = সূক্ষ্ম মুখ (সং)।
আল্‌গুনি–(বি) আলনা। < আলগনী (হিং)।
আল্‌গেতিনাঙে–(বিণ) কোন স্থানে বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া, অবাধে (পতন পার হওয়া ইত্যাদি)।
আল্‌সি–(বিণ, বি) আলস্য; অলস।
আলস্যা/আল্‌ঝ্যা–(বি) আগুন রাখার মালসা।
আলং–(বি) মৃতদেহ বহনের জন্য কাঠ বা বাঁশ নির্মিত খাটিয়া।
আলগ্–১.(বিণ) আলগা; তফাৎ; উঁচু। ২. (বি) উত্তোলন।
আলগৃঘর–(বি) আলগ্নঘর।
আলঝেই দেনা/আহ্লেই দেনা–(ক্রি) এলে দেওয়া।
আলা–(বিণ) প্রচুর; মুক্ত হস্ত; উদার; উদাসীন; নির্বিকার; প্রাচুর্য। তুং আইল্যা (রা)
আলাঝ/আলাঝে–(বিণ) সর্বমোট; নিঃশেষে; আসলে (অর্থ বিকৃতি/বর্জিত শব্দ)।
আলাঝালা –(বিণ) সুপ্রচুর।
আলাবেলো–(বিণ) স্বল্পবুদ্ধি; নাবালক। < আলবেলা (হিং)।
আলাম–(বি) বিবিধ নক্সার নমুনাযুক্ত তাঁতে বোনা দীর্ঘ বস্ত্রখন্ড। তুং ফুলাম কাপোর (অস)।
আলামত্–(বি) অবস্থা; ভাব; মর্ম।
আলাল-দুলাল–(বি) সহজ ও স্বচ্ছন্দ; সংসর্গ; নিবিড় সংস্রব।
আলিসরি (বেড়)–(বি) মাচা ঘরের বাহিরের দিকে সদর ও অন্দর অংশদ্বয়কে পৃথক করার জন্য বেষ্টনী। তুং আলিবেড়া = পর্দার বেড়া (কুম)।
আলেই–১. (ক্রি) ওজন (করা); ২. (বি) তুলনামূলক বিচার।
আলেই-লাঙয়্যা–(বি) দীর্ঘসূত্রীতা; দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া অনিয়মিত এবং অপরিমিত পরিমাণে; সংখ্যায়।

আলেইয়া–(বিণ) দীর্ঘসূত্রী; ঢিলা। তুং আলিয়া (সি)। < অলস।

আল্লুয়া–(বি) আলো (চাল); তুং ঐ (চট্ট.; ম)।<অলহি (প্রাং)<অলম (সং)। (বিণ) প্রত্যাশিত জিনিস না পাইয়া শূন্যহস্ত; অনায়াসলব্ধ। < আলুফহ্ (আং)।

আহ্মক/ আক্ষক–(বিণ) অবাক; হতবুদ্ধি। < আহ্মক আং)।

আহ্মকক্ষাক –(বিণ) বিমূঢ়; হতবুদ্ধি।

আহ্ল্যাং গরানা–১. (বি) প্রচ্ছন্ন আবদার। ২. (ক্রি) আবদার করা।

ই

ই–(বিণ) এত (স) এই (ইভা)।

ইঃ –(অব্য) বিস্ময়, অবিশ্বাস, ঘৃণা ইঃ সূচক শব্দ।

ইঁ –(অব্য) হাঁ।

~ পুরানা–(অ) ইতিবাচক অথবা সম্মতিসূচক জবাব দেওয়ার শব্দ।

ইঁ ইঁ–(অব্য) ক্রন্দন শব্দ।

ইঁহ্–(অব্য) যাচিয়া দেওয়ার কালে আহবানসূচক শব্দ।

ইঁ হিঁ–(অব্য) আরাম প্রকাশক শব্দ।

ইঁ হিঁক –(অব্য) নেতিবাচক বা অসম্মতিসূচক শব্দ। এটি 'উঁহুঁ রূপেও ব্যবহৃত হয়।

ইক্ষিনে–(বিণ) এখন

ইক্ষু –(বি-বিণ) ইক্ষিনে দেখ।

ইক্ষে –(বি-বিণ) ইক্ষিনে দেখ।

ইঘুন্–(বিণ/সর্ব) এই গুলি

ইঙিরি/ হিঙিরি –(বিণ) এইভাবে।

ইঙিল্যা–(বিণ) কয়েকদিন পূর্বে।

ইজর–(বি) ঘর সংলগ্ন মাচান (সচরাচর ঘরের সম্মুখ ভাগে থাকে)।

ইজা–(বি) চিংড়ি < ইচলি (প্রা. বাং) < ইষ্ণক্ (সং)।

ইজামুঝি–(বি) চিংড়ি ধরার ফাঁদ হিসাবে ব্যবহৃত বেতের তৈরী খাঁচা।

ইজিবিজি (খারা)–(বি) শিশুদের একজাতীয় খেলা। তুং এতি বেতি খেলা। ইকড়ি মিকড়ি (চট্ট)।

ইঝা–(বি) ঈর্ষার তৃপ্তি। তুং ইসসা (ঢা)

ইঝু–(অ) কথার মাত্রা বিশেষ। ইচ্ছা, প্রত্যাশা, সম্ভাবনার বিপরীতে কোন কিছু ঘটিলে ইহা বাক্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

ইত্তুক্–(বিণ) একটু; এতটুকু।

উত্তুমা/ হিত্তুমা–(বিণ) এত বড়।

ইথুন–(বি-বিণ) এখান হইতে; ইহার চেয়ে।

ইদা–(বি) ঢিল। তুং ইড্যা (ম)। <ইট।

~মালানা–(ক্রি) ঢিল ছুঁড়া।

ইধু–(বি-বিণ) এখানে।

ইধুগা–(বি-বিণ) এখানকার।

ইন্ধি–(বিণ, বি) এই দিকে।

ইভা–(বিণ/স) এইটি; যেমন তাম্ব ইভা (তারটি)। তুং টি, টা।

ইমাখানা–(ক্রি) বারবার বলা বা করা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত ফললাভ না হওয়ার কারণে চরম ভাবে হতাশাগ্রস্ত হওয়া; বীতশ্রদ্ধ হওয়া; ত্যক্ত হওয়া; নিবৃত্ত হওয়া।

ইয়্–(বিণ-বি) এখনও

ইয়ত্–(বিণ-বি) এ স্থানে।

ইয়ত্যায়্–(অব্য) এ জন্য।

ইয়া (অব্য)–কৃৎ প্রত্যয় বিশেষ; ইয়ে। যেমন নেইয়া, ধারেইয়া ইঃ। এইতে।

ইয়ান–(বিণ-স) এইখানা।

ইয়ানি–(বিণ-স) এই খানি।

ইয়ে–(বিণ-বি) এখন (Enphatic); যেমন– ইয়ে তে এলে–এখন তবে এলে।

ইয়েং–(বি) শস্যাদির রোগবিশেষ (এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার ছত্রাক।)

ইয়ো–(অব্য) ওহে; এই যে। (মনোযোগ আকর্ষণ বা সাবধানতা সূচক ধ্বনি); যেমন পড়েত্তে ইয়ো – পড়ছে যে।

ইরি-দেনা–(ক্রি) ছাড়িয়া দেওয়া; ত্যাগ করা। <এড়া।

ইল্‌ভিল্–(বি) শৃঙ্খলা, চলাফেরা বা আচরণে সতর্কতা। তুং আইলভ্যাল = সাজানো (রা)।

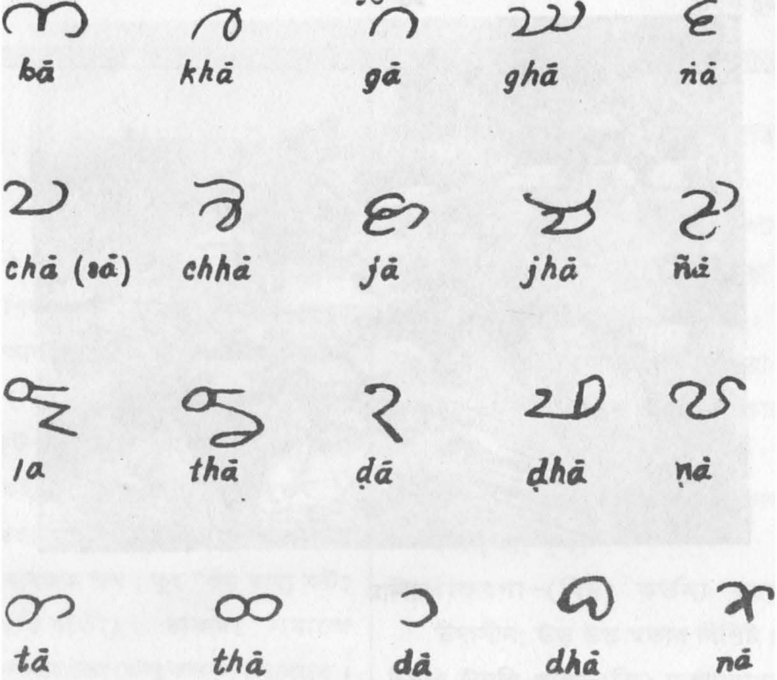

অকখর (চাকমা অক্ষর)

আঘরতারা

আদাম

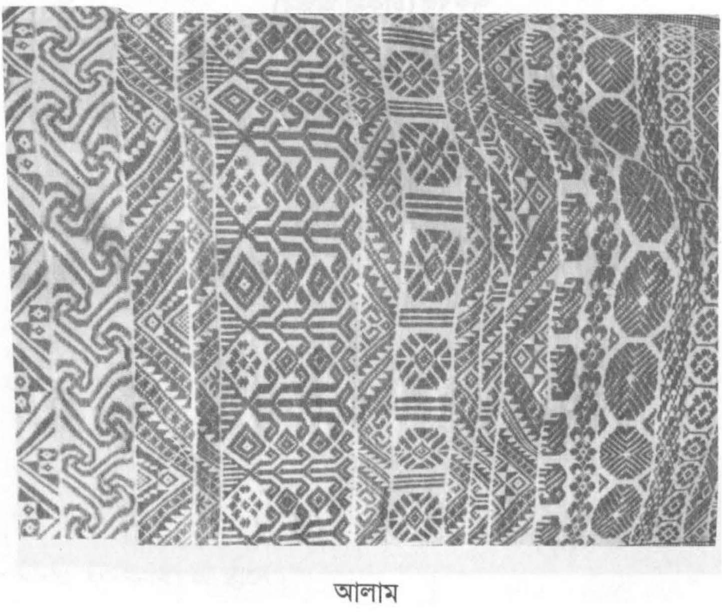

আলাম

উ

উ –১.(বি) অসুখ; ব্যথা। ২.(অব্য) শিশুদের অসুখ বা ব্যথার সময় আদরের সাথে 'উম্ব শব্দটি ব্যবহৃত।

উই–(বি) উইপোকা।

উইফুট–(বি) যে স্থানের মাটির তলা হইতে তরল কাদা নির্গত হয়।

উং-স্বহা-ফুয়া–(অব্য) মন্ত্র দেওয়ার সময় ব্যবহৃত শব্দ। তুং "ওঁম স্বাহা ফটঃ (তিব্বতী)। চাকমা সমাজে সাধারণতঃ কৌতুকচ্ছলেও ব্যবহৃত।

উগড়িক–(বি) একজাতীয় ক্ষুদ্র পাখী।

উগুদানা–(ক্রি) খুলিয়া ফেলা। < উদঘাটন।

উগুধা–(বিণ) উলটা। < অঁউধা (হিং)

উগুধা ঝাবাদা–(বিণ) উল্টাপাল্টা।

উগুড় /উবুড়–(বিণ) উপুড়।

উগুড়ানা–(ক্রি) উপড়ানো। ওকারানো (রং) উকরানো (রা) < উৎকাতন (হিং)।

উগুড়ি উধানা–(ক্রি) উন্মুলিত হওয়া; ছাপাইয়া উঠা। < উভরানো।

উগুর চিদোর–(বিণ) উপুর চিৎ।

উগুরভর্তি–(বিণ) অতিরিক্ত ভর্তি হওয়ায় ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে এমন অবস্থা; মাথাভারী।

উগুরা উগুরি–(বিণ) উপরাউপরি; উপর্যুপরি।

উগুরা ঝাবারা–(বিণ) ওলট পালট; বিভিন্ন প্রকারের উদ্বৃত্ত; ঝুরাঝারা।

উগুরা ফরগা–(ক্রি) উড়নচণ্ডী পড়া।

উগুরানা–(ক্রি) উবরানো; উদ্বৃত্ত হওয়া।

উগুরিক–(বি) একজাতীয় ক্ষুদ্রাকার পাখী।

উগোল–(বি) চেং মাছ। তুং ওকোল (ঢা., ম., কুম)।

উঘুরাফরগা–(বিণ) কর্তব্য কর্মে উদাসীন; উড় উড় স্বভাব বিশিষ্ট।

উঘুরি উঘুরি খানা–(ক্রি) অন্যান্যদের আহারের পূর্বে (সাধারণতঃ রন্ধনপাত্র হইতে) আগেভাগে লোভবশতঃ খাওয়া।

উঘুরি উধানা–(ক্রি) চমকাইয়া উঠা।

উচ্ছা–১.(বি) উৎসাহ; উল্লাস; উচ্ছাস। ২. (বিণ) উৎফুল্ল। এটি 'উৎসাহ্ব রূপেও ব্যবহৃত।

উচ্ছারানা–(ক্রি) উৎসর্গ করা। এটি উৎসারানা রূপেও ব্যবহৃত।

উজু –(বিণ) সোজা; সরল। < ঋজু (সং)

~উজু–(বিণ) সোজাসুজি; ঠিকঠিক।

উজুক চুক–(বিণ) পাত্রের উপরিতল অপেক্ষাও উঁচু করিয়া ভর্তি; স্বাভাবিক অপেক্ষা উঁচু, উপচানো।

উজুরা–(বি) মজুরী। <উজারা=পরিবর্ত (ফা)

উজোল–(বি) বোঝা; বোঝার খেপ।

উজ্জা–(বিণ) সহজ। < ঋজু (সং)

উজুধা–(বি) হুঁচট। (ক্রি) ~ মারানা–পায়ের আগা দ্বারা ঠোক্কর মারা।

উজানা–(ক্রি) সিদ্ধ করা। < 'উষ্মন্ব করা।

উঝু–(বিণ) ইঝু শব্দের উচ্চারণভেদ।

উঝনা–(বিণ) সিদ্ধ (বিশেষ প্রক্রিয়ায় রান্না করা ব্যঞ্জন)। তুং ওসা (চট্ট., ফ)।

উঝলা–(বি) অছিলা।

উঝলা-হনা–(ক্রি) পুনরায় রোগ ইত্যাদি প্রকাশ পাওয়া। < উচ্ছলন।

উঝলানা–(ক্রি) ফুসলান; প্ররোচিত করা।

উঝোনিলামনি–(বি) বারবার আসা যাওয়া।

উঝোট খানা–(ক্রি) হুঁচট খাওয়া।

উঝ্যানা–(ক্রি) চাল ইত্যাদির ফাঁক দিয়া পানি পড়া।

উট–(বি) ওষ্ঠ্য।

উড়গাদেনা–(ক্রি) উড়াল দেওয়া।

উড়াং উড়াং–(বিণ) উড়িবে উড়িবে ভাব, ভাসাভাসা ভাব।

(বিণ)~কান–উৎকর্ণ; খাড়া কান বিশিষ্ট।

উড়ি পড়ানা–(ক্রি) ছিটকাইয়া দূরে পড়া।

উড়োস–(বি) এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকার পোকা। মূল উদ্ধংশ।

(বিণ) ~পাগল– অস্বাভাবিক চঞ্চল স্বভাব ব্যক্তি।

(বিণ)~পুন–চঞ্চল স্বভাবের কারণে এক যায়গায় স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে পারেনা এমন ব্যক্তি।

উঢ়ানা–(ক্রি) (কাপড়) পরা; পরিধান করা; তুং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনঃ কত না রাখিব কুচনেতে ও হাড়িয়া <ওড়া (হিং)

উঢ়োন পিনোন–(বি) পরিধেয় বস্ত্রাদি।

উত্–(বি) বস্ত্রাদির আঁচলের প্রান্ত; ওত।

উত্তা (মাজা)–(বি) আগুনের তাপে জিনিসাদি শুকাইবার জন্য চুল্লীর উপরে নির্মিত মাচা।

উত্তে–(অব্য) উপরে; অধিক < (উর্দ্ধ)।

উথাস্–(বি) উচ্ছেদ; উচ্ছিন্ন।

উদা–১.(বি) উদ্দেশ; হদিশ; নোড়া। তুং ওদো (কুম)। ২.(বিণ) প্রশস্ত; উলঙ্গ। যেমন- উদা কবাল; প্রশস্ত কপাল।

৩. (বি)~আলাপ–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ।

উদাল–(বি) এক প্রকার আঁশযুক্ত গাছ অথবা তাহা হইতে প্রাপ্ত রশি।

উদীচ্–(বি) হদিশ; উদ্দেশ।

উদীচ্ গর্‌বা–(বিণ) অতিথি; অভ্যাগত।

উদুরাং বাম্বনা–(ক্রি) নিজের ক্ষমতা বা অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া কথাবার্তা বলা বা কাজ করা; উৎলানো।

উদুরানা–(ক্রি) ফুটা; ফুটানো; boil; উথলানো; টগবগ করা।

উদুরুং খুদুরুং–(বি) এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ উন্মুক্ত শূন্য খোল। < উদ্যা + দুরুং।

উদোল–(বি) উদাল দেখ।

উদ্যা–(বিণ) উন্মুক্ত; উদাস; উজাড়; খালি।

উধাউথ্যা–(বিণ)উপর্যুপরি; একের পর এক।

উধোনী–(বি) চড়াই। < উঠা।

উধোনী লামনি–(বি) চড়াই উৎরাই।

উনঝুর–(অব্য) সর্বদা; বারংবার।

উন্দুর –(বি) ইঁদুর।

উবাস– (বি) উপবাস; এটি 'উভাসম্ব রূপেও ব্যবহৃত।

উবুংপুং–(বিণ) কানায় কানায় পূর্ণ অবস্থা।

উবুধা–(বিণ) উগুধা দেখ।

উবোত–(বিণ) অধোমুখী। < অবমুর্দ্ধা।

উভা–(বিণ) খাড়া; উঁচু; উল্টা; ব্যগ্র। < উবৃভ (প্রাং) < উদ্ধ (সং)।

(বি)~ গীত–প্রেম, বিরহ, ঈপ্সীত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া বিশেষ সুরে গীত একপ্রকার গান। তুং বরগীত (অস্); উভং = vulgar.

(বি)~ ঝড়–প্রবল বৃষ্টি

(বি)~ দাড়ি–প্রত্যাশিত ফল লাভ না হওয়ায় হতাশ (আলঙ্কারিক প্রয়োগ); নিরাশ।

(বি)~ বন – জুম বা পরিস্কৃত ক্ষেত্রের চারিপাশের জঙ্গল।

উভাকাক্কাক্–(বি) উর্দ্ধ দিকে মুখ করিয়া কোন কিছুর অবস্থান।

উভাল্‌ফাল–(বি) অত্যন্ত ব্যাগ্রতাগ্রস্থ অস্থির ভাব। তুলনীয় উলফাল। (কুম)

উভোত্–(বি) উপুড়; নিঃশেষে। মূল অবমূর্ধা।

উভোত্ ঝাবট–(বি) উলটপালট।

উভোতপুন্দরী–(বিণ) নীচের অংশ উপর দিকে উল্টানো।

উম্–(বিণ) উষ্ণ

~উম –(বিণ) কবোষ্ণ

(ক্রি)~ দেনা–তা দেওয়া।

উমর –(বি) বয়স; জীবৎকাল। > উমর (আং)

উমানা–(ক্রি) উষ্ণ হওয়া; (আদ্রতার দরুণ শস্যাদি গরম হওয়ার কারণ বীজের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হওয়া); গুণমান; ক্ষতস্থান ইত্যাদি আবৃত থাকার দরুণ পচন ধরা।

উমুছ্যা–(বি) আবহাওয়ার উষ্ণভাব। (ক্রি)~ **গরানা**–উষ্ণতা বোধ করা।

উমছাছ্যা–(অব্য) আবহাওয়ার উষ্ণতা; অসুস্থতা; অতিক্রম ইত্যাদি কারণে দম বন্ধ হওয়ার ন্যায় ভাব। যেমন– পেট উম্ ছাচ্যা। তুং উইন্‌নাশি (চট্ট)।

উমুল্যা–(বিণ-বি) কিছুক্ষণ পূর্বে।

উমেইয়া–(বিণ) গুমসা।

উর্ –(বি) সীমা; শেষ; অবধি। <ওর (হিং)।

উয়া–(বি) বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস। <ওয়া (মঘী)। (অব্য) পদাশ্রিত নির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত। যেমন- মানুচউয়া; থালউয়া, দিনউয়া ইত্যাদি। তুং টি/টা পদাশ্রিত নির্দেশকগুলির মত।

উয়াই–(অব্য) আকস্মিক ভয়তাড়িত উচ্চ চিৎকার ধ্বনি; পশুপাখী তাড়ানোর শব্দ।

উয়াং উয়াং–(ক্রি-বিণ) উচ্চস্বরে (আহবান বা চীৎকার)

উর্‌ঘুন্যা–(বিণ) ভ্যাপসা গরম (আবহাওয়া); গুমটভাব।

উর্‌ঘুমা–(বিণ) –বিনিদ্র।

উরা–(বি) গোশালা, গরু বা মহিষের খাটাল; বাথান।

উরাঝাড়া–(অব্য) নিঃশেষে; উজার করিয়া।

উরান্–(বিণ) টাকাপয়সা বা ধন সম্পদ নিঃশেষিত অবস্থায়।

উরূং–(বি) রাগ; প্রচন্ড অভিমান।

উল্–(বি) ব্যাঙের ছাতা। তুং- ওল (চট্ট)।

উল্‌ধা–(বিণ) উল্টা; বিপরীত।

উলমত্য–(বিণ) চঞ্চল চিত্ত; অস্থির। < উন্মত্ত (?)

উলা–(বি) উই পোকা; একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার বিষাক্ত পতঙ্গ।

উলি–(বি) উইপোকা। তুং উলি (কুম)।

উলু–(বি) চালিতা।

উলুখুল –(বি) নিতম্বের উঁচু অংশ।

উলুগা–(বি) উলখড়।

উল্লা–(বিণ) পূববর্তীর জের; অন্তর। যেমন- উল্লাবঝর- তৎপরবর্তী বছর।

উল্লেই পুল্লেই – (ক্রি-বিণ) উল্টাইয়া পাল্টাইয়া।

উল্যানা–(ক্রি) উলটানো।

উ

উ–(সর্ব) ঐ

উইয়া–(সর্ব) ঐতো

(সর্ব)~ **ভুয়া**–ঐতো।

উধু–(বিণ-বি) ঐ খানে

উন–(অব্য) পদাশ্রিত নির্দেশক; গুলি। তুং গুলিন্।

উন্ধি–(বিণ-বি) ঐ দিকে।

উভা–(সর্ব) ঐটি।

উয়ত্–(সর্ব) ঐখানে; ঐ স্থানে।

এ

এ–(অব্য) অধিকন্তু; প্রশ্ন; অসম্ভব ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশক শব্দ। যেমন- নিলাক-এ; যেয়চ-এ ইত্যাদি।

এইধা–(বিণ) এঁটো।

এইন্দা–(বিণ) আগামী মৌসুমে। (অর্থ প্র.) <আয়েন্দা (ফা)।

এইয়া–(অব্য) এইতো।

এধা–(বিণ) এইধা শব্দের উচ্চারণ ভেদ।

এওজি–(বি) প্রতিনিধি।

এঁ–(অব্য) বিস্ময় বোধক শব্দ; অবোধ্যতা বাচক শব্দ।

এক –(বিণ) এক

~**কুপ্যা** –(বিণ) একরোখা

(বিণ)~**গঙ্গ্যা**–একগুঁয়ে।

(বিণ)~**গাল**–একমুখ ভর্তি।

(ক্রি-বিণ)~**মুখ্যা**–একদিকে।

(বিণ) ~**পল্লা**–একবার।

(বিণ)~**লাগার**–একাক্রমে; একনাগারে।

এক্কা–(বিণ) একটু।

এক্কুই–(বিণ) একই রকম।

(বিণ) ~**সান**–একই রকম; বরাবর।

এক্কেনা–(বিণ) একটু খানি; অল্প।

এক্কেরে–(বিণ) একেবারে; সম্পূর্ণরূপে; এটি 'এব্বেরেম্ব রূপেও ব্যবহৃত হয়।

একখুই–(বিণ) বরাবর।

এগচ্–(বিণ) একাদিক্রমে; একরকম ভাবে।

এগজা–(বিণ) একাদিক্রমে; অবিরাম; একজাই। তুং একজাই (রং, রা)।

এগত্তর –(বিণ) একত্র।

এগভুয়া–(বিণ) একটি করিয়া।

এগর্য্যা–(বি) বাঁশের জাতি বিশেষ; মুলি বাঁশ।

এগা–(বিণ) এক; একা; অনন্য।

(বিণ)~**দারু** –একমাত্র ঔষধ।

(বিণ)~**পথ**–একমাত্র পথ।

(বিণ)~**চার্য্যা**–দলের বাহিরে একাকী থাকে যে (পশু); একাচারী।

(বিণ, বি)~**মনে**–একমনে; নিবিষ্ট ভাবে।

(বিণ, বি) ~**লমে**–(ক্রি-বিণ) এক নাগারে; একাদিক্রমে।

এগেম – (বিণ) একাগ্রচিত্তে; মনোযোগ সহকারে; অকৃত্রিম ইচ্ছাসহ।

এচ্যা–(বি) আজ এটি 'এজ্যা' রূপেও ব্যবহৃত হয়।

এছান/এঝান/এঞ্ঝান–(বিণ) এই প্রকার।

এজম্ব–(বি) আজিও। তুং আইজ (চট্ট)।

এঝ–১. (ক্রি) আস; ২. (ক্রি-বি) এখনও।

এঝানা–(ক্রি) আসা।

এঝে – (ক্রি) – আসে। 'এবে' ক্রিয়ার রূপভেদ।

এঝেই/এঝেম–(অব্য) বরাবর।

এড়ানা–(ক্রি) ছাড়া; পরিত্যাগ করা।

এড়াবেড়া–(বিণ) আঁকাবাঁকা; জটিল; বিভিন্ন দিকে আত্মীয় সম্বন্ধ।

এতাত্যায়–(অব্য) এই জন্য।

এতানে উতানে–(বিণ) এই সেই ভাবে; সব কিছু মিলাইয়া।

এথে–(বি) অতীতে; পূর্বকালে; গল্প বলার সময়; বিশেষত রূপকথা বলার সময় ব্যবহৃত হয়।

(ক্রি) আসিতে; আসিবারকালে।

(ক্রি-বি) ~**গরি**–পুনরায় প্রথম হইতে।

এদ্ -মু –(বিণ) মুখের ভাব অবিচলিত রাখিয়া; লজ্জা বা শঙ্কোচ বোধ না করিয়া।

এদা (জুড়ানা)–অত্যধিক ভয় ইঃ কারণে বিহবল অবস্থা প্রাপ্তি। < অত্তা (প্রাং); আত্মা (?)

এধক–(বিণ-বি) এত।

এধক্ষণ–(বিণ-বি) এতক্ষণ।

এধক্যা–(বিণ-বি) ঈদৃশ; ঈদৃক্ষ।

এধা–(বিণ) এঁটো; ভুক্তাবশিষ্ট।

এন্–(বিণ-বি) এমন।

এনা/ হেনা–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ। যেমন তেএনা যেইয়ে- সেই না গিয়াছে।

এনে–(ক্রি-বিণ) এভাবে; বিনামূল্যে। তুং এনেই (অস্)।

এন্দর বিন্দোর–(বি) অন্দরবাহির।

এবাদে–(ক্রি-বিণ) এইভাবে; এমনিতে।

এব্বেরে–(অব্য) এক্কেবারে; খেদসূচক শব্দ।

এবেল্–(বিণ, বি) এখন; এইবেলা; এই অবস্থায়।

এভ–(বিণ-বি) এখনও পর্যন্ত। তুং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনঃ এভোঁ।

এভার বাদে – (বিণ) এই ভাবেই; এমনিতেই।

এভে – (বিণ-বি) এইমাত্র। তুং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনঃ 'এবেঁহ্ব সি জানিলো।

এম্ভয় – (বি-বিণ) এভাবে।

এম্ভা–(বিণ) এত বড়।

এর্য্যা–(বিণ) এড়াইয়া থাকা অবস্থা; আলগা-আলগা; অঘনিষ্ট।

এল্–(ক্রি) আইল।

এম্বল–(ক্রি) ছিল; আসিল।

এলামেলা–(বি) মেলামেশা; সংস্রব।

এলাক্কা–(বি) সংস্রব; সম্পর্ক। <আলাক (অর্থ প্র.)। (অর্থ প্র.)।

এলেনা–(বি) চোখের পাতায় বা নাকে বেদনাদায়কব্রণ বিশেষ। <অঞ্জনি।

এলেলে–(বিণ) ফ্যালফ্যাল করিয়া দেখা।

এহেম্–(অব্য) মনোযোগ আকর্ষণের জন্য উচারিত শব্দ; পূজা বা সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে মন্ত্র বাক্য আবৃত্তির পূর্বে উচ্চারিত শব্দ।

ঐরান্–(বি) হুলুস্থুল কাণ্ড; হুটোপটি। তুং ঐরান্ (চট্ট., কুম)।

ও

ও–(অব্য) সম্বোধন সূচক শব্দ। যেমন 'ও মাওম্ব তুং 'ও মাগোম্ব।

ওই–(অব্য) ওহে; ওগো। লইয়া (যেমন মাছওই, হাতওই ইঃ)।

ওঘির –(বি) গৃহাভ্যন্তরে ঈষদুচ্চ মঞ্চ। < উখাড় (প্রা. বাং)।

ওঘোই–(বি) উদূখল।

ওজলেং–(বি) ঘরের পিছন দিকস্থ নির্দিষ্ট কামরা। তুং উসারা (ঢা., সি., রা)।

ওভিত্–(বি) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

ওমেই–(অব্য) ভীতিসূচক শব্দ। তুং 'ও মারেম্ব।

ওয়া–(অব্য) উয়া দেখ।

ওল্–(বিণ) বিভ্রান্ত; অবিন্যস্ত।

ওল্ ~ (বিণ) বিভ্রান্ত; এলোমেলো।

ওলোঝোলো – (বিণ) ওল্‌ঝোল্ শব্দের উচ্চারণ ভেদ।

ওলোন্‌সাল্–(বি) রান্নাঘরের যে স্থানে উনান স্থাপিত। < উনান-শালা।

ক

ক–(বি) ঘুঘু। তুং কহ্‌ল (চট্ট), কপৌ (অস্)।

(বি) ~বুক–বক্ষাস্থ উঁচু হওয়ার ফলে বিকৃত গঠন বুক।

(বিণ) ~চদর–সম্পূর্ণ বিবস্ত্র; দিগম্বর।

কইআং আলু–(বি) একপ্রকার ভোজ্য জংলী আলু।

কই কই–(বিণ) কত কত (বহু পূর্বে বা পরে বুঝাইয়া কালের দৈর্ঘ্যের উপর জোর বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়)। যেমন 'কই কই আগেম্ব ইঃ।

কইধা–(বি) চিচিংগা।

কই পাধানা–(ক্রি) ডাকিয়া পাঠানো; বলিয়া পাঠানো।

কক্–(বি) বেতের খাঁচা ইত্যাদি বুনার শেষে সুন্দর বা মজবুত করার জন্য অতিরিক্ত বুননের কাজ।

কক্‌রেকক্–(অব্য) মোরগের ডাক। তুং কুক্কুরকু।

কক্রেই–(বি) বিশেষ ধরণের বেতের ঝুড়ি।

কক্ষণে/কক্ষে–(বিণ-বি) কখন। < কোন + ক্ষণে)

কক্ষেৎ/ খক্ষেং–(বি) তক্ষক।

কক্ষেং খাপ্পুয়া উল–(বি) এক প্রকার ভোজ্য ব্যাঙের ছাতা।

কগচ্-কগচ্–(বি) চোখে চুলকানি সহ মৃদু বেদনাদায়ক অনুভূতি; (ক্রি) ~ গরানা – কটকট করা। (অনু)।

কগরা–(বিণ) বাসি, করকরে (ভাত)।

কগেইয়া–(বি) পেঁপে।

কগোই–(বি) বাঁশের শলাকা নির্মিত চিরুনী; কাঁকুই। < কঙ্কতিকা।

কঙদা–(বি) আঁকশি।

কঙধা–(বি) গাছের গুঁড়ি খুঁদিয়া প্রস্তুত ডোঙার ন্যায় একপ্রকার নৌকা। < কোন্দা < কুঁদ।

(বি) ~ হাড়–কণ্ঠার হাড়।

কঙরং–(অব্য) ফাঁপা জিনিসে আঘাতের ফলে উৎপন্ন শব্দ; কোন কিছু গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইবার শব্দ।

কঙা–(বি) নুলা হাত। তুং কুআঁ=বক্র (হিং)।

কঙাত্যা–(বি) আঁকশি।

কঙানা–(ক্রি) কোঁকান; গোঙান < কক্ (সং)।

কঙেইয়া–(বিণ) জড়বুদ্ধি সম্পন্ন।

কচ্–(বি) কষায় স্বাদ বা রস, এনামেল, বার্নিশ, রং ইতাদি (চটিয়া যাওয়া)।

কচ্ছা–(বি) ধান প্রভৃতি মাড়াই করার সময় নাড়ার জন্য ব্যবহৃত এক প্রান্তে বাঁকান বংশ বা কাষ্ঠ দন্ড।

কচ্যা–(বিণ) কচি; কচি বয়স্ক। তুং কেঁচুয়া (অস)।

কজ–(বি) ক্ষুদ্রাকৃতি বিষাক্ত পতঙ্গ (সচরাচর রাত্রিবেলা বাহির হয়)।

কজদানা–(ক্রি) কচটানো; চটকানো।

কজফুল–(বি) পদ্ম ফুলের আকৃতিযুক্ত একপ্রকার অলঙ্কার।

কজমজ–(বি) গোলমাল; কর্কশ শব্দ; ঝঞ্ঝাট; খচমচ।

কজমা–(বিণ) কচি; অল্প বয়স্ক।

কজরা–(বিণ) অপরিস্কার জিনিস; অপরিচ্ছন্ন। <কচ্চর <কীচড় (হিং)

(ক্রি)~উধানা–অতিরিক্ত আদ্রতার দরুণ জমিতে ফসল প্রভৃতি নষ্ট হওয়া।

কজলানা–(ক্রি) কচলান।

কজল্লা–(বি) জ্বালাতন। তুং খেচাল (অস্)। কসালা (হিং)। < কচাল।

কজানা–(ক্রি) কোঁচান; গুটানো; একপাশে জড় করা।

কজোই–(বি) বন্য তেঁতুল

(বি)~পানি–কজোই গোলা পানি যাহা প্রসূতির অশৌচান্তিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

কজ্জাল–(বি) কাপড় নির্মিত থলি বিশেষ।

কজ্যা–(বি) ঝগড়া।

কঝা–(বি) কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের কোষ।

কটকদানা–(ক্রি) মুরগী প্রভৃতি কট কাট শব্দ করা।

কড়ক্ কড়ক্–(অব্য) কটকট শব্দ। (ধ্বন্যা)।

কড়ক্‌ড়ানা–(ক্রি) ডিম পাড়ার সময় হইলে মুরগীর কড়কড় শব্দ করা; ব্যাঙের কটকট শব্দ করা।

কড়ক্‌ড়ি-বেঙ–(বিণ) কটকটে ব্যাঙ।

কড়ুকর্য্যা–(বিণ) কড়কড়ে; শুষ্ক।

কড়ুমা–(বি) নবোঁগত পত্রাঙ্কুর; কচিপাতা।

কড়া–(বিণ) কচি।

(বি) ~ পুক–সাদা রঙের এক প্রকার কীড়া।

কড়াকড়া–(বিণ) কচিকচি।

কড়েইয়া–(বি) কড়াই।

কত্তমান্–(বিণ) কতখানি; কি পরিমাণ।

কত্তা/কদ্দা–(বি) খণ্ড। তুং কর্দা (চট্ট)। < কর্ত্তন।

কত্তি–(বি) কুজার ন্যায় নলযুক্ত একপ্রকার জলপাত্র।

কত্তুমা–(বিণ) কতবড়।

কথা–(বি) টুকরা; খণ্ড।

যেমন-কদক্–(বিণ) কতেক। গুলা কদক্ – অল্পকতেক; দিন কদক –দিন কতক।

কদক্ষণ্ (বিণ-বি) কতক্ষণ।

কদঘলা–(বি-বিণ) কোন কোন সময়।

কদরা–(বি) বাটি। < কটরা (হিং)।

কদলানা–(ক্রি) কাঠ, কোদাল, ঠোঁট দ্বারা কোদলান; মাটি উলটান।

কদাক্ কাড়ানা–১. (অ) মুরগীর ডাকা (ডিম পাড়ার পর অথবা অন্যান্য সময়ে সতর্ক ধ্বনি)। ২. (ক্রি) ঐ ভাবে মুরগীর ডাকা।

কদ্দালি–(বি) বিরাট পরিমাণের অংশ; একসঙ্গে অনেক পরিমাণ। <কদ্দা (কর্ত্তন)।

কধগী–(বিণ) রসযুক্ত কথায় পারদর্শী।

কধরে কধরে–(বিণ) অংশে অংশে; যার যেমন প্রাপ্য।

কধা–(বি) কথা; আইল বা এক প্রকার সীমা নির্দ্ধারক চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট একক ক্ষেত্র।

(বিণ-বি) ~ ঘন্নত–প্রতিবাক্যে; প্রতিপদে; কথায় কথায়।

কধানা–(ক্রি) কোঁথান।

কন্–(সর্ব) কোন, কি, কে।

কন–(অব্য) কোন; কথার মাত্রা বিশেষতঃ প্রশ্নবোধক বা নেতিবাচক বাক্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন- হয়নি কন? মুই নয় কন। তুং যাবে নাকি?

কনেঠ–(বিণ) কনিষ্ঠ।

কন্না–(সর্ব) কে। তুং কেন (চট্ট); শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনঃ 'কেনাম্ব বাঁশি বাইয়ে।

কন্নাল্–(বি) বাতাবি লেবু।

কপ্ –(বি) বাখারি।

(বি)~চোঘম্ব–চোখের উপরে ভ্রু সন্নিহিত স্থান।

কপ্‌কপ্যা–(বিণ) শক্ত ভাবে; নাছোড় বান্দার ন্যায়। < কপকপি = আগ্রহ (রা)।

কব্‌কবেই–(ক্রি-বিণ) কপ্‌কপ্যা দেখ।

কবা–(বি) কাক। < কাওয়া (হিং)

(বি) ~ টেঙেরা – বাঁশের কঞ্চি দ্বারা প্রস্তুত বেড়া। তুং কাওয়া টেঙেরা (চট্ট)।

১. (বি)~বদা – কাকের ডিম;
২. (বিণ) কাকের ডিমের ন্যায় (গভীর নীল রঙের মেঘের বর্ণনায় ব্যবহৃত)।

কবাল্–(বি) কপাল।

(বিণ)~পড়া–(বিণ) পোড়া কপালে (গালি হিসাবে ব্যবহৃত)।

কবোই–(বি) আধা আস্তিনযুক্ত মহিলাদের একপ্রকার জামা (সচরাচর কালো রঙের)। < কাগোই (ত্রিং)।

কম্ভা–(বিণ) কত বড়।

কভাযাং–(বি) হাতের বিশেষ মুদ্রা ও মুখে ছড়াসহ শিশুদের খেলা বিশেষ। তুং ঝিঁ ঝিঁ ঝিওলা ছড়াযুক্ত খেলা। (চট্ট)।

কমলগার–(বিণ) কবেকার।

কমলে–(বিণ-বি) কবে; কখন।

কর্ –(বি) কোল; কাঁখ। < ক্রোড়। শক্ত হইয়া জমাট বাঁধা তামাকের গুল; শুকাইয়া শক্ত হওয়া ময়লা।

করই–(বি) চাউল ভাজা; চাউলের গুঁড়া; তরকারীতে ব্যবহৃত চাউল বাটা; চাকমাদের ঘিলা খেলার বিশেষ মুদ্রা।

কর্‌কদি–(বি) কুরুক পাতার গাছ।

কর্‌কর্য্যা–(বিণ) খরখরে শুকাইয়া কঠিন অবস্থাপ্রাপ্ত। তুং করকরা (সি)।

কর°কারা–(বিণ) বিশৃঙ্খল বা অবিন্যস্ত ভাবে জড় করা অবস্থা (সাধারণতঃ বাঁশ, কাঠের দন্ডাদি, অস্ত্রসস্ত্র ইত্যাদি); আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে দাঁড়ান অবস্থা।

(বি)~শিং–মহিষ, হরিণ ইত্যাদির দীর্ঘ অথবা ভীষণাকৃতির শিং।

করঙা–(বি) কামরাঙা।

(বিণ) ~ কাপ্যা – ফুলতোলা (আলঙ্কারিক ভাবে)। করত – করত–(বি) পত্রাঙ্কুর।

(ক্রি)~দেনা–করাত বা অন্য হাতিয়ার দ্বারা সাধারণতঃ দীর্ঘাকৃতি বস্তু টুকরা করা।

করম্পুক–(বি) ছাড় পোকা। < ক্রাইংবো (মঘী)।

করলা–(বিণ) শুষ্ক ময়লাযুক্ত; অপরিচ্ছন্ন।

করলী–(বি) মোটাবালি।

করাকরা–(বিণ) ফাঁক ফাঁক ভাবে; প্রত্যেকটি স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় এমন অবস্থায়।

করাত্যা–(বিণ) আড়াআড়ি ভাবে।

কর্বুয়া–(বি) চাটনী; ছোট ছোট টুকরা করিয়া বা পিষিয়া লঙ্কা সহযোগে প্রস্তুত তরকারী; নিষ্পিষ্ট। <কর্ওয়া (হিং)।

কর্ম–(বি) শ্রাদ্ধক্রিয়া।

কল্–(বি) জলপ্রপাত।

কলই–(বি) দানা; কেলাস।

কলক্ –(বি) দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল স্থান।

কলকালা–(বি) কোলাহল।

কলি–(বিণ) কৃপণ। < কদরি (পালি)।

কাং কাং–(বিণ) কোপন স্বভাব; কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধাইতে উদ্যত; খিটখিটে মেজাজ সম্পন্ন।

কাঁউত কাঁউত–(অব্য) মুড়ি প্রভৃতি চিবানোর শব্দ। অন্ত্রের সঙ্কোচন-প্রসারণ জনিত শ্রুত শব্দ।

কাক্–(বি) দড়ি, লতা ইত্যাদির চাক।

কাক্কা–(বি) কাকা।

কাক্কাবাছ্যা–(বিণ) শুষ্ক; রসহীন।

কাক্যা–(বি) ভেলা।

কাগ্–(বি) ছিপি।

কাগকাগেই – (ক্রি-বিণ) অট্টহাসির শব্দ করিয়া।

কাগাক্ কাগাক্–(অব্য) অট্টহাসির শব্দ।

কাঙরেঙ্গ্যা–(বিণ) শুকাইয়া শক্ত অবস্থা।

কাঙারা–(বি) কাঁকড়া।

কাঙেল্ –(বি) মেরুদণ্ড; কাঁকাল; শিরদাঁড়া। তুং কেকোরা (অস্)

কাযুরুক্কাং–(বিণ) কোঁকাড়ান এবং শক্ত।

কাঙোর্–(বি) গবাদি পশুর মুখে পরানো জন্য ঠোঙা আকৃতির বেতের খাঁচা, ঠুলি। তুং কাঙোর (চট্ট)

কাঙ্গেত্–(বি) চোখসহ বাঁশের শক্ত গিঁড়া।

কাজর্ – (বিণ) ময়লা; নোংরা। তুং কীচর = কাদা (হিং)।

কাজল–(বি) ভ্রু।

কাজলী–(বি) স্ত্রীজাতীয় তোতা।

কাজা–(বিণ) কাঁচা; কিনারা। তুং কাষ (অস)।

(বিণ)~কজরা–অপক্ক।

কাজানা–(ক্রি) পরিস্কার করা।

কাজি–(বি) কাঁচা (হলুদ ইত্যাদি)।

কাঝানা–(ক্রি) কাসা; কাছানো; ঘনানো।

কাঝি–(বি) কাছি।

(বিণ)~পাদল–পাতলা গড়নের এবং হালকা ওজনের চটপটে (ব্যক্তি)।

কাটকাট্যা–(বিণ) কটু বা উগ্রস্বাদ বা গন্ধযুক্ত (লঙ্কা, তামাক ইত্যাদি)।

কাট্টন–(বি) বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি কাটা বাবদ ব্যবসায়িক অভিযান।

কাঠুয়া–(বি) কাঠুরিয়া।

কাট্টোল্ পাঘোক্–(বি) বৌ কথা কউ পাখী।

কাডাকাডা–(বিণ) কন্টকাকীর্ণ; বিপুল সংখ্যায় (ব্যক্তি বা প্রাণীর সমাবেশ)।

কাঢ়ানা–(ক্রি) শব্দ করা। যেমন- রেং কাঢ়ানা - 'রেংস্ব ধ্বনি করা; 'রব কাঢ়ানা- মুখ হইতে শব্দ করা।

কান্ড গরানা–(ক্রি) খেয়াল করা; মনোযোগ দেওয়া।

কাত্–(বিণ) পারদর্শী; চৌকস।

কাত্তন–(বি) কাট্টন দেখ।

কাথ্যানা–১.(বিণ) ঠাসা; ২. (ক্রি) Lever হিসাবে ব্যবহৃত দণ্ডাদির সাহায্যে ভারী বস্তু সরানো; উস্কানি দেওয়া।

কাদাক্‌কাদিক–(বিণ) ভিড়; ঠাসাঠাসি; গাদাগাদি।

কাদাকাত্যা–(বিণ) কাদাক্ককাদিক দেখ।

কাদাম্বলা–(বি) আমলকী

কাদামা–(বি) দাদ জাতীয় এক প্রকার চর্মরোগ।

কাদিরা–(বি) চেয়ার। < কেদারা (পর্তু)

কাদাল্যা–(বি-বিণ) কালে; সময়ে। তুং কাডাল = কাল (ঢা., ম.)

কাদেই–(ক্রি-বিণ) ঠাসিয়া; গাদাগাদি করিয়া; ঘেষাঘেষি করিয়া।

কাধি–(বি) কাঠি; খুন্তি।

কান্–(বি) কর্ণ; কান।

(বিণ)~মুখ্–মুখ্যশ্রাব্য।

(বিণ)~কিলিথ্যা–(বিণ) তীব্র গোলমালের শব্দ।

(বিণ)~জাবা–গাল; কানের চারিপাশ।

(বি) ~ভাত–মৃতের সৎকার উপলক্ষে রান্না করা ভাত।

(বি)~বড়া–কর্ণমূল।

কানা–(বি) ছিদ্র < কান (অর্থ প্র.), অন্ধ।

কার্না–(বিণ) দা, তলোয়ার প্রভৃতির ভোঁতা প্রান্ত; কাঁধার।

(ক্রি) ~মারানা – দা, তলোয়ার প্রভৃতির ভোঁতা প্রান্ত দ্বারা আঘাত করা।

কানানা–(ক্রি) কাঁদা। মোন কানানা- বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ হিসাবে পর্বতের কোলে কুয়াশা জমা (সাহিত্যে ব্যবহৃত)।

কানাকুদি–(বি) কান্নাকাটি।

কানি–(বি) ন্যাকড়া।

(বি)~সাল্–চুলার পাশে হাঁড়ি পাতিল রাখার স্থান।

কান্দরী–(বি) কাঁদিবার স্বভাবযুক্ত মেয়ে।

(বি)~পুক –কেন্নো < কর্ণকীট।

(বি)~ফুল–রান্না।

কান্নুয়া–(বি) কাঁধে করিয়া ভারবহনকারী; ফেরীওয়ালা।

কাপ্/কাব্–(বি) স্তর; ধাপ; পেয়ালা।

কাবাক্ ঝাবাক্–(বিণ) অসমান; অমসৃণ; কাঁটাছেঁড়া।

কাবানা–(ক্রি) কাটা।

কাবিদাং–(বি) করাতীদের সর্দার। < কাইদ (আং)।

কাবিল–(বিণ) পটু। < (আং)।

কাবুলে–(অব্য) বোধ হয়।

কাভুক–(বি) পশু শিকারে ব্যবহৃত তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত এক প্রকার ফাঁদ।

কামড় ধরনা–(ক্রি) আগুন ধরা।

কামা–(বিণ) খাড়াপাড় বা পাহাড়ের ঢাল। < ত্রিং।

কামানে–(অব্য) জোর প্রকাশ বাক্যে 'নয় কেবলস্ব ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত।

কাম্মুয়া–(বিণ) কর্মঠ; কেজো।

কায়–(বিণ) কাছে; নিকটে।

~কুয়–(বিণ) কাছে পিঠে।

কারকার্য্যা–(বিণ) কর্কশ স্বভাবযুক্ত।

কারখানা – (বি) কান্ডকারখানা; এলাহি কারবার।

কারবারী–(বি)গ্রামের মোড়ল; দলপতি। < কারবার + ঈ। (ফা)।

কারমা–(বি) নীল গাছ হইতে প্রস্তুত রঞ্জক পদার্থ।

কারাঘা–(বি) বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সেবার্থে নিয়োজিত ব্যক্তি। < কারাগাঃ (মঘী)।

কারানা–(ক্রি) ধারাল অস্ত্র দ্বারা মাটি হইতে ঘাস, আগাছা ইত্যাদি চাঁচিয়া ফেলা; লাঙ্গল দিয়া জমিতে প্রথম চাষ দেওয়া।

কারি – (বিণ) ফলদায়ক; কার্যকরী < ফা।

কারুত্–(অব্য) কুড়মুড় শব্দ (কোন কিছু কামড়াইবার শব্দ)।

কারুল–(বি) বকনা বাছুর। তুং কারুল (চট্ট)।

কার্য্যা–(বি) বেতের তৈরী বৃহদাকৃতির শস্যাধার।

কাল্–(বিণ) কালা; (বি) বিপদ।

(বি)~কাদা–বিপদআপদ।

(বি)~ ঘুঙুরা–এক জাতীয় ঝিঁঝিঁ পোকা।

(বি)~পিছড়া–বাহুতেপরার অলঙ্কার বিশেষ।

কালাম্–(বি) ভারী জিনিস চাড় দিয়া তোলার দণ্ড।

(ক্রি) ~ মারানা – এই ভাবে জিনিসপত্র অপসারণ করা; চাড় দেওয়া।

কালি চাবারা–(ক্রি) রান্না করা হাড়ি পাতিল রাখার জন্য বেতের তৈয়ারী চাটাই।

কালুক্‌কালুক্‌–(বিণ) অসুস্থতাবশতঃ চোখ গর্তে বসিয়া যাওয়া অবস্থা।

কাল্যা–(বিণ) কালীন (যেমন বুড়াকাল্যা- বৃদ্ধাবস্থায়)।

(বি)~আঙুল–কেলে আঙুল।

(বি)~জিরা–কালোজিরা।

কাল্লুয়াং–(বি) পিঠে বহনের উপযোগী একপ্রকার ঝুড়ি।

কাস্থ–(বিণ) শুকনা; রসহীন। তুং কাঁহী (অস্)। < কাষ্ঠবৎ (শুষ্ক)।

কাহ্‌–(বি) মাটির তৈয়ারী বাটি।

কাহ্‌ক্‌–(অব্য) কফ ফেলিবার শব্দ। তুং ওয়াক থুঃ।

কাহ্লুয়াং–কাল্লুয়াং দেখ।

কিঙিরি–(ক্রি-বিণ) কিভাবে।

কিজ্‌কিজি–(বি) কিচিরমিচির শব্দ; শিশুদের দুর্বোধ্য চীৎকার (ধ্বনি)।

কিজাক্‌–(বি) চিৎকার।

কিজিং–(বি) সঙ্কীর্ণ গিরিপথ।

কিজিক্‌–(বি) কাঁচি।

কিঝিক্‌কাঝাক্‌–(বিণ) কিচিরমিচির (শব্দ)।

কিঝিম্‌–(বি) প্রকার. রকম < কিসম (ফা)।

কিড়মিড়ানা–(ক্রি) (দাঁত) কিড়মিড় করা।

কিত্‌কিদেই–(ক্রি-বিণ) খিলখিল শব্দে (হাসি)।

কিত্যা/ কিথ্যা–(বি) দিক; স্থান। তুং কাইত্‌ (চট্ট)।

কিথ্যায়–(ক্রি-বিণ) কেন; কি কারণে।

কিদা–(বি) জমির অংশ। < কিতা (আং)।

কিদিং–(বি) স্নায়বিক দৌর্বল্যজনিত প্রসূতির আকস্মিক কম্প ইঃ উপসর্গ।

কিদিক্‌কিদিক্‌–(বিণ) খিলখিল (হাসি)।

কিদী–(বিণ) ক্ষুদ্রাকায়।

কিদুক্‌–(বিণ) কত।

কিধুঃ সাচ–(বিণ) পাখীর বুকের মাংস।

কিনানা–(ক্রি) ক্রয় করা।

কিনে–(অ) বলিয়া; যেহেতু।

কিমিড়ি খানা–(ক্রি) দাঁত কিড়মিড় করা (রাগ, ঈর্ষা ইত্যাদি কারণে দাঁত কিড় মিড় করা)।

কিয়–(সর্ব) কেহই।

কিয়ই–(সর্ব) কিয় দেখ।

কিয়ত–(বি-বিণ) কিসে।

কিয়থ্যায়–(ক্রি-বিণ) কিথ্যায় দেখ।

কিয়া–(বি-বিণ) কেন। তুং কিঁউ (হিং)।

কিয়াচ্‌–(বি) আন্দাজ; অনুমান। < আং

কির্‌বা–(বি) আহ্লাদ; আদর; সোহাগ।

কিরিং কিরিং–১. (ক্রি-বিণ) জোরে জোরে (দোল খাওয়া); ২. (বিণ) কানায় কানায় (ঝোল/পানি) ইত্যাদি।

কিরিজা–(বি) এক প্রকার কাঁটাযুক্ত বন্যলতা।

কিরক্ষিরি–(বি) শিশু বা বালকবালিকার কৌতূহলপূর্ণ ক্রীড়া; রঙ্গ কৌতুক। < ক্রীড়া।

কিলা–(বি) ঢেঁকির অক্ষদণ্ড স্থাপনের জন্য ভূমিতে প্রোথিত খুঁটি। <কীলক (সং)।

কিস্থা–(বি) কেচ্ছা।

কুইকাড়ানা–(ক্রি) উচ্চ এবং দীর্ঘায়িত শব্দ করিয়া সঙ্কেত সূচক ডাক বা সাড়া দেওয়া।

কুইয়ানা–(ক্রি) কুইকাড়ানা দেখ।

কুঁক্ কুঁক্ –(অব্য) কুকুর ছানা ইত্যাদির কুঁই কুঁই শব্দ।

কুঁতকুঁত–(ক্রি-বিণ) গেলার শব্দ (করিয়া)

কুককুক–(বিণ) গভীর ভাবে। যেমন কুককুক ব্যাজার (গভীর ভাবে বেজার)

কুক্যা হিঝাব–(বি) সরল হিসাব (অশিক্ষিত কুকির ন্যায় বলিয়া)।

কুইল্ (চোখ)–(বি) কটা (চোখ)।

কুঘুন–(সর্ব) কোনগুলি।

কুঙরুং–(অব্য) কঙরং দেখ।

কুচ্–(বি) বেত তোলার জন্য প্রস্তুত বাঁশের কঞ্চি; পাখীর বাসা তৈরীর জন্য আহরিত খড়কুটা; ধনু ইত্যাদির ছিলা। < কুচি।

কুচ্‌কুচ্যা–১. (বিণ) খিটখিটে। ২. (বি) তিরিক্ষি মেজাজ।

কুচ্ছা–কোঁচড়। এটি কুজ্বা বা কুঝ্যা রূপেও ব্যবহৃত হয়।

কুছ্যাল্–(বি) আঁখ। তুং কু শিয়ার (মৈ.)।

কুজানা–(ক্রি) বীজ বপন করা। তুলনীয় চট্টগ্রামী কুচা।

কুজি–(বিণ) কুচি; ছোট ছোট খন্ড; কঞ্চি।

~খাড়ু–(বি) মহিলাদের হাতে ব্যবহৃত এক প্রকার প্যাঁচানো খারু বা চুড়ি।

কুজিত্তারা–(বি) পরিধেয় বস্ত্রের (ধুতি কিংবা শাড়ীর) কুঁচি করা সম্মুখভাগ < কোঁচো কুঞ্চন।

কুজুক্ষুঝু–(বিণ) গোলগাল হইয়া কুড়াইয়া (বসা)।

কুজোক্–১. (বি) রাগ; ক্ষোভ; ২. (বিণ) কোপন স্বভাব, হিংসুটে;,খিট খিটে।

কুজ্বা–(বিণ) কুঁড়ে (যেমন ঘরকুজ্বা-ঘরকুনো)

কুজ্যা–(বি) লঙ্কা প্রভৃতি পিষিবার জন্য মাটি বা পাথরের তৈরী উদূখল; খড়ের গাদা।

কুঝি–(বিণ) কচি।

কুট্‌কুদানা–১. (বি) চুলকানি; ২. (ক্রি) কুট কুট করা।

কুট্‌কুদী–(বি) গালি বিশেষ (স্ত্রীলোকদের প্রতি প্রযোজ্য)।

কুড্ডিং কাড্ডাং–(বিণ) কুটিকুটি; টুকরা টুকরা।

কুট্যারি–(বিণ) হিংসুটে; খিটখিটে। < কুটিল।

কুঠ্বন–(বিণ) কোষ্ঠবদ্ধ।

কুডুম্–(বি) কুটুম্ব।

লুককুডুম–আত্মীয়কুটুম্ব।

কুড়–(বি) শ্বেতী। < কুষ্ঠ।

(ক্রি-বিণ) ~কুড়েই–কুড়মুড় করিয়া।

কুড়া–(বি) মোরগ।

কুড়ানা–(ক্রি) কুড়ান; জড় করা।

কুর্হানা–(বিণ) খোঁড়া; (ক্রি) ঘুঘুর ডাক দেওয়া (সাদৃশ্যার্থে)

কুড়ি–(বি) মুরগী (কুড়ার স্ত্রীলিঙ্গ), (বিণ) ছোট; (বি) কোরক।

(বিণ)~কান – (বিণ) রাতকানা।

কুড়িকুড়ি–(বিণ) নিমীলিতপ্রায় (চোখ)।

কুড্ডুত কুড্ডুত–(অব্য) কুড়মুড় শব্দ, (ক্রি-বিণ) কুড়মুড় শব্দ করিয়া।

কুত্তুমা–(বিণ) কতবড়।

কুত্থুন–(বি) কোথা হইতে।

কুদানা–(ক্রি) কুটা।

কুদুক্–(বি) সজারু।

কুদুকউন–(বিণ-সর্ব) কতকগুলি।

কুধু/কুয়ত–(বি-বিণ) কোথায়।

কুধুগা–(বিণ) কোথাকার। এটি 'কুদুগাম্ব রূপেও ব্যবহৃত হয়।

কুধুম্ –(বিণ) একত্র, জড়।

কুন্‌কুনানা–(ক্রি-বিণ) গুনগুন করিয়া (গান করা)।

কুনানা–(ক্রি) কুঁদা।

কুনি–(বি) জমির পরিমাণ (সিকি কানি); নখের কোণ।

কুন্ধি–(ক্রি-বিণ) কোনদিকে।

কুপ্ –(বি) কোপ। এক কুপ্যা ~এক কোপ দিয়া কাটা জিনিসের ন্যায় এক প্রান্তে ধারাল, তীক্ষ্ণ কথা বা কাজের একমুখী গতি। ~চোখ–রাগত ভাবে বা হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি। ~চিধান–শিথানের দিকে হেলানো।

কুবহনা–(ক্রি) দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকর্মণ্য হওয়া।

কুবানা–(ক্রি) প্রোথিত করা।

কুম–(বি) কলসী; মূলধন।

কুমকুমা–(বি) মাথায় বৃহদাকার এক প্রকার বিষাক্ত ফোঁড়া।

কুমুককামাক–(বি) কলসীর কানা। < কুম্ভ।

কুমুর্য্যাপুক–(বি) কুমার পোকা।

কুমুলুক–(অ) পানিতে ছোট ঢিল পড়ার ন্যায় শব্দ।

কুয়ত–(বি-বণ) কোথায়।

কুয়াপাঠ–(বি) উয়া পাঠ। (চাকমা বর্ণমালার প্রথম পাঠ)

কুয়াম্বন–(সর্ব) কোনখানা।

কুর–(বি) স্তুপ; কিনারা। < কোন (হিং) < ক্রোড় (সং)।

(ক্রি) ~ গরানা – জড় করা। এককুরে-একপাশে।

~ গাল–(বি) একপ্রকার বৃহদাকার শিকারী পাখী, কবুবা পাখী।

কুরুং কুরুং–(অব্য) বিড়ালের ডাকের প্রকার ভেদ।

কুরুক গাছ–(বি) এক প্রকার গাছ। < করুবক।

কুরূং–(বি) গভীর খাদ। তুং কুরুং (সি?)।

কুল–(বি) নদীতীর; নদীতীরবর্তী এলাকা।

কুলকুলানা–(ক্রি) কুলি করা; হুলু দেওয়া।

কুলাচাক সাপ–(বি) সাদা ও কাল রিংযুক্ত একপ্রকার সাপ।

কুলাঝড়–(বি) কুয়াসাপাতের ন্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত; ইল্‌শে গুঁড়ি।

কুলুক–(বিণ) ঘোলা।

কুলুলুক–(অব্য) কুলি করার শব্দ

কুল্যা–১. (বিণ) তীরবর্তী; ২. (বিণ) তীরবর্তী এলাকাবাসী। সংকুল্যা-সমান আকারের।

কু–৩. (বি) ছোট কৌটা। তুং কুল্যা (সি.)।

কুল্যাং–(বি) কাল্লুয়াং অপেক্ষা ছোট আকারের বেতের ঝুড়ি।

কুহ্ম গাছ–(বি) চিতার চারিকোণে প্রোথিত চারিটি (কাঁচা) কাঠের দণ্ড।

কেই–(বি) পাথর প্রভৃতির উপর শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের আবরণ; moss; গায়ের ময়লা বা এ জাতীয় পদার্থের আবরণ।

~ পিডা– একপ্রকার পিঠা। < ক্বাৰ্থ।

কেম্বই–(অব্য) যেহেতু; যেহেতু বলিয়া; কারণে; যার জন্য।

কেইনে–(অব্য) যেহেতু; জন্য; হেতু। এটি রূপভেদে কিনেম্ব রূপেও ব্যবহৃত হয়।

কেইয়া–(বি) গা < কায়া।

কেং কেং–(অব্য) কুকুরের আর্তনাদ।

কেঁঙানা–(ক্রি) করুণ সুরে আর্তনাদ করা। তুং কগছান (রা)

কেঙরি –(ক্রি-বিণ) কিঙিরি দেখ।

কেঁতকেঁত–(অব্য) গোলার শব্দ; কাঁধে করিয়া ভারী মাল বহনের শব্দ; বেতের চাঙারী ইঃ।

কেঁপুক –(বি) এক জাতীয় লাল রঙের ক্ষুদ্রাকার পোকা।

কেক্রেককেক–(অব্য) ঢেঁকি পাড় দেওয়ার শব্দ।

কেগর – (বিণ) ট্যারা। < কেকর।

কেঙর বদানা–(ক্রি) কোঁকড়ান হওয়া।

কেঙর মেঙর–(বিণ) কোঁকড়ান; আঁকাবাঁকা।

কেঙরী/কিঙিরী–(ক্রি-বিণ) কিভাবে।

কেচ–(বি) লোম। < কেশ।

(বি)~**কুমারী**–কাঁচপোকা।

(বি)~**বিজী**–কুঁচফল < গুঞ্জা।

কেচ্চা–(বিণ) বাজে; তুচ্ছ; হেঁজিপেজি; খেলো। < কাঁচা।

কেচ্যা–(বি) কাঁশ।

কেজানা–(ক্রি) মাজা; ঘষা। < কাচা।

কেজেরেক (কেজেরেক)–(অ) দা ইত্যাদি শান দেওয়ার শব্দ।

কেঝান/কেঞ্চান–(বিণ) কি রকম।

কেত–(বি) কাত; দিকে (বিণ) পর্যুদস্ত।

কেতকেত্যা–(বি) ধনেশপাখী।

কেথ্যা–(বি) 'কিত্যাম্ব দেখুন।

কেদাক্তুক–(বি) ইজর বা মাচার উপরে স্থাপিত বংশদণ্ড সমূহ।

কেদেককেদেক–১. (অ) খিলখিল হাসির শব্দ, খিকখিক।

কেধা–(বি) কাঁথা।

কেধাকেধা–(বিণ) ছিন্নভিন্ন; কুটিকুটি।

কেধা পুড়ানা–(ক্রি) নিকাশ করা; দফারফা করা; সর্বনাশ করা।

কেধাফল–(বি) মাকালফল।

কেধেরাকেধেরা–(বিণ) ছিন্নভিন্ন; কুটিকুটি; পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

কেন্–(ক্রি-বিণ) কেমন। < কী দৃশ্ন।

কেনকেন্যা–১. (বিণ) খনখনে (আওয়াজ)।

(বিণ) ~-**র** – খনখনে আওয়াজ।

কেনা–(বি) প্রতিহিংসা; প্রতিশোধ। < কীণ্হ (ফা)।

কেনাঃ–(বি) মর্দা শুকর।

কেনেহ্–(বিণ) কিভাবে; কি উপায়ে। তুং 'কেহ্নেম্ব (প্রা. বাং); তুং কেহ্ নে (চট্ট)।

কেপদার (বন্দুক)–(বি) গাদা বন্দুক।

কেবা–(বি) আংটা।

কেবাং–(বি) বিশেষ পদ্ধতিতে ঝোল ছাড়া এবং লঙ্কা সহযোগে রান্না করা তরকারী।

কেবার–(বি) দরওয়াজা। < কপাট। তুং কেওয়ার (হিং)।

কেম–(বি) বাঁশের ফালি করা টুকরা।

কেরংমেরং–(বিণ) পাগলাটে; চঞ্চল স্বভাববিশিষ্ট।

কেরকেরানা–১. (অব্য) কর্কশ স্বরে মৃদু শব্দ (পাখী, শিশু ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। ২. (ক্রি) ঐ ভাবে পাখী, মুরগী ইত্যাদির শব্দ করা।

কেরাপ–(বি) পশু ধরার ফাঁদ বিশেষ।

কেরেং-জু–(বি) বেতের ঝুড়ি প্রভৃতির বিশেষ ধরণের নক্শা।

কেরেঙা–(বি) তড়কা।

(ক্রি)~ **চলানা**–তড়কা হওয়া; পাগলামী করা।

কেরেঙ্কাল–(বি) ঝঞ্ঝাট; ঝামেলা; অশান্তি; গোলমাল। < কলঙ্ককর।

কেরেত্ কেরেত্–(অব্য) ১. করাত বা দাঁতে কাটার কর্কশ শব্দ। ২. (অব্য) ধান ভানার সময় ঢেঁকি হইতে উত্থিত ঘনঘন শব্দ।

কেরেত–(বি) এক জাতীয় বড় আকারের বেত; কেরাক বেত।

কেলকালা–(বি) কোলাহল; অস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত বা শ্রুত বাক্য।

কেলঙী–(বি) কনুই। তুং কিলাকুটী (অস্)।

কেলচ–(বি) দুঃখ। < ক্লেশ।

কেল্যা–(বি) কল্য।

কেহ্ন–(বি-বিণ) কেমন। < কীদৃশ্ন।

কৈঝালি–(বি) মিনতি; অনুনয় বিনয়। পরান কৈঝালি **গরানা**–অত্যধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করা। তুং কৈসালি (চট্ট.)

কোইয়া–(বিণ) গণ্ডমূর্খ; অকর্মণ্য; অসাড়। < (হিং)।

কোগুলা–(বি) এক প্রকার অম্ল মধুর স্বাদের বন্যফল। যেমন- রোগোচ কো, সলি কো ইঃ। তুং কাউ (খু)।

কোচপাম্বনা–(বি/ক্রি) ভালবাসা; ভাললাগা।

কোয়াক (২)–(অব্য) ডাহুক ইত্যাদির ডাক।

কোয়াচ–(বি) জুৎ; সুবিধা। < (ফা.)।

কোর্ঝ্যা হরিং–(বি) লাল রঙের এক জাতীয় হরিণ।

কোল–(বি) কোলাহল; ঝগড়া। তুং গোল।

(ক্রি)~ **গরানা**–ঝগড়া করা।

(ক্রি)~ **বাঝানা**–ঝগড়া বাঁধা।

ক্যাং–(বি) বৌদ্ধ বিহার। < মঘী।

ক্যাঁক ক্যাঁক (অব্য) মুরগীর আর্তরব; উর্দ্ধমুখী হইয়া পানি খাওয়ার সময় গরা হইতে উত্থিত শব্দ।

ক্যজনে–(সর্ব) কোন জনে।

ক্যবারে–(সর্ব) কে জানে; কে বলিতে পারে।

ক্যা–(ক্রি-বিণ) কেন। তুং কেঁউ (হিং)।

ক্যা (গরি ধরানা)–(ক্রি) পাঁজাকোলা করিয়া ধরা।

~ **বেলে**–(অব্য) কেননা; যেহেতু।

ক্যেই–(সর্ব) কেহই।

ক্রুত্তাক–(অব্য) ঢোল ইত্যাদির তাল বিশেষ।

ক্লুক–(অব্য) শিশুদের লুকোচুরি খেলায় ব্যবহৃত শব্দ।

তুং 'ক্লোম্ব (মঘী)।

ইজর

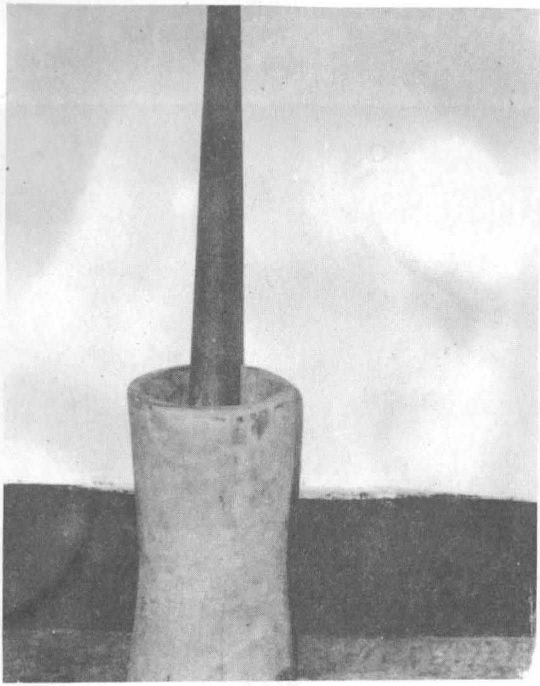

ওঘোই

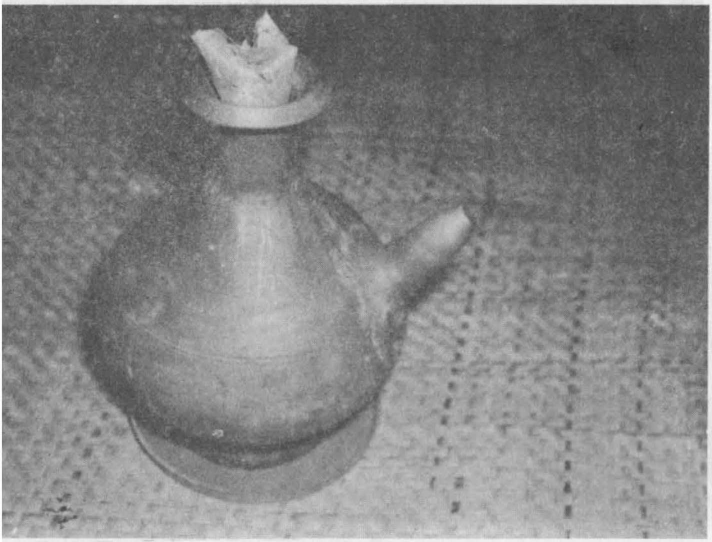

কত্তি

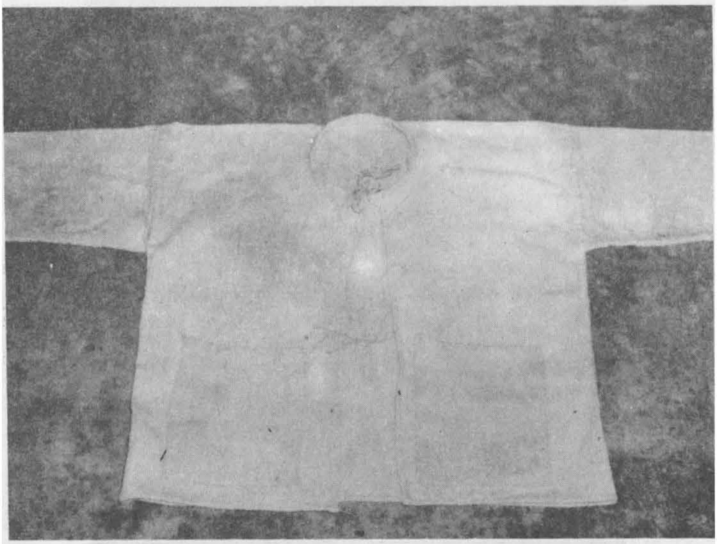

কবোই

কাক্যা

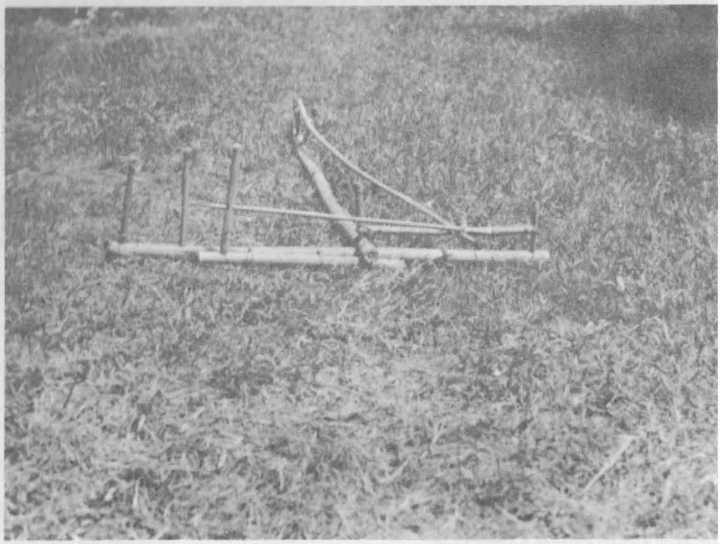

কাভুক

কালুয়াং

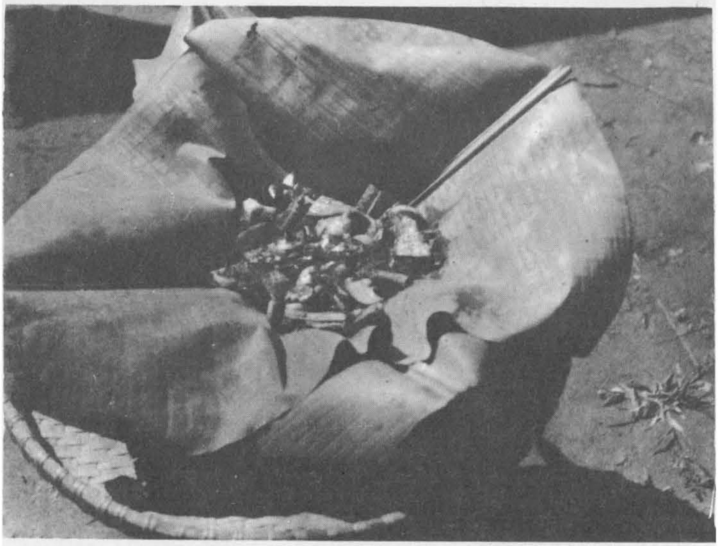

কেবাং

খ

খ ফেলানা–(ক্রি) আপদ বালাই ঝাড়িয়া ফেলা।

খইয়া–(বি) ডোবা; জলপূর্ণ খাদ; ক্ষুদ্র জলাশয়।

(বি) ~ **পুদি**–খলসেপুঁটি।

খংখং–(বিণ) টিকালো নাকবিশিষ্ট; উন্নত নাসা; গর্বভরে নাক উঁচু অবস্থায়।

খক–(বি) ভাজ; দুমড়ান।

(বিণ) ~ **মক**–দুমড়ান; ভাঁজযুক্ত; জবুথবু অবস্থা।

খক্যা–(বি) কেঁদো বাঘ। < খ+ক্যাহ্ (মঘী)।

খক্যানা–(ক্রি) ঠুকা দেওয়া।

খ ক্রক–(অব্য) খট শব্দ (বাঁধা বা খোলার শব্দ)।

~ **খাক্রাক**–(অ/ক্রি-বিণ) খট খট শব্দ (ধ্বন্যা)।

খক্লক–(অব্য) কালিপাত্র বা খোলের মধ্যে হালকাবস্তু নড়ার শব্দ।

খগকমক–(বিণ) খকমক দেখ।

খগরা–(বি) হাঁটুর পিছনের ভাজ।

খঘা–(বি) পাতার তৈয়ারী ঠোঙা; পাতার ঠোঙায় প্রস্তুত পিঠা।

খচ্চানা–(ক্রি) ঘষটাইতে ঘষটাইতে অথবা সন্তর্পণে এবং মৃদু গতিতে যাওয়া।

খচ্চুয়া বেঙ–(বি) কুণো ব্যাঙ। <খসখশে+ব্যাঙ।

খজক–(বি) গায়ে পড়িয়া বা অবাঞ্ছিত ভাবে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানর কাজ।

খজক খঝক–(অব্য) খসখস শব্দ।

খজক খাঝাক–(অব্য) খজক খঝক শব্দের রূপভেদ।

খজ খঝানা–(ক্রি) খসখস শব্দ করা।

খজরানা–(ক্রি) আঁচড়ানো; খুঁড়িয়া বাহির করা।

চিৎ খজরানা–পাকস্তলীতে অম্লরসের আধিক্যে অস্বস্তিবোধ করা।

খজা এযানা–(ক্রি) নিতে আসা।

খজা যানা–(ক্রি) নিতে যাওয়া। তুং উজাই আনা (চট্ট.)

খজানা–(ক্রি) খোঁচা দেওয়া; যাদু বা ডাইনী বিদ্যার সাহায্যে অনিষ্টসাধন।

খজ্জুয়া–(বি) মুখের বিস্বাদভাব; মুখের খসখসে ভাব।

খড়–(বি) টক। < খাট্টা (হিং)। (বিণ) খাড়া।

খড়তি–(বিণ) ঈষৎ অম্ল স্বাদযুক্ত।

খন্ডানা–(ক্রি) খণ্ডন করা; কাজ সাধা।

খত্তাল–(বিণ) দজ্জাল; ঝগড়াটে; কুঁদুলে। < খত্তাল (ধোঁকাবাজ) (অর্থ প্র.)।

খদা–(বি) খোদা; খোঁটা।

(বি)~ঘর–যমপুরী।

(বি) ~জগার–আর্তনাদ।

(বি) ~র দিনভুয়া–গোটাদিন আর্তনাদ

খদাত্তালাক – (বি) মহাবিপদ বা দুর্গতি (ব্যাঙ্গার্থে); খোদার অভিশাপ।

খন–(বিণ) তোতলা। তুং খোনা (অস্)

~চুকচুক–(বিণ) খিটখিটে।

খনাগুলা –(বি) সবজি হিসাবে ব্যবহৃত একপ্রকার তিক্তাস্বার দীর্ঘাকৃতি ফল বিশেষ।

খ-নিঝাচ–(বি) ঘনঘন নিঃশ্বাস (পরিশ্রমের বা উত্তেজনার দরুণ দম বন্ধ হওয়ার ভাব)।

খবং–(বি) পাগড়ী জাতীয় মস্তকাবরণ। < গবং (মঘী)।

খম খমানা–১. (ক্রি) তর্জন করা; ২. (বি) আস্ফালন।

খম্বিচ – (বি) খেদসূচক স্বগতোক্তি; আত্মাধিক্কার।

খর্পাক–(বি) দড়ি ইত্যাদির অত্যন্ত ঘনপাক।

খর–(বি) বিরাগভাজন; খারাপ সম্পর্কযুক্ত।

খরল্লুয়া–(বিণ) ঝগড়াটে; কোপন স্বভাবযুক্ত।

খরান– (বি) খরা।

খরানা–(ক্রি) তামাক প্রভৃতি গাছের আগা ভাঙিয়া দেওয়া বা পাতা খসাইয়া লওয়া।

খরেই যানা – (বিণ) ভালমন্দে মিশ্রিত; হরেদরে।

খল –(বিণ) খল; ঝগড়াটে; ক্ষুব্ধ; দোষযুক্ত।

খলক খলক – (অব্য) খালিপাত্র বা খোলের মধ্যে হালকাবস্তু নড়ার শব্দ; খলখল হাসির শব্দ। আধুখিলা খলক খলক–দীর্ঘ অথবা পরিশ্রম সাধ্য ভ্রমণের দরুণ হাঁটুর ব্যথা (গৌণার্থে)। হাজি খলক খলক–(বিণ) আনন্দে খল খল হাসিযুক্ত।

খল খলানা–(ক্রি) খালি পাত্র, খোল বা গর্ত ইত্যাদির ভিতর কোন কিছু ঢুকাইয়া বেগে নাড়াচাড়া।

খলগানা–(ক্রি) ঢলকানো; পাত্র প্রভৃতির ভিতরের বস্তু বেগে নাড়া।

খলা–১. (বি) তেল বা পানি ছাড়া কেবল তাপে রান্না; ২. বিণ) অনুরূপ ভাবে রান্নাকৃত। ৩. (বি) ঝোল শুকাইয়া রান্নার প্রক্রিয়া; ক্ষেত্র; স্থান। যেমন–ধান খলা; তুষ খলা ইত্যাদি। < (আং)।

খলাঃ–(বি) হোগলা

খরাবাত্তি–(বি) কুপি; টেমি; চিমনীবিহীন ডিবা। < খোলা + বাতি।

খলানা–(ক্রি) বড়াই করা; জাঁক করা।

খল্যা-(বি) থলি। < থলিতহ্ (আং)।

খাং খাং -(বি) খাই খাই ভাব। গৌণার্থে মারিতে উদ্যত ভাব।

খাক-(অব্য) কফ ফেলার শব্দ।

(বি)~কেম-মাচা তৈয়ারীর জন্য বাঁকানো কঞ্চি; শৌচকাঠি।

(ক্রি)~গরানা-মল ত্যাগের পর বাঁশের চেঁচাড়ির সাহায্যে গুহ্যদ্বার পরিস্কার করা

(বি) ~বেঙ-(বি) গেছো ব্যাঙ।

খাক থাক-(অব্য) খকখক কাশির শব্দ।

খাকখাখ্যা-(বিণ) শুকাইয়া কাষ্ঠব্য অবস্থা। তুং খাক হওয়া।

খাক্ষণ-(বি-বিণ) কিছুক্ষণ।

খাক্ষণে/খাক্ষে/খাক্ষেণে-(বি-বিণ) কিছুক্ষণের মধ্যে।

খাক্ষণ্যা-(বিণ) স্বল্প সময় ব্যাপী।

খাঙদক-(বিণ) সামান্য পরিমাণে; খানকতেক।

খাচ গরানা-(ক্রি) তোয়াক্কা করা; গ্রাহ্য করা।

খাচ্চং মাচ্চং-(বিণ) খাটো এবং শক্ত করিয়া (কাপড় পরা)।

খাচ্চুয়ানা-(ক্রি) চুলকানি। এটি রূপভেদে 'খাজুয়ানা' রূপেও ব্যবহৃত। < খুজলানা (হিং)।

খাছ্যত-(বি) স্বভাব। < খাস্‌লত

খাছ্যপাদা-(বি) তামাক পাতা। এটি রূপভেদে 'হাছ্যপাদা' রূপেও ব্যবহৃত। < হাদা পাতা (চট্ট.)।

খাজি-(বি) মদের সঙ্গে গৃহীত স্বল্প পরিমাণের আহার্য; গৌণার্থে স্বল্প পরিমাণ খাদ্য।

খাজি দেনা-(ক্রি) সজীব বৃক্ষ সারিয়া ফেলার জন্য গোড়ার চারিপাশে অগভীরভাবে গোল করিয়া কাটা।

খাটাচ-(বি) খট্টাস; একপ্রকার উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু (খট্টাশের গা হইতে নির্গত বলিয়া বিশ্বাস)।

খাট্টা-(বি) টকঝোল; অম্বল।

খাডু-(বি) হাতের বা পায়ের অলঙ্কার।

খাদ-(বিণ) খাটো।

খাদ্(ত)-(বি) গর্ত; পশুর গুহা; মৌচাক।

খাদানা-১. (ক্রি) চোখ বোজা। চোখখাদা-চক্ষুলজ্জাহীন। ২. কাজে সুবিধা করা; সফলকাম হওয়া। < খাটা।

খাদি - (বি) স্ত্রীলোকের বক্ষবরণ বস্ত্র; কাঁচলি। < খাদ = ক্ষুদ্র ধুতি।

(বি)~ঝাড়-ক্ষুদ্র জঙ্গল। < ক্ষুদ্র।

খাদ্দুয়া-(বি/বিণ) খাদ; নীচু জায়গা। < খাদ + উয়া।

খানক্ষণ-(বি-বিণ) কিছুক্ষণ।

খানখান-(বিণ) খণ্ডখণ্ড; খান্ খান্।

খাপ–(বি) পানি, মদ ইত্যাদি রাখার জন্য একমুখ টেরচা করিয়া কাটা বাঁশের চোঙা।

খাপদেনা–(ক্রি) ঘাপতি মারা; উঁত পাতা।

খাপ্পুয়ানা–(ক্রি) ঘাপটি মারা; উঁত পাতা; সন্তর্পণে বা সসঙ্কোচে অগ্রসর হওয়া।

খাবাখাপ্যা–(বিণ) একটির মুখে আর একটি কাটিয়া ছাটিয়া জোড়া লাগান অবস্থা।

খাবানা–(ক্রি) খাওয়ান।

খাবুঝা–(বি) খাবল; খামচি।

খামখানা–(ক্রি) দোষ স্বীকার করা; সম্মত হওয়া। < খাম - দোষ (ফা) (অর্থ প্র.)

খামাক্কায়–(অব্য) অবশ্য অবশ্য; নিশ্চয়; নিতান্তই। < ফা।

খামাল দেনা –(ক্রি) জড় করা।

খাম্ভা–(বি) খুঁটি।

খার–(বি) গলা খাঁকারী।

খারকোচ্যা–(বিণ) কিশোর বয়স্ক; কিশোরী বয়স্ক।

খারবুয়া–(বিণ) পূর্ণ অংশ হইতে আংশিক ভাবে ক্ষত, ক্ষয়িত, লুপ্ত ইত্যাদি।

খাড়া–(বি) খেলা, < ক্রীড়া। তুং খক্কা (প্রা. বা)

(ক্রি)~**খনা**–খেলা করা।

(ক্রি)~ **যুক্কানা**–বিজলীচমকান।খাড়া খিলকি।

খারা–(বিণ) শীঘ্র। < খড়া (হিং?)

খারাং–(বি) বড় আকারের বেতের ঝুড়ি বিশেষ।

তুং মারাল্যা, দলং ইঃ (চট্ট.)।

খারাক্কায়–(ক্রি-বিণ) সত্বর; সহজে < খড়া (হিং)।

খারিস্তা–(বিণ) নোংরা।<পা।

খালঁখাল্যা–(বি) খালি খালি ভাব;

খালাপ–(বি) নোট, তাস ইত্যাদির কাগজ, কাপড় ইত্যাদির তাড়া বা ভাঁজ। তুং তরপ (অসঁ)।

খালিক–(অব্য) তবে; কেবল; ভিতর হইতে উৎপন্ন কৃত্রিম গম্ভীর (কণ্ঠস্বর)।

খিঃ–(অব্য) জিদপূর্ণ করিয়া বা রাগতভাবে কাজ সমাপ্ত করার পর তৃপ্তিবাচক শব্দ। (ধ্বন্যা)।

খিজা–(বি) টাকা ইত্যাদি রাখার ক্ষুদ্র থলি।

তুং খিচ্যা (ফ); খিচা (ঢা.)

খিজা খিচ্যা – (ক্রি-বিণ) তাড়াতাড়ি, ব্যস্তভাবে।

খিজানা – (ক্রি) খিঁচা; কষা জোড়ে বা শক্তভাবে বাঁধা কাজ করা ইত্যাদি।

দানা খিজানা-বৈধভাবে প্রাপ্তি।

খিড়গি–(বি) জানালা।

খিন্দু –(বি) বাঁশের বুক্কার উপর লিখিত পুঁথি।

খিয়াম–(বি) পিঠে বহনোপযোগী বেতের জুড়ির ফিতা; লাভাক।

খিরিজ গরানা–(ক্রি) ভাগ করা; আলাদা করা; আলাদা করিয়া রাখা।

খিল – (বি) হুড়কা; গোঁজ; গজালি। < কীলক।

~খিলানা। (ক্রি) ব্যস্ততা সহকারে ইতস্ততঃ বিচরণ করা

খিলা – (বিণ) অকর্ষিত; (বি) খিল জমি। < খিল (সং)।

খিলিং খালাং –বিণ) বিসদৃশ ভাবে উঁচু; ঢেঙা।

খিলিক –(বি) খিলি।

খিলুয়া–(বিণ) খিল অঞ্চল অর্থাৎ পাহাড় বা বনাঞ্চলের অধিবাসী; গোঁয়ালোক।

খীসা–(বি) মোড়ল জাতীয়গ্রাম কর্মচারী। < খোয়া + ঝা (মঘী)।

খুই পীড়া –(বি) ডিফথেরিয়া।

খুক্কুক খাক্রাক–(অব্য) এলোমেলোভাবে স্তুপীকৃত করার শব্দ (বাঁশ কাঠ ইত্যাদি দন্ডকার জিনিসাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

খুক্কুং (২) (অব্য) খুকখুক (কাশির শব্দ)।

খুগুরু পুজা–(বিণ) উবু হইয়া জড়সড় অবস্থায় (বসা)।

খুচ–(বি) পদক্ষেপ; পদচিহ্ন।

খুজ খুজানা–(ক্রি) শারীরিক বা মানসিক অস্বস্তি সূচক ব্যবহার; খুঁত খুঁত করা; খুস খুস করা।

খুজি–(বি) মেরামতের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বেত, খড় ইত্যাদির কুচি। তুং খুচি (ফ, পাঃ কুম)।

~খুজি–যাচিয়া; (স্বেচ্ছায়। < খোঁজা।

খুজুক খুজুক গরানা–(ক্রি) খুজ খজানা দেখ।

খুজুরা –(বিণ) কুচরা; খেলো।

খুঝি–(বিণ) খুশি।

খুট্যা–(বি) ছোট খুঁটি।

খুট্যানা–(ক্রি) মৃদুভাবে ঠোকড়ান; আঙ্গুল দিয়া সঙ্কেত আঘাত করা।

খুড়াঙা–(বি) খুড়ী (সম্বন্ধার্থে)।

খুড়োল–(বি) কুঠার।

খুড়োল্যা–(বি) কাঠঠোকরা পাখি।

খুত্তা–(বি) খুড়া < খুল্লাতাত।

খুদ পিবিড়া–(বি) ছোট জাতের লাল রঙের পিঁপড়া বিশেষ। < ক্ষুদ্র + পিঁপড়া।

খুদা–(বিণ) খুঁটযুক্ত।

খুদানা–(ক্রি) ঠোকরান; ঠোকরানর ভঙ্গীতে (সাপ ইত্যাদির) ছোবল দেওয়া।

খুন–(বি) অহেতুক ঝঞ্ঝাট বা বিড়ম্বনা। যেমন- পরেয়া পুয়ালোই মাধার খুন।- পরের ছেলেকে নিয়া অহেতুক ঝঞ্ঝাট (ভাবার্থে)।

খুনানা–(ক্রি) খণন করা।

খুন্ধ –(বি) শস্যাদির মৌসূম খন্দ।

খুন্যং খুন্যং–(ক্রি-বিণ) সন্তর্পণে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে গুড়ি মারার ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে (চলা)।

খুপ–(বি) জলের খেপ; ঘরের সিলিং হইতে চালের সর্বোচ্চ প্রান্তের উচ্চতা।

খুম–(বি) কলসী। < কুম্ভ।

খুমা–(বি) নিষিদ্ধ কাজ; Taboo

খুম্ভক–(বিণ) বর্তুলাকার গর্ত।

খুয়া – বি) কুয়াশা। < কুহা (সং)।

খুয়াং–(বি) পর্বতশ্রেণীর অন্তবর্তী সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ফাঁকা জায়গা; Hollow.

খুয়ানা –(ক্রি) খুলিয়া ফেলা।

খুয়ানী–(বি) কাজে কামাই।

খুল–(বি) মাথা; খোল।

খুলা–(বিণ) কনিষ্ঠ < খুল্ল।

খুলি–(বি) কামরা; কক্ষ। < খোল।

খুলুং–(বি) খোল; ক্ষুদ্র গর্ত।

খেংগ্রং–(বি) এক প্রকার ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র। তুং গঙ্গিনা (ত্রিং)।

খেক খেগানা–(ক্রি) কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি প্রাণীর খ্যাঁক খ্যাঁ শব্দ করা। (ধ্বন্যা)

খেক্রেক–(অব্য) কপাট ইত্যাদি বন্ধ করার শব্দ। (ধ্বন্যা)।

খেঘা–(বিণ) ভোঁতা; বোকা।

খেঙেধা–(বি) কৃশকায়। তুং কেইংডা (ঢা); ক্যাংটা (ফ); খাইংডা (ম)।

খেচ্চর মেচ্চের–(বিণ) পোশাকে পরিচ্ছদে পারিপাট্যহীন; অপরিচ্ছন্ন। < কীচড় (হিং)।

খেঞ্জর মেঞ্জর–(বিণ) খেচ্চর মেচ্চর দেখুন।

খেট–(বি) জিদ; (বিণ) নিয়ম বা নিষেধ সত্বেও জিদ বা অভিমানবশতঃ।

খেত্রী–(বিণ) তেজী; ক্ষত্রিয়োচিত।

খেত্যালী –(বিণ) কৃষি কর্মে দক্ষ এবং উৎসাহী কৃষক। < ক্ষেত।

খেদখুদানা–(ক্রি) কাতুকুতু দেওয়া; সুড়সুড়ি লাগা।

খেন–(বি) ক্ষণ; পূর্বনির্ধারিত কারণে বা নিয়মে; নিয়তিবশে।

খেপ–(বি) বার; দফা।

খেমানা–(ক্রি) ক্ষান্ত হওয়া।

খেমা দেনা–(ক্রি) ক্ষান্ত দেওয়া।

খের–(বি) খড়।

খেলখেট্যা–(বিণ) দুর্বল এবং ক্ষীণদেহী; কৃশ।

খেল (গারানা) –(ক্রি) খেলা করা; কোন বিষয়ে বা কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।

খেলাং খেলাং–(বিণ) ভীড়ের অভাব; একাকীত্বের স্বস্তি। ঠাসাঠাসি নয় এমন অবস্থা।

খের্ল্লুয়া–(বিণ) আত্মীয় সম্পর্কে সমস্তরের; ভাইবোন পর্যায়ের সম্পর্ক (পরস্পর ঠাট্টা বিদ্রুপ করা যায় এমন সম্পর্ক স্তর)।

খোজোদি–(বি) কচুরিপানা।

খোজোত্তি –(বি) খোজোদি শব্দের রূপভেদ।

খোর খোর –(বিণ) দানা দানা; বালির দানার ন্যায় কর্কশ স্পর্শ; অমসৃণ।

খোলখোল্যা–(বিণ) শূন্য খোলের ন্যায়; খালি; শূন্যগর্ভ; ফাঁপা।

খোহ্ পানা–(ক্রি) হদিশ পাওয়া; খোঁজ লওয়া। তুং কোর–বিচরা (অস্)।

খোহর্–(বি) ফলসমুহের বীজ রোপনের জন্য মাটি উল্টাইয়া বীজ তলা। তুং (চট্ট)।

খ্যাং সিক–(বি) মুখে আঙুল দিয়া উৎপাদিত এক প্রকার তীক্ষ্ণ শীসধ্বনি; শিটি। (অনু)।

খ্যা গরানা–(ক্রি) সমীহ করা; গ্রাহ্য করা; গা করা। তুং খ্যা=করুণা-(খু)খ্যা= কষ্ট (য)।

গ

গং–(বি) গতিবেগ; তেজ; গোঁ। যেমন পেক্কুয়া পড়িবার গং–পাখীটার নামার গতি (সময় অর্থে ব্যবহৃত) ঘন্টা বিশেষ।

গগক গগক (অব্য)–কুকুরের ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ ডাকের শব্দ (ধ্বন্যা)।

গঙলা–(বি) কোবান স্রোত।

গঙরানা–(ক্রি) গন্ধে গলগল করা; ভুর ভুর করা।

গঙা –(বি) গাং (নদীতে বলী দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। < গঙ্গা।

গঙাত দেনা–(ক্রি) বলি দেওয়া। (বিণ) বেগবান; খরস্রোত গোঁয়ার।

গঙ্গীমা – গাং (শ্রদ্ধাবাচক শব্দ যেমন মা গঙ্গা)।

গচগচ্যা–১. (ক্রি-বিণ) দৃঢ় ভঙ্গীতে এবং ক্ষিপ্রগতিতে (হাঁটা, কাজ করা ইত্যাদি। ২. (বিণ) গোঁয়ার।

গজ্ গজরক–(অব্য) কূর্য্যায় লঙ্কা ইত্যাদি পিষিবার সময় উত্থিত শব্দ। (ধ্বন্যা)

গজগজানা–১.(বি) ক্ষোভ বা রাগপ্রদর্শন সূচক ব্যবহার; ২. (ক্রি) গজর গজর করা।

গজর–(বি) গোছা; একসঙ্গে অনেকগুলি < গুচ্ছ।

গজা–(বি) বড় আকারের কাঁটা বা শলা; গজাল।

গজাং গজাং–(ক্রি-বিণ) বেগে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া (হাঁটা); হন হন (করিয়া)।

গজাক মারানা–(ক্রি) রাগ দেখাইয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়া; কাজ ছাড়িয়া দেওয়া; গোঁ দেখানো।

গজা গচ্যা–(বিণ) একসঙ্গে ভিড় করিয়া।

গজানা–(ক্রি) গোড়া হালকা হইয়া নড়া।

গঝক গরানা–(ক্রি) আত্মসাৎ করা; দখল করা। তুং আখের গুছানো।

গঝা – (বি) গোছা। লোকের দল বিশেষ < গং (দলপতি) + ছা) সন্তান / জন)। (মঘী)।

গঝানা–(ক্রি) গছান।

গঞ্জ–(বি) লোকজনের ভিড়

গডা–(বিণ) গোটা; পুরা।

(বি)~কলা–বিচিযুক্ত এক জাতীয় কলা।

গড়–(বি) উচুঁ স্থান। (অর্থ প্র.) ঠেস; ঠেক। তুং গড় (অস্থ)।

গড়ত পড়ানা–(ক্রি) অন্যদের সঙ্গে পড়া।

গড়াগড়ি – (বি) ঢালু বাহিয়া প্রবাহিত জলস্রোত; Rapid.

গড়গর্য্যা –(বিণ) খরস্রোতা; গড়গড় করিয়া; অবাধে (বলা)।

গড়ান–(বি) ভারী জিনিস গড়াইয়া নিবার জন্য ইহার নীচে স্থাপিত দণ্ড; পশু দগ্ধ করার জন্য শূল; বাঁশের চোঙায় রান্না করা খাদ্য।

গড়ান্যা–(বিণ) গড়ে; অন্যান্যদের সহিত একই ভাবে।

গত্তা–(বি) পথ; গোপথ।

গত্তাল–(বিণ) গোটা; অখণ্ডিত। তুং গোটাল (রা)।

(ক্রি)~যানা–গর্ভাবস্থায় প্রসূতির মৃত্যু হওয়া।

গদ্‌গদেই – (ক্রি-বিণ) বোতল, কলসী ইত্যাদির সঙ্কীর্ণ মুখে উপুড় করিয়া পানি ঢালার শব্দ সহকারে। বেগে প্রবাহিত হওয়া বা করা (ধ্বন্যা)

গদলা (চোখ) – (বি) চোখের উপরিভাগে ভ্রুসন্নিহিত স্থান।

গদে গদে –(বিণ) জনে জনে; জনপিছু।

গধা–(বি) বাঁধ।

গন্ড–(বি) সুর্য বা চন্দ্রগ্রহণ। < গ্রহণ।

গপ –(বি) গল্প; আলাপ; বড়াই।

গব–(বি) গয়াল।

(বি)~পুক–ছোট আকারের একজাতীয় পোকা।

(বি)~গবি– বড়াইপূর্ণ কথা।

~গবেই (ক্রি-বিণ) – গটগট করিয়া বা অব্যাহত গতিতে (হাঁটা)।

গবলা–(বি) বেনামী চিঠি; উড়োচিঠি। < গয়ব (আং)।

গবা–(বি) বকা।

গবানা–(ক্রি) বকাবকি করা।

গভীন–(বিণ) গভীর; গহীন।

গম–(বিণ) ভাল। < গহ্‌ম (বোড়ো)।

গমেডালে – (ক্রি-বিণ) ভালভাবে। এটি উচ্চারণ ভেদে 'গমেডোলেম্বও হয়ে থাকে।

(ক্রি)~**গরামা**–মাছ-মাংস কুটা।

গয়াম–(বি) পেয়ারা।<গুয়াভা (পর্তু)।

গরখ–(বিণ) গোরক্ষক; রাখাল।

গরবা–(বি) অতিথি। (বিণ) আত্মীয় সম্পর্কে অসমস্তরের। < গুরবা (আং)।

~**পেখ**–(বি) 'কুইয়া পেখম্ব দেখ।

(বি)~**গরবি** –অতিথি অভ্যাগত।

গরবিলা–(বিণ) দীর্ঘসূত্রী।

গরা–(বি) মদ চোলাই কালের পঁচানো ভাত। তুং গরাল (অস্)। (পশুর প্রধানতঃ শুকরের খোঁয়াড়ের গরাল)।

গরানা–(ক্রি) করা।

গর্য্যানা–(ক্রি) গড়ান।

গর্য্যাপর্য্যা–(বি) বিঝু উৎসবের তৃতীয় দিনের উৎসব (১লা বৈশাখ)।

গরিনেঅ–(অব্য) সত্ত্বেও। যেমন-তে লেঙ্‌ গরিনেঅ মরখুন বেচ হাদি পারে-সে খোঁড়া হইয়াও আমার চাইতে বেশী হাঁটিতে পারে।

গলগলানা–(ক্রি) গলগল করিয়া পানি প্রভৃতি নির্গলিত হওয়া; ভুর ভুর করিয়া গন্ধ নির্গত হওয়া।

গলগল্যা–(বিণ) গলগল করিয়া (পানির স্রোত প্রভৃতি); গভীর উদাত্ত (কণ্ঠস্বর)।

গলা (বি)–গোলা; বড় আকারের একজাতীয় বেত (গলাক বেত)।

গা–(বি) দেহ। (ক্রি)~ছাড়ানা – পলায়ন করা; রেহাই পাওয়া।

গাঅরবুয়া (চোল)–(বি) সামান্য পরিমাণে ঊমানো ধানের অপরিচ্ছন্ন চাল।

গাআলি–(বিণ) শারীরিক। < গা + অলি।

গাঙদামি–(বি) গোয়ার্ত্তুমি।

গাঝা–(বি) ভূতের আবেশ; গাছা; আশ্রয় (গৌণার্থে)।

গাঝিক (২)–(বি) ফাঁক ফাঁক অবস্থান; বিরল (গাছের চারা; চুল ইঃ)। < গাছি।

গাট্টি–(বি) বেঁচকা; গাঁটরি।

গাড়–(বি) গর্ত।

গাঢু–(বিণ) গাঢ়; প্রাচীন (Chronic ব্যাধি)।

গাত–(বি) গর্ত।

গাথা–(বি) হুঁকার নলিচা।

গাথ্যা–(বিণ) গোঁয়ার; জেদী; উদ্ধত; রূঢ়।

গাদা–(বি) লাঙলের মূল অংশ; একবারের হলকর্ষণ।

গাদাগাত্যা–(বিণ) গাদাগাদি।

গাদানা–(ক্রি) ঠাসা।

গাদাপলা–(বিণ) পালাক্রমে।

গাধাগাথ্যা–(বিণ) একটির সংগে অন্যটি গাঁথা অবস্থা; ভারগ্রস্থ অবস্থা।

গাধানা–১. (ক্রি) গাঁথা। ২. (বি) স্নান। < গা ধোয়া।

গাধানা–(ক্রি) স্নান করা।

গাম্বনা–(ক্রি) গাওয়া; উৎপন্ন হওয়া।

গানি–(অব্য) নির্দেশক প্রত্যয় বিশেষ; খানি।

গানেঃগানেঃ–(বিণ) মূলের কোন ক্ষতি না হইয়া।

গাপ্পেই গাপ্পেই – (বি) গয়ংগচ্ছ ভাব; গড়িমসি ভাব। (বিণ) একগুঁয়েমি সহকারে।

গাভি –(বি) তরকারীতে ব্যবহৃত চাউল বাটা; পিটুলী; হাতের চেটোর নিম্নাংশ (কনুই হইতে কবজি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য।

গাভীন–(বি) গর্ভিনী (কেবল পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। < গর্ভরূপ (প্রাঃ বাং) (অর্থ প্র.)।

গাভুর–(বিণ) যুবক; চাকর; গাভুরী (স্ত্রীলিঙ্গে)

গায়–(বিণ) একা।

~গায়–(বিণ) একাএকা; আপনা আপনি।

গারি–(বি) লজ্জাস্থান। < গাঁড় = মলদ্বার (হিং)।

গারিমুরি –(বি) স্ত্রীযোনি (অশিষ্ট)।

গারুলি–(বি) সাপুড়ে; বিষবৈদ্য। < গারুড়ি = বিষবৈদ্য।

গারেং–(বি) অস্থায়ী কুঁড়েঘর।

গারেঃগায়–(অ) আপনাআপনি।

গাল–(বি) গণ্ড; মিথ্যাকথা; কল্পিত কাহিনী।

~চাবা–(বি) গণ্ডদেশ। < গাল + চাপা।

~গাল–(বিণ) গাল ভারিয়া (খাওয়া); In mouthfuls.

গাহ্‌ক–(বি) গ্রাহক; ক্রেতা; আগ্রহ; ইচ্ছা।

গিগিরগাগার–(বিণ) ভারী বোঝা বহনের দরুণ কম্পমান (পা)।

গিগিরগিগির–(অব্য) কম্প হওয়ার ভাব; টলমল। (অনু)।

গিট্টা–(বি) গিঁড়া।

গিয়ার–(বি) আঁট।

গিরগিরানা–(ক্রি) কাঁপা (অনু)।

গিরিক্ষী–(বি) গৃহস্থালী; বিবাহিত জীবন।

গিরী–(বিণ) গৃহস্থ; গৃহী; (বি) পরিবার।

গিরোচ–(বি) গৃহস্থ; মালিক।

গিল–(বি) লতা বাহিয়া উঠার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শাখা প্রশাখাযুক্ত বাঁশ বা কাঠের ডাল।

গিলিপ গরানা–(ক্রি) গ্রাস করা। < গিলা।

গুই – (বি) গোসাপ। তিবিরাং গুই–একজাতীয় গিরগিটি।

গুঁতগুঁত–(অব্য) গেলার শব্দ (বিশেষতঃ পানীয় গেলার শব্দ)। (ধ্বন্যা)

গুঁয়েক গুঁয়েক–(অব্য) শুকরের তীক্ষ্ণ চীৎকার ধ্বনি।

গুগুড় গুগুড়–(অব্য) ঘুরিয়া ঘুরিয়া বা গুড়াইয়া গড়াইয়া (পাক খাওয়া) (অনু)।

গুচ–(বি) গোড়ালির রগ; কাছা; গুচ্ছ; গোছানো।

গুচ্ছানা–(ক্রি) গোছান।

গুচ্ছেয়া মুচ্ছেয়া–(বিণ) পরিপাটি ভাবে সাজান অবস্থা; গোছাল অবস্থা।

গুজাং–(বিণ) কুঁজো; বাঁকা। < কুব্জ।

গুজুরানা–(ক্রি) গর্জন করা।

গুঝিগুঝি – (ক্রি-বিণ) গুমরিয়া (কাঁদা); নিম্নসুরে ক্রমাগত (কাঁদা)।

গুট গুট – (বিণ) গোটা গোটা; ফাঁক ফাঁক (লেখা) ইঃ। তুং গোট গোট (সি)।

গুড়ু খারা–(বি) হাডুডু খেলা।

গুড়গুরি–(অব্য) মনের প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা বা সন্দেহ ইত্যাদি - জনিত অস্বস্তিকর ভাব। (অনু)।

গুড়গুড়েই–(ক্রি-বিণ) পাক খাইয়া; তাড়াতাড়ি।

গুড়া–(বি) ছোট ছেলে মেয়ে। তুং গুড়িয়া (হিং)।

গুড়াগাড়া–(বি) ছোট ছেলে মেয়ে; বাচ্চাকাচ্চা।

গুড়ি–(বিণ) ছোট।

গুড়িং–(বিণ) অতি ছোট।

গুড়িং গাড়াং–(বিণ) গুড়িং দেখ।

গুড়ুং পাক–(বি) কেন্দ্রের চারিপাশে ঘুর্ণন।

গুঢ়া–(বি) নৌকায় ব্যবহৃত কাঠের আড়কাঠ বিশেষ। < ওঁরাও শব্দ। (বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান)

গুত্–(বি) বোতাম; লকেট। < ঘুন্তী = ক্ষুদ্রাকায় বোতাম (হিং)

গুথি–(বি) গোত্র; জ্ঞাতি। < গোষ্ঠী।

গুথি গুদুরি–(বি) জ্ঞাতিগোষ্ঠী।

গুথ্যা–(বি) মগজ। < গুষ্ঠ। (অর্থ প্র.)।

গুদানা–(ক্রি) খোঁচা দেওয়া; গুঁতা।

গুদাম–(বি) মাটির তৈরী ঘর।

গুদি–(বি) অবস্থা। < গতি।

গুদুর গাদুর–(বি) জিনিসের সঙ্গে মিশ্রিত আবর্জনা; ভাসমান আবর্জনা; মানসিক আলোড়ন।

গুদুহ্লুক গাদাহ্লাক–(অব্য) বেঁটে এবং মোটা দেহ বিশিষ্ট। (অনু)

গুদেইয়া–(বি) মাছ, মাংস, কাঁচা লঙ্কা ইত্যাদি সহ পিষ্ট ব্যঞ্জন। < গুত + ইয়া।

গুধি–(বি) কামড়া; কুঠরি।

গুধুং–(বি) ছোট আকারের মাছ বিশেষ। তুং গুতুম (চা; কুম)।

গুধুর (২)–(অব্য) গুপ্তভাবে ঘন ঘন কিছু করা। (অনু)।

গুনঝেত –(বি) গুপ্ত বিষয়; গুপ্ত রহস্য; ওজনের ফাঁকি। < গুনজায়েস (ফা)।

গুব–(বি) গায়েব; গোপন (করা)। < আং

গুবানা–(ক্রি) গায়েব করা; গোপন করা।

গুমগুমান–(ক্রি) গমগম শব্দ করা।

গুমুরানা–(ক্রি) চাপা গর্জন করা। চোখ গুমুরানা-রাগ প্রকাশ করিয়া চোখ পাকান।

গুমেই যানা–(ক্রি) অতিবাহিত হওয়া (দিন, রাত, সময় ইত্যাদি অতিবাহিত হওয়া)। < গোঁয়ান।

গুর্য্যায়–(ক্রি) গড়াগড়ি খায় বা দেয়।

গুল–১. (বিণ) গোলাকার। ২. (বি) তামাকের গুল। রাগে **গুল**–রাগে ফোলা। হিজাব গুল গরানা- দেনা পাওনা পরিস্কার করা। খুচরা হিসাব না রাখা; Round off account.

~দার–(বি) শিকারীর সহকারী।

গুলা–(বি) ফল; গুটি < গোটা।

গুলাকদক–(বিণ) গুটি কয়েক।

গুলানা–(ক্রি) মাখা।

গুলি–(বি) গুলি।

(ক্রি)**~লাগানা**–গুলি লাগানো।

গুলুমুল (গরানা)–(ক্রি) খুচরা হিসাব না রাখিয়া হিসাব Round off করা।

গুর্লেক–(বিণ) গুটি কয়েক; স্বল্প পরিমাণ।

গুল্লেত–(বি) গুলদার দেখ। < গুলি।

গুহ্ল্যাং গুহ্লাং–(ক্রি-বিণ) ধীর গম্ভীর ও ভারী পদক্ষেপে (হাতি ইত্যাদির ন্যায় গমন)।

গেট–(বি) গাঁট।

গেঁড়া–(বি) গন্ডার। তুং গঁড় (অস্)।

গেঙখুলি–(বিণ) চারণ কবি। গায়েন।
গেজ–(বি) অঙ্কুর তুং গার্জ (অস্)
গেজগেজী মরানা/গেজ মরানা–(ক্রি) ঈর্ষা বা আক্রোশের শাস্তি দেওয়া বা হওয়া।
গেজানা–(ক্রি) অঙ্কুরিত হওয়া; গজানো; খোঁচা দিয়া ভর্ৎসনা করা।
গেজান্যা–(বিণ) নীচে হইতে চুঁয়াইয়া পানি উঠার ফলে ভিজা ভিজা (জামি)।
(ক্রি)~হাঙানা–উক্ত কারণে জমি ভিজা হওয়ার দরুণ ফসল নষ্ট হওয়া।
গেজা মরানা–(ক্রি) ঈর্ষা বা আক্রোশের শাস্তি হওয়া।
গেদা – (অব্য) বার; পর্যায়। < কেতা < কিয়ত।
গের গেরেই–(ক্রি-বিণ) হিড় হিড় করিয়া।
গেরা–(বি) শতপদী; কেন্নো; Millilede. তুং কেরা (ঢা; কুম্., সি)
গেল – (বি) গালি।
~ গোই/–গি–(অব্য) কথার মাত্রা বিশেষ। যেমন- যাগোই- যাও গিয়া; যাও গে ইঃ। এটি উচ্চারণ ভেদে 'গিন্ব রূপেও ব্যবহৃত।
গোড় খানা–(ক্রি) গড়ান দেওয়া; গড়াইয়া এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে গিয়া পড়া।
গোঞেই–(বি) বুদ্ধমূর্তি < গোঁসাই।
গোধেল–(অব্য) গাদা; রাশি। যেমন এক গোদেল-এক গাদা।
গোন্ধেল–(বি) গণ্ডী; ঘেরা দেওয়া আড়াল।
গোর খাদা–(বি) ভেদাভেদ নির্বিশেষে; ইতর বিশেষ না করিয়া। < গয়রহ্ (ফা)।
গোহ্র–(বিণ) ভারী। < গধূর (অস্)।

ঘ

ঘঙদা–(বি) ঘোমটা।

ঘঙানা–(ক্রি) গোঙান; চাপা গর্জন করা।

ঘচ্যা–(বি) তিল।

ঘজা–(বি) গতিক; দশা; ধরণ।

ঘজি ঘজি – (ক্রি-বিণ) একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করিয়া <ঘেষা।

ঘন্ডচক্র–(বি) চক্রান্ত; ফন্দি; সমস্যা।

ঘদমদ–(বিণ) কঠিন; জটিল; গোলমেলে ব্যাপার; ঘটমটে।

ঘদরমদর–(বিণ) ঘদমদ শব্দের রূপভেদ।

ঘদরা–(বিণ) পিছন দিকে বাঁকানো (শিং)। তুং ঘুট্যা (চট্ট)।

ঘনা–(বি) জলাশয়ের খাড়ি; দুই পার্শ্বে পাহাড় বা উচ্চভূমি দ্বারা সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ভূমি। তুং ঘোন= সঙ্কীর্ণ স্থান (রা)।

ঘাগু–(বিণ) ঝানু; অভিজ্ঞ।

ঘাঙোর মাছ–(বি) আইড় মাছ। তুং ঘাউর (রা)।

ঘাচ্চারা–(বি) ঢঙ। (কথা, কাজ ইত্যাদির ঢঙ)।

ঘাচ্যা–(বিণ) ঘেষা অবস্থা। এক ঘাচ্যা- এক পাশে।

ঘাজানা – (ক্রি) ঘেঁষা; কাহারও অনুরূপ আকৃতি বা প্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়া; Resemble;

ঘাড়কাজা – (বিণ) স্বল্প পক্ক দুই একটি (শস্যাদি) কাঁচা আছে এমন অবস্থা।

ঘাড়া–(বি) (কলসির) কানা; ঘাড়।

ঘাদানা–(ক্রি) ঘুঁটা।

ঘাদুঘামা–(বিণ) অপ্রাপ্তবুদ্ধি বা অল্পবুদ্ধি; অনভিজ্ঞ।

ঘাদুনি–ঢেঁকি সোজা ভাবে উঠাবার জন্য স্থাপিত দন্ড। < ঘেষা।

ঘামানা–(ক্রি) ঘামা; ঘামের ন্যায় চুঁয়াইয়া পানি বা রস নির্গত হওয়া।

ঘালাঘালা–(বিণ) অনির্দিষ্ট সময় অন্তর; থাকিয়া থাকিয়া; লাঘা লাঘা।

ঘি- ঘি –(অব্য) ছাগল ভেড়া তাড়ানোর শব্দ।

ঘিনায়–(ক্রি) ঘৃণা করে। নাং ঘিনে–স্মরণ করে। তুং ঘিনি (চর্যাপদ)।

ঘিলা–(বি) চেপ্টা বাদামী রঙের ফল বিশেষ; পাখীর পাকস্থলী; গিলা; চাকা।

(বি)~কল–Pulley

(বি)~টাক–জাতীয় 'ঘিলাম্ব এর বাহিরের শক্ত খোলস বা কপাট; Kod.

(বিণ)~ডাদ–সাহসী। পিঝেদি ঘিলা - দুঃসাহসী।

(বি)~ব্যাঙ–এক প্রকার ব্যাঙ।

(বি)~মাগরক–এক প্রকার মাকড়সা। বান্দর ঘিলা–এক প্রকার গিলা। আধু ঘিলা–হাঁটুর উর্দ্ধাংশে ঘিলার মত অংশ।

ঘিলুক–(বি) ঘিলু; কাঁকড়া ইত্যাদির ঘিলুর ন্যায় চর্বিযুক্ত পদার্থ।

ঘু–(বি) গু; মল; বিষ্ঠা।

ঘুক ঘুক–(অব্য) শূকরের ডাক।

ঘুকঘুখ্যা–(বিণ) ঘুটঘুটে (অন্ধকার)

ঘুকঘুগানা–(অব্য) শুকর, বাঘ প্রভৃতি প্রাণীর ক্রুব্ধ ঘোঁড় ঘোঁড় শব্দ। (অনু)

ঘুকঘুগি–(বি) শূকর, বাঘ প্রভৃতি প্রাণীর ক্রুদ্ধ ঘোৎঘোৎ শব্দ সহকারে গর্জন।

ঘত্রুক–ঘাত্রাক/ঘুত্রুক ঘাত্রাক–(অব্য) বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জিনিসের ঠোকাঠুকির ফলে উৎপন্ন কর্কশ শব্দ। (অনু)

ঘুগুকঘাগাক–(অব্য) ঘুকঘুগানা দেখ।

ঘুঙরুং-ঘাঙরাং–(অব্য) ভারী জিনিসাদি পতনের, গড়াইয়া যাইবার শব্দ।

ঘুঙুরা–(বি) ঝিল্লী পোকা তুং ঘুঘুরা (রা) ঘুঘরো (খু)।

ঘুঞ্জি মুঞ্জি–(বিণ) ঘনিষ্টভাব; গাঢ় ভাবে মিশ্রিত। < ঘন।

ঘুথ্যা–(বি) ভগ্ন বা কর্তিত গাছের গুঁড়ি।

ঘুদঘুদানা–(বি) কাহারও প্রতি অসন্তোষ বা রাগবশতঃ চাপা অস্পষ্ট স্বরে প্রতিবাদ বা গালি।

ঘুদুকঘাদাক–(বি) চাপা আভ্যন্তরীণ কলহ।

ঘুদুমদু–(বি) ঘুদুকঘাদাক দেখ।

ঘুধুমা–(বিণ) মোটাসোটা; স্থূল দেহ। তুং গুটমা (সি); গুতুম্যা (কুম্., চট্ট)।

ঘুন–(বি) সূক্ষ্ম ধূলিকণা; পোকায় কাটা বাঁশ কাঠ ইত্যাদির চূর্ণ।

ঘুনপর্য্যা–(বিণ) বাহিরে ঘুন পড়ার মত দেখিতে (গাছের পাতা, ফল ইঃ)।

ঘুনু ঘানা–(বি) অস্পষ্ট ভাবে শ্রবণ বা চাপা কথাবার্তার শব্দ; অস্পষ্ট কথাবার্তা। < গুনগুন।

ঘুপ–(বি) গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তর ভাগ; ছায়াচ্ছন্ন জায়গা; নির্জন লোকান্তরাল; ঘোপ < ক্ষুপ (সং)।

ঘুবানা–(ক্রি) গোপন করা। এটি গুবানার উচ্চারণ ভেদ। < গায়েব।

ঘুমুলুক-ঘামালাক–(অব্য) পানিতে ভারী জিনিস পতনের ফলে বা আলোড়নের ফলে উত্থিত শব্দ। (অনু)

ঘুর–(বিণ) ঘোলা; অস্বচ্ছ; ঘোর; ঝাপসা। (ক্রি)~কাড়ানা–ঘুমের সময় নাক ডাকা; Snore তুং ঘোঘোরা (অস্)। (অনু)।

~ঘুরেই–(ক্রি-বিণ) অতি তাড়াতাড়ি (চলা, কাজ করা ইত্যাদি)।

~ঘুর্য্যা–(বিণ) ঘোর; ঘুটঘুটে (অন্ধকার); অতিবৃদ্ধ; থুত্থুড়ে।

ঘুরানা–(ক্রি) ঘুরা। লাজ ঘুরানা- কোন ব্যাপারে লজ্জা পাইয়া তাহা লুকানোর চেষ্টা।

ঘুরুং–(অব্য) বন্দুক, বজ্রপাত, ভারী জিনিস পতন ইত্যাদির প্রচন্ড শব্দ; গুড়ুম শব্দ।

ঘুরুত (২)–(অব্য) করাত দ্বারা কাঠ কাটা বা অনুরূপ কর্কশ শব্দ; কঠিন জিনিস ঘসা বা ডলার শব্দ।

ঘুরুত্যা বাঘ–(বি) কেঁদো বাঘ। (ধ্বন্যা)।

ঘুল–১. (বিণ) ঘোলা; ঝাপসা। ২. (বি) ঘোলা জলে আবর্ত।

ঘুলত পড়ানা–(ক্রি) পাকে পড়া।

ঘেই–(বি) জালের খোপ। তুং ঘাট (চট্ট.)।

(ক্রি)~ পাদানা–আক্রমণ বা আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে শিং পাতা।

ঘেং–(বি) পবিত্র অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার জন্য নির্মিত সীমাগৃহ। < মঘী।

ঘেচঘেছ্যা–(বিণ) সত্যসত্যই; বাস্তবিক।

ঘেজেক ঘেজেক–(অব্য) ঘষার শব্দ। (অস্ত্র দ্বারা ঘষার শব্দ)।

ঘেদঘেদানা–(ক্রি) কড়া ধমক দেওয়া; (বি) খিটখিটে মেজাজে কড়া তিরস্কার করা।

ঘেয়াং ঘেয়াং–(বি) আনাড়ী বা অনভ্যস্তের ন্যায় বিদেশী সুলভ ভুল উচ্চারণ বা অশুদ্ধ ভাষায় (কথা বলা); অবোধ্য। তুং ঘেহাই ঘেহাইক (অস্)।

ঘেরঘেরানা–(ক্রি) গলায় ঘড় ঘড় শব্দ করা।

ঘেরেই আম–(বি) ক্ষুদ্রাকার বন্য আম বিশেষ।

ঘেরেং–(বি) গায়ের পুরু ময়লা।

ঘেরেং মেরেং–(বি) অনিচ্ছা বা অসম্মতি প্রকাশ।

ঘেল–(বিণ) ঘায়েল; বিপর্যস্ত। তুং ঘায়ল (হিং) < ঘা।

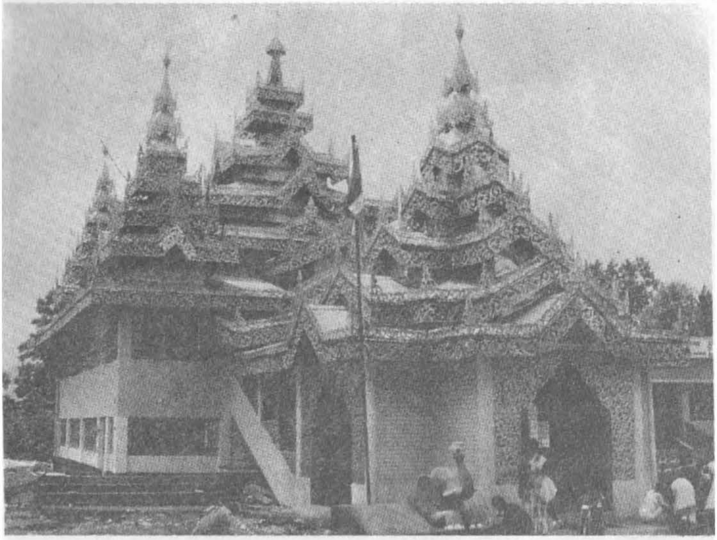

ক্যাং (রাজবন বিহার সার্বজনীন উপাসনালয়)
সৌজন্যেঃ রাজবনবিহার রাঙ্গামাটি

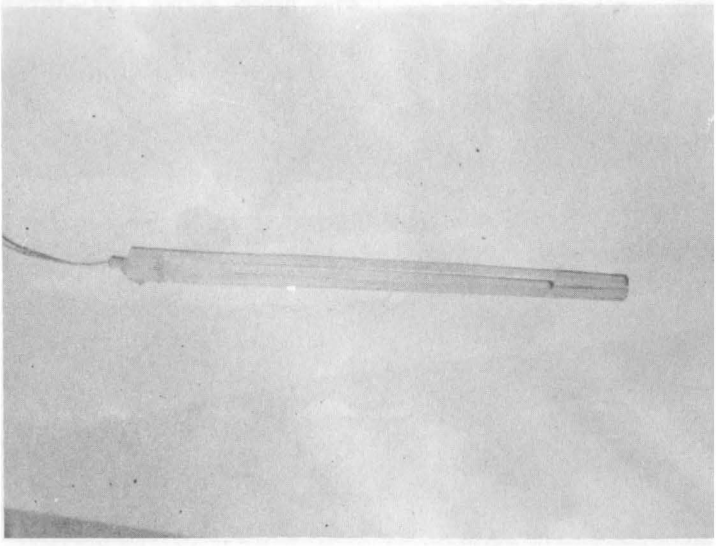

খেং গ্রং

খবং

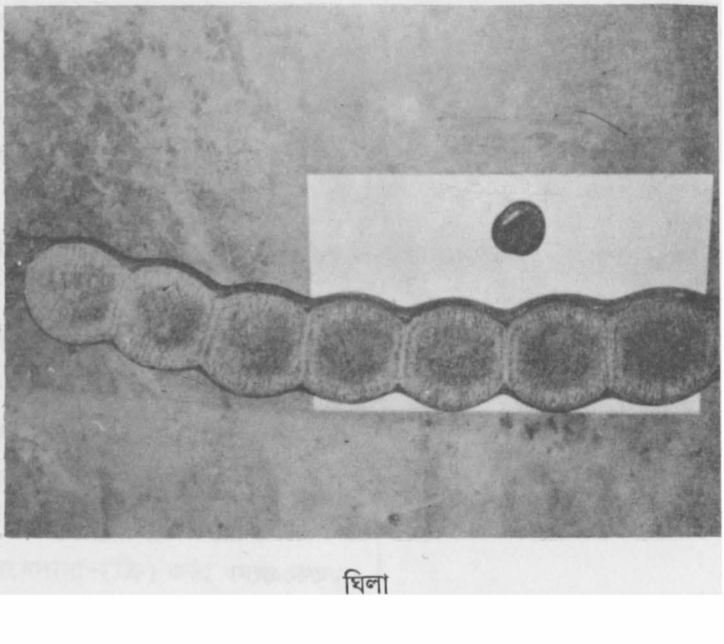

ঘিলা

চ

চ–(বি) তালজাতীয় একপ্রকার গাছ।

চই–(বি) মসলার অম্লস্বাদযুক্ত শাক বিশেষ।

চং –(বিণ) চিটা।

চক–(বি) স্তূপ; স্তর; চক্কর; Coil.

(ক্রি)~বদানা–চক্রবৎ পেঁচাইয়া গোল হওয়া বা করা।

চকচক –১. (বিণ) স্তরে স্তরে; ২. (অ) চুষার শব্দ।

(ক্রি)~গরানা–চুকচুক সমবেদনা সূচক শব্দ করা।

চকচগানা–(ক্রি) চকচক করিয়া দীপ্তি পাওয়া; সমবেদনা সূচক জিহ্বার সাহায্যে চকচক শব্দ করা।

চক্‌খ বক্‌খ–(বিণ) সচকিত।

চগত তুলানা–(ক্রি) চটকাইয়া বা দাপাদাপি করিয়া কোন স্থান কাদার ন্যায় অবস্থা করা।

চগদা–(বি) কাঠ বিড়াল। তুং কের্কেটুয়া (অস্)।

চগদানা–(ক্রি) চটকান।

চগলা–(বি) গাছের ছাল; ফলের খোসা; শামুখ ইত্যাদির বহিরাবরণ; ফোঁড়া প্রভৃতির মামড়ি; খোসা জাতীয় পাতলা বস্তু। < শুল্ক।

চগলা চগলা–(বিণ) ভাসাভাসা; দায়ছাড়া গোছের (কাজ ইত্যাদি)। (অসার অর্থে ব্যবহৃত)।

চগলাং চগলাং–(বিণ) চগলাচগলা দেখ।

চগাসাল–(বি) চিতা; শ্মশান।

চঙ্ধা/চনধা–(বি) প্রচণ্ড রাগ। < চণ্ড।

চঙর – (বি) পুচ্ছ; লেজের প্রান্তবর্তী কেশগুচ্ছ। < চামর।

চঙরা–(বি) সম্বর।

চট্টা–(বি) চুরুট।

চজা–(বি) ছিবড়া; ছিবড়ার ন্যায় পদার্থ; চাঁচাড়ি। চিদাচজ্জা- ভাবনা চিন্তা। (সহচর শব্দ)।

চঝা–(বি) বন্য প্রাণী শিকারের উদ্দেশ্যে লুকাইয়া থাকার জন্য গাছের উপর নির্মিত মাচা বা মাটিতে নির্মিত আড়াল।

চড়া–(বি) নদী বা জলাশয়ের চড়া; বাঁশ বা কাঠের পাতলা ফালি বা ছিলকা।

চড্ডি পয়ঝা–(বি) কানাকড়ি (অর্থবোধক)।

চত্তা–(বি) বিছুটি। < চোত্রা।

চত্তে–(অব্য) চোটে। যেমন রাগর চত্তে- রাগের চোটে। যা চত্তে যা-যাও বলিতেই, আঘে চত্তে আঘে-আছে বলিয়া ধরিয়া লইয়া।

চদক–(বি) আড়ম্বর; চটক; জাঁক।

চদর্–(বি) অগভীর পানি; অগভীর নদীতল। < চর।

চদর ভদর্ – (বিণ) বিশৃঙ্খল; অগোছালো।

চদর°–(বি) উলঙ্গ (ব্যাঙ্গার্থে) ক- চদর –সম্পূর্ণ বিবস্ত্র।

চদানা/চেদানা–(ক্রি) চটা; বড়াই করা। < চটক।

চদু–(বিণ-বি) বোকা বনিয়া যাওয়া অবস্থা; আক্কেল গুডুম; আমক চদু- বদ্ধ বোকা।

চদ্ধেং–(অব্য) গালি বিশেষ।

চধরং চধরং–(ক্রি-বিণ) নিশ্চিন্তমনে নিরুদ্বেগে (ঘোরা-ফেরা করা)।

চনচনানা – (অব্য) মৃদু চনচন শব্দ। < শিঞ্জন।

চনার চনার –(বি) ভুরভুরে (ঝাঁঝাল) গন্ধ।

চবা–(বি) ছিবড়া; তূষ; চিটা; অসার পদার্থ।

চবাসাল–(বি) চিতা; শ্মশান।

চমক – (বি) দেশলাই (বর্জিত শব্দ) < চকমকি।

চরকেই যানা–(ক্রি) পিছলাইয়া যাওয়া; হড়কান।

চরপ–(বি) চর্বি; (বিণ) চর্বির আস্বাদযুক্ত (খাদ্য) তুং চরপ (রা; দি; রং)

চরাং–(বি)চুলের কাঁটা বিশেষ।

চরাবরা–(বিণ) চরিয়া খাইবার বা খুঁজিয়া খাইবার মত (খাদ্য ইত্যাদি)।~বরা (সহচর শব্দ)।

চর্জানা–(ক্রি) পরনিন্দা করা; অসাক্ষাতে কাহারও নিন্দা করা; পরচর্চা।

চলা–(বি) একজাতীয় খসখসে বন্য লতা। < শোলা।

বড়শির ফাসা।

চলানা–(বি) ক্রীড়াকৌতুক; রঙ্গতামাশা; পরিহাসচ্ছলে মারামারি; ধাক্কাধাক্কি ইঃ।

চাং – ১. (বি) মাচা; ২. (বিণ) শূন্য হস্ত। < সাঙ্গ = সংহার।

~চার্রা –১. (বি) পরিত্যক্ত বস্ত; ২. (বিণ) উচ্ছিষ্ট।

চাক – (বি) মৌমাছির চাক; চাকতি; চাকলা ‘(এলাকা); ঝুড়ি, কুলা ইত্যাদির মুখে গোলাকার বাখারি। তুং চাক (সি)।

চাগত চাগত – (অব্য) কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির চুকচুক করিয়া পান করার শব্দ।

চাগত্যা–(বিণ) নোংরা (সচরাচর পানি বা তরল পদার্থ); ময়লা বর্ণযুক্ত।

চাগলক – (বিণ) চাগত্যার রূপভেদ। < চিখিন্ন।

চাগলখ্যা বান্দর -(বি) একজাতীয় বানর।

চাগা-(বিণ) চেপ্টা।

চাগালা-(বি) চাকলা; এলাকা। < ফা।

চাঘত চাঘত -(অব্য) চমকান, শিহরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আকস্মিকতা সূচক শব্দ; আঠাযুক্ত বস্তু হইতে অন্য বস্তু পৃথক করিলে যে শব্দ হয়; চট চট শব্দ।

চাঘি চানা-(ক্রি) চাখা; পরীক্ষা করা।

চাঙা-(বি) বৃষ্টি থামিয়া নির্মল আবহাওয়া; রোগমুক্তির পর বা স্নান ইত্যাদির পর শরীরে ঝরঝরে, তাজা ও শুচিস্নিগ্ধ বোধ < চাঙ্গ।

চাঙী-(বি) চীবর (বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণগনের পরিধেয় বস্ত্র)। < মঘী।

চাজা-(বি) ছেঁচা বাঁশ; বাঁশের চাঁচাড়ি।

চাঝা-(বি) পুন: পুনঃ চাষ করিয়া ফসল আহরণের ফলে রিক্ত অনুর্বর (স্থান)।

চাড়-(বি) তেজ (রোদ); চড়া।

চাড়া - (বি) ডিমের খোসা; নারিকেলের খোল; শামুখ ইত্যাদির শক্ত আবরণ; মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা। (বিণ) অনুর্বর; রিক্ত; নিঃসম্বল। (বি)~ভাঙা খোলাকুচি।

চাড়ি-(বি) জল রাখার পাত্র বিশেষ। তুং চাঁড়ি (দি. রা.)। < জাড়ি।

চাত-(বি) খোলহীন শামুক।

চাত্যানা-(ক্রি) নড়া (শরীর বা জীবন্ত প্রাণীর নড়াচড়া)। তুং চারা দেওয়া। (ক্রি)~বিত্যানা -নড়াচড়া করা।

চাদ°বাঘ-(বি) ধীরগামী একপ্রকার কীট; দূর্ঘতমূত্রী; চিলা- স্বভাব।

চাদারা-(বি) নদীর শক্ত চড়া; প্রায় মসৃণ পাথুরে ঢাল বা মেঝে।

চাদি মু-(বিণ) বিশেষ আকৃতি সম্পন্ন মুখমন্ডল।

চাদুর-(বি) ঘনলতা জাল।

চাবারা-(বি) চাটাই। তুং চাদারা (চট্ট)।

চানা-(বি) (ঘরের বারান্দা; দাওয়া। তুং হাতিনা (য; রা; চট্ট)। < ছাঁদনা।

চান্নুয়া-(বি) চাঁদোয়া।

চাপ/চাব-(বি) বিশেষ এলাকা (জুম, রান্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে জুমচাব। রান্যাচাব ইত্যাদিরূপে ব্যবহৃত)।

চাবানা-(ক্রি) চিবানো; চাপা।

চাবায় হ্লায় হ্লায়-(বিণ) নিরুদ্বেগে এবং নিষ্কর্ম অবস্থায়।

চাবারা-(বি) বাঁশের বাখালী বা চেঁচাড়ি নির্মিত চাটাই।

চাবারানা-(ক্রি) চাপড়ান।

চাবালা-(বি) বাঁশের ফালি < চাপলা।

চাবালানা-(ক্রি) চেপ্টা বস্তু দ্বারা আঘাত করা। < চাপড়ানো।

চাবুঘী–(বি) মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্রের আঁচলের পাড়।

চাম্–(বি) চামড়া।

(বি)~চিদিলা–চামচিকা।

(বি)~সেঝা–প্রচন্ড মার।

(বি)~ভাত–হাঁড়ির তলায় তাপে পোড়া ভাত।

চামচাম হনা–(ক্রি) নষ্ট স্বাস্থ্য কিছুটা পুনরুদ্ধার করা; গায়ে মাংস লাগা; অবস্থার উন্নতি হওয়া (গৌণার্থে অলঙ্কারাদির উন্নতি অর্থে ব্যবহৃত)।

চামিনী–(বি) স্বল্পকালের জন্য সচরাচর সাত দিন) শ্রমণ ব্রতধারী ব্যক্তি।

চামিনী কাঠোল –(বি) চাপালিশ গাছের কাঁঠাল।

চামুড়া–(বি) কাঠময়ুর; ময়ুর জাতীয় পক্ষী বিশেষ।

চামুত্তা–(বি) ক্ষত সারিবার কালে নূতন বাঁধা শুকনা চামড়া, মামড়ি। (বিণ) – আলগা চামড়ার ন্যায় বস্তু। চাম্বা চানা (বি) – আনুষ্ঠাকিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ণয়।

চারা (বি)–গাছ বা শস্যাদির চারা বা বীজ; পোকা মাকড়ের গর্ত।

চারি–(বি) কাস্তে।

চালি–(বি) ভেলা।

চালোনপানি–(বি) চাউল ধোয়া জল।

চালোন–(বি) চালুনি; Sieve.

চাহ্‌বাজি–(বিণ) স্বচ্ছন্দে বা নিরূপদ্রবে (অহঙ্কারের ভাবযুক্ত)। < সাবাশ।

চিং চিং – (অব্য) পাখীর ডাকের শব্দ। (অনু)।

চিঁক চিঁক – (অব্য) পাখীর বাচ্চার ডাক। (অনু)।

চিঁয়ক চিঁয়ক–(অব্য) বাতাসে ছিপ, বেত প্রভৃতির আন্দোলনের তীক্ষ্ণ শব্দ; ছোঁ মারার শব্দ; সপাং সপাং শব্দ।

চিক চিক–(বিণ) রঙের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশসূচক শব্দ। যেমন রাঙা চিকচিক-টুকটুকে লাল। চিকচিক্যা রাঙা (বিণ) টকটকে লাল (অনু)।

চিকচিখ্যা–(বিণ) যুগপৎ; আলস্য; ঔদাস্য ও নিঃসঙ্গ অনুভূতি; মন হুহু করার ভাব।

চিকচিগানা–(ক্রি) সুচিবিদ্ধবৎ অনুভূতি বোধ করা। (অনু)।

চিক্কা-(অব্য) শিশু বা কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপ্রকাশক সম্বোধন। চিক্কো, চিক্কা শব্দের রূপভেদ

চিগা – (বি) ছুঁচো। তুং চিকা (দি; রং)। < চূহা = ইঁদুর (হিং); < চিক্ক (সং)

চিগি–(বিণ) অপুষ্ট; ছোট। যেমন চিগি সুপারী। তুং চিগি (চট্ট, সি) < চিকণ।

চিগিদাং–বিণ) খাদ্যের প্রতি ঘিণ ঘিণ ভাব; ঐ ভাবযুক্ত ব্যক্তি।

চিগোন–(বিণ) ছোট। < চিকন।

(বিণ)~চাগন (ছোটখাট)

(বিণ)~মিগোন (ছোট খাট)

চিঘুত–(বি) আকস্মিক সূচিবিদ্ধ্য অনুভূতি; চিড়িক মারা। যেমন–পরান চিঘুত

(বিণ) আকস্মিক শঙ্কার ফলে হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার ভাব। (অনু)।

চিঘুথ্যা (বিণ) – দেহের কোন অংশে মাংসপেশীর বেদনাযুক্ত অবস্থা, ধরা। (অনু)।

চিগোন/সিগোন–(বি) শিকনি। <শিজ্ঘান।

চিজি –(বি) শিশু; (অব্য) শিশুকে আদরসূচক সম্বোধন।

চিজ্জিক–(বি) শিশু।

চিজিক চিজিক–(অব্য) শিসের শব্দ।

চিড় কাড়ানা–(ক্রি) সিঁথি কাটা; মাছের পানিতে দাগ কাটিয়া যাওয়া।

চিড়িং – (বিণ) ক্ষীন দেহী (ব্যাঙ্গার্থে)। < চিড়িং মাছ এব সাথে তুল্যার্থে।

চিৎ–(বি) হৃদয়; কলিজা < চিত্ত।

(বি)~কইলজা –নাড়িভুঁড়ি।

(বিণ)~ দিঘোল–স্নেহপূর্ণ; সহানুভূতিশীল;

(ক্রি) ~ পুরানা – দয়া, স্নেহ বা সমবেদনা বোধ করা; প্রাণ কাঁদা।

(বি)~ খজরানা –পাকস্থলীতে অম্লরসের আধিক্য বা খালিপেটে থাকার দরুণ একপ্রকার মৃদু শূল বেদনা; বিবমিষা।

(ক্রি)~ভিজানা –প্রাণ জুড়ান; মন বসা।

চিত্তমরা / পিওমরা – (বিণ) নিবর্থী; দুর্বল; কুন্ঠিত স্বভাব; জড়সড়

চিত্তি –(বিণ) চিজি শব্দের রূপভেদ।

চিত্তো (বি)–অপুষ্টি বা রোগ ইঃ কারণে ফল বা দেহের অঙ্গক্ষীণতা; Atrophy.

চিদক্ক মারানা–(ক্রি) গোড়ালি উঁচু করিয়া পায়ের আগার উপর ভর দিয়া দাঁড়ানো।

চিদা (বি) – চিন্তা; চিতা।

(ক্রি)~মারানা– মাথা নিছু করিয়া লাফ দিয়া উল্টাইয়া পড়া।

(বি)~ কেম– চিতার উপর স্থাপিত বাঁকানো কঞ্চি।

চিদিরা (বিণ)~বিবিধ –বর্ণবিশিষ্ট; বিবিধ দাগ বা নক্সা বিশিষ্ট। < চিত্রা।

(বিণ)~ভদরা (বিণ)–চিত্রবিচিত্র। চিদিরি টানা (ক্রি)-নিগৃহীত হওয়া; নাজেহাল করা। চিদোর চিৎ যেমন, তিন চিদোর–তিৎপাত। তুং চিতোর (রং)।

চিধা (বিণ)–সঙ্কুচিত; চিপসান; চিতা।

চিধান (বি)–শিথান। < শিরস্থান ।

চিধোল/সিধোল (বি)–পঁচান মাছ, চিংড়ি ইঃ দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার আমিষ; নাপ্পি। তুং সিদোল =শুক্তি (দি;রং), < সিদ্মলা।

(বি)~ চুমা – সোঁদাল ফুলের গাছ বা ফল। (< সোঁদাল শব্দের ধ্বনিগত মিল ও সিদোলের চোঙার সাদৃশ্যার্থে)।

চিন (বি)–চেনা; চিহ্ন।

(ক্রি)~পানা–চেনা যাওয়া।

(ক্রি)~গরানা–চেনা; চিনিয়া রাখা।

চিনচিনানা ১. (ক্রি)–চিনচিন করা ২. (বি) সূচীবিদ্ধব্য মৃদু বেদনা। (অনু)।

চিনদিরা–(বি) এক প্রকার মিষ্টি ফল; চিনার; কাঁকুড়।

চিনধা বাচ–(বি) মাছ প্রভৃতির আঁশটে গন্ধ। < চিমসে বাস (গন্ধ)।

চিন্ন–(বি) চিহ্ন।

চিপানাত্যা–(বিণ) সঙ্কুচিত; আকারে চোট।

চিবং–(বি) বয়নকার্যে ব্যবহৃত কাঁটা বিশেষ (সচরাচর হাড়ের প্রস্তুত কাঁটা)। চিবা (বি)–সঙ্কীর্ন স্থান।

চিবাচিপ্যা – (বিণ) চাপা সঙ্কীর্ণ, চিবানা (ক্রি)-চাপ দিয়া আঁটা; টেপ; চিপা; Compress.

চিবিট্টিক চাবাট্টাক (বিণ) – চপলতাপূর্ণ; নটীপনার স্বভাবযুক্ত। চিভিত কানা (খাদি) (বি) – মহিলাদেহের বিশেষ ধরণের এক প্রকার 'খাদিম্ব (বক্ষ বস্ত্র)।

চিভুং (ভুই) (বি)–ছায়াযুক্ত শীতল এবং সেঁত সেঁতে (স্থান)।

চিম চিম্যা (বিণ)–তীক্ষ্ণধার (অস্ত্র ইত্যাদি)।

চিমদানা (ক্রি)–চিমটি কাটা।

চিমানা (ক্রি)–সঙ্কুচিত হওয়া; সরু হইয়া যাওয়া; চুপসিয়া যাওয়া। তুং চিমা (ঢা, য; সি)।

চিমিত চিমিত (অব্য) – বেত্র সঞ্চালনের ধ্বনি; ঘন ঘন তীব্র আলোক বা বিদ্যুতের ঝিলিক।

চিমেই চিমেই (ক্রি-বিণ) – সঙ্কুচিত করিয়া; মৃদু মৃদু। মু চিমেই চিমেই–মুখ টিপিয়া টিপিয়া (হাসা)।

(ক্রি) ~পীড়া গরানা–পেটে মৃদু ব্যথা বোধ করা।

চিমোর (বিণ)–শুকনা চামড়ার ন্যায়; তুং চিমড়া (রা)। < চীমড় (হিং)।

চির –(বি) কৃমি। তুং চেইর (পা)।

চিরাচির্য্যা (বিণ)–মৃদু ধারা; ঝিরঝিরে; শীর্ণ (স্রোত)।

চিরিত চিরিত –(অ/ক্রি-বিণ) - সঙ্কীর্ণ ছিদ্রদিয়া আকস্মিক বেগে জল নির্গমনের ভাব; লাফ দিয়া পার হওয়ার ভঙ্গি। (অনু)।

চিরিব দোল (ক্রি)–ঢালু জায়গা বহিয়া পিছলাইয়া যাওয়া; পিচ্ছিল স্থানের উপর দিয়া টানিয়া নেওয়া; slide;

চিরুক (২) (অব্য) – হাঁস ডাকার শব্দ।

চিলা (বি)–শীল বা বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় নীতি সমূহ (পঞ্চশীল, অষ্টশীল ইঃ)।

চিলং (বি)–মৃতদেহ বহনের খাটিয়ার (আলঙ) উপর বেতের তৈয়ারী উপকরণ বিশেষ।

চিলাং তিক তিক-(ক্রিবিণ) উচ্ছসিত আবেগে (দৌড়)। আনন্দ, ভয় ইঃ কারণে অতিবেগে (দৌড় দেওয়া)।

চিলক ভিলাক ১. (ক্রি-বিণ)–যন্ত্রণায় শরীর আঁকাবাঁকা করিয়া; ছটফট করা; ২. (বি) – আকস্মিক আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পলায়ন।

চিলাল্লাক –(বি) উদরের বড় কৃমি

চিলি– (বি) চেরা কাঠ বা বাঁশের ছোট ঢেলা; যে কোন কাটা বস্তু হইতে উৎক্ষিপ্ত টুকরা; ছিলকা।

চিলিক –(বি) সিগারেট (ব্যাঙ্গার্থে)।

~ভিলিক –(ক্রি, বিণ) চিলাক ভিলাক দেখ

চিলি পিত্তাং খানা–(ক্রি) ডিগবাজি খাওয়া।

চিল্লি–(বি) চিলি শব্দের রূপভেদ।

চুংচুং (ফক্কায়)–(অব্য) শিশুদের লুকোচুরি খেলা বিশেষ; এই খেলায় আবৃত্তিকৃত শব্দ।

চুক-১. (বি)–পাহাড়ের চূড়া; ২. (বিণ) চূড়া আকৃতি বিশিষ্ট। কালা চুকচুক–গাঢ় কাল বর্ণের।

চুগুনি–(বি) শুক্তি। উচ্চারণ ভেদে 'সুগুনিস্ব রূপেও ব্যবহৃত।

চুগুলি–(বি) প্রতারণা; কাজে ফাঁকি < চুগল (আং)। (অর্থ প্র.)।

চুঘানা/সুঘানা–(বিণ) শুকনা।

চুঘুনা/সুঘুনা/–(ক্রি) শুকান

চুঙুলাং – (বি) গৃহদেবতা বিশেষ; উক্ত দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পূজা বিশেষ (বিবাহ অনুষ্ঠানে অবশ্য প্রয়োজনীয়)। তুং চাকলাং (অস)

চুচ্যা – (বি) ছিবড়া।

চুচ্যাং–(বিণ) সূঁচাল। < সূচ।

(বিণ) ~ভুথ্যাং–গৌণার্থে কুট বুদ্ধি; বাঁকা কথা।

চুদুর উড়ানা–(ক্রি) খুস্কির ন্যায় পাতলা আঁশ জাতীয় চামড়া উঠিয়া যাওয়া।

চুদ্ধা – ১. (অব্য) শুধু; রাগ, ক্ষোভ প্রকাশার্থে উচ্চারিত শপথ বিশেষ। ২. (বিণ) অনর্থক।

চুধা–(বিণ) খালি; (অব্য) কেবল; শুধুস্ব অযথা।

(বি) ~মু –শুকনা মুখ।

(বিণ)~মুয়ে–ঝুটমুট < হিং)

(বি)~ভাত–ব্যঞ্জনাদি বর্জিত ভাত।

চুনু –(বি) (শিশুদের লিঙ্গ)।

চুন্ধূল–১. (বি) চিৎপটাং; পরাজিত, অকৃতকার্য। ২. (বি) এক জাতীয় গাছ।

চুনাভুনা – (বিণ) অপ্রস্তুত মুখের কাঁচু মাচু ভাব; লজ্জা, অভিমান ইত্যাদির কারণে বিচলিত এক বিকৃত মুখের চেহারা।

চুম দেনা–(ক্রি) চুমুক দেওয়া।

চুমানা (ক্রি) – চুম্বন করা, শুঁকা; আঘ্রান করা। < চুম্বন।

চুমা –(বি) চোঙা।

চুমি –১. (বি) চুঙ্গি ২. (বি) হুকার নলিচা।

চুম্বক –(বি) সারকথা; সংক্ষিপ্ত ভাব।

চুরনধরা–(বি) ঘরদুয়ার পরিস্কার করার ঝাড়ু। এটি উচ্চারণ ভেদে সুরনধরা রূপেও ব্যবহৃত। তুং হুরইন (চট্ট.) শুরম (ম.); শুরৈন (সি)।

চুরানা–(ক্রি) ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করা। তুং সুনুয়তি (পাং)।

চুলচুলানা–(ক্রি) চুলকান।

চুলচুলি–(বি) চুলকানি

চুলভুল্যা / চুলু ভুলু। ১. (বিণ) চুলভুলে ২. চঞ্চল প্রকৃতি।

চুল সুধা– (বি) চুলের ঝুঁটি; খোঁপা।

চুলা–(বি) চুল্লী।

চুলীদুর–(বি) ছোট আকারের এক জাতীয় কচ্ছপ।

চুলুম–(বি) ছিলিম। < চিলম (ফা)।

চেই–(বি) মাছ ধরার খাঁচা বিশেষ।

চেং–(বি) মাটি বা পাথরের চাঙর। < চাঁই।

চেঁ–(অব্য) নাক টিপিয়া শিকনী ফেলার শব্দ।

চেঁ-চেঁ – (অব্য) পশুপাখীর শাবক, শিশু ইত্যাদির মৃদু চীৎকার, কান্না ইঃ। গৌণার্থে শিশু অবস্থা।

চেঁ পুক – (বি) এক প্রকার ফড়িং জাতীয় পোকা। (ধ্বন্যা)

চেঁত (ক্রি-বিণ) –বেগে চলার ভাব; মৃদু উত্তাপে কোন কিছু সিদ্ধ করা বা ভাজার সময় নির্গত শব্দ; আগুনে সেঁক লাগার শব্দ।

চেগ চেগানা –(ক্রি) হাঁস মুরগী ইত্যাদি কৃত নোংরা পানি বা নরম কাদা ঘাঁটা (অনু)।

চেগচেগী–(বি) নোংরা তরল কাঁদা এক প্রকার কাদাযুক্ত স্থান। < চিখিল (চর্যাপদ / প্রা. বাং)।

চেগলক –(বি) নোংরা কাদা < চিখিল (প্রা. বা.); < চিকখল্ল

চেগাচেক্যা – (বিণ) আড়াআড়িভাবে; Cross wise; দুই পা ফাঁক করিয়া; যেহেতু ভারী বোঝা বহনের সময় পা দুমড়াইয়া ফাঁক হইয়া যায়)।

চেগানা – (ক্রি) পা ফাঁক করা।

চেগার – (বিণ) অত্যধিক ভারী বা বড় ইত্যাদি। তুং চ্যাগান। (ম)।

চেগেলেং ধরানা–(ক্রি) অনভ্যাসের দরুণ হাঁটাচলায় অক্ষম হওয়া।

চেগেলক (২) – (অব্য) তরল দ্রব্য চাটিয়া খাওয়ার শব্দ (অনু)।

চেঘা–(বি) চকা

চেঙা মারানা (ক্রি) – বুকটান করিয়া পিছন দিকে বাঁকিয়া যাওয়া; বুকের ভিতরের দিকটিকে বাহিরের দিকে করিয়া বাঁকানো।

চেজানা–(ক্রি) জাল ইত্যাদি টানিয়া নেওয়া; অনেক জিনিস একত্রে জড় করিয়া টানিয়া নেওয়া, গৌণার্থে ভার বহন করিয়া চলা।

চেজেক-চেক–(অব্য) খাবারের আশায় পাখীর ছানার শব্দ

চেজেক চেজেক/ চেজেক চেজেক – (অব্য) পানি বা নরম কাদা নাড়ার শব্দ

চেজেক-বুবুক (বিণ) – কাদাপানিতে সিক্ত অবস্থা।

চেত–(বি) পুরুষাঙ্গ। তুং চেত (চট্ট), চ্যাং (ঢা) চর্যাগীতিঃ ডড়িল 'চীরাম্ব = পুরুষাঙ্গ।

চেদক কানা – (অব্য) অভ্যাস বশে চেদকতক - আকস্মিকভাবে ভয়ে উচ্চারিত অর্থহীন শব্দ। (মুদ্রাদোষ বিশেষ)।

চেদবাল – (বি) Pubic hair of male.

চেদেইয়া – (বিণ) অহঙ্কারী; (বিণ) অবহেলাপূর্ণ মনোভাব সম্পন্ন (ব্যক্তি)।

চেদের ভেদের – (বিণ) বিশৃঙ্খল; অগোছালো; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

চেন চেনানা – (ক্রি) তীব্র বেগে গমন; মৃদুতাপে ভাজার শব্দ হওয়া।

চেবেদাক – (বিণ) চেপ্টা।

চেরকেত্যা (বিণ) – চারিদিকে ।

চেরচেরেই (ক্রি-বিণ) – তাড়াতাড়ি; ত্বরায়; বেগে।

চেরা –(বি) তেঁতুলে বিছা তুং চ্যাঁর (রা)। (বি) ~বান–বেনী; বেনীর ন্যায় বাঁধন।

চেরাং (২) (অব্য) – শিশুর ক্রমাগত তীক্ষ্নস্বরে ক্রন্দন ধ্বনি (অনু)।

চেরাক–(বি) চেহারা; চেরাগ।

চেরেই পুক–(বি) এক প্রকার ফড়িং জাতীয় পোকা।

চেরেত–(ক্রি-বিণ) তাড়াতাড়ি; চটপট।

চেরেস্থা–(বি) চেষ্টা; পরিচর্যা।

চেলা–(বি) বলশালী; (বিণ) বড় আকারের (পুং পশু); অপদেবতা বিশেষ।

চৈদাল–(বিণ) উচ্ছৃঙ্খল আচরণ; উদ্দাম নৃত্য; তান্ডব। চৈত্রমাসে দোলের গোল মাল।

~খাদা-(বিণ) চক্ষুলজ্জাবিহীন; চশমখোর।

~পাদানা –(ক্রি) লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখা।

~মারানা –(ক্রি) চোখ টেপা।

চোখ চোখ – (বিণ) চোখে চোখে ; (বিণ) সারাগায়ে চোখের ন্যায় ফোঁটাযুক্ত; ছাড়া ভাবে অবস্থিত।

চোরাত–(অব্য) তাড়াতাড়ি

চৌধূরী – (বি) নিষ্কর্মা লোক; বাবু লোক (তুল্যার্থে)। পারং চৌধুরী-অহঙ্কারী; অধিকারের সীমা অতিক্রমকারী; Over bearing; (আমি পারি-অর্থাৎ চেষ্টা করার বা পূর্ব অনুমোদন লাভের প্রয়োজন নাই এইরূপ মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি)।

চৌসামা – (বিণ) পটু; সব ব্যাপারে দক্ষতাসম্পন্ন (ব্যক্তি); চোখাল।

চ্য–(বি) মনোবল; তেজ; সাহস < চিত্ত।

(ক্রি)-কমানা–মনোবল বা সাহস কমা।

(ক্রি)-মরানা–মনোবল বা সাহস মরা।

চ্যক চ্যক–(বিণ) মন গুড়গুড় ভাব; পরাণ চ্যক চ্যক-কোন মন্দ ঘটনার আশঙ্কায় সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকা।

ছ

ছ–(বি) বাচ্চা; ছানা।

ছ-ছ-পু-পু–(অব্য) একটির পর একটি বাচ্চা হইয়া সংখ্যা বৃদ্ধি। < ছা+পুত।

ছটছট্যা–(বিণ) অস্থির; ছটফটে।

ছটছদানা–(ক্রি) ছটফট করা।

ছট্টাপাগল–(বিন) সামান্য কারণে আকস্মিকভাবে পাগলের ন্যায় চঞ্চল আচরণ করে এমন ব্যক্তি।

ছট্টাপেখ–(বি) এক জাতীয় চঞ্চল প্রকৃতির পাখী; ছাতারে পাখী।

ছট্টুয়া–১. (বি) অল্প ব্যথায় যে ছটফট করে; ২. (বিণ) স্পর্শকাতর।

ছড়া–১. (বি) গুচ্ছ (কলার ছড়া); মালা। ২. (বি) ঝোরা ছোট নদী। তুং ছড়া (রং)।

ছড়ান–(বি) ছাড়া (পাওয়া)। কেইয়া ছড়ান–(বিণ) হালকা নমনীয় ক্ষিপ্রতাযুক্ত শরীর।

ছড়ি–(বি) ছড়া দেখ।

ছত্তর–(বি) ফণা। < ছত্র।

ছত্রসান–(বিণ) ইতস্ততঃ; বিক্ষিপ্ত; ছত্রভঙ্গ; লণ্ডভণ্ড।

ছদ্রক–(বি) আলোর ছটা।

ছন°ভন°–(বিন) চঞ্চল; অস্থির; পাগলের ন্যায়।

ছন্দভাচ মাদানা–(ক্রি) ঘুমের ঘোরে কথা বলা; আবোল-তাবোল বকা।

ছন্দ্রভন্দ্র–(বিণ) ছনভন দেখ।

ছরমা–(বি) বাচ্চাওয়ালা পশুপাখী।

ছল পেদানা–(ক্রি) ছলনার আশ্রয় নেওয়া; তক্কে তক্কে থাকা।

ছলা–১. (বি) হেঁচকাটান; ঝটকা। ২. (অব্য) বার; পর্যায়।

ছলাছলি–(বি) টানাটানি; কাড়াকাড়ি।

ছাগল দোদ–(বি) মাথার খুশকি।

ছাগা–(বি) দাবি বা দখল নির্দেশক চিহ্ন; ক্রুশ চিহ্নের মত আড়াআড়ি কাঠি বসাইয়া জুমক্ষেত্র ইঃ সংরক্ষিত করার চিহ্ন। তুং ছগা (রাজমালা, ত্রিপুরা)।

ছাগাছাগা–(বিণ) অযত্ন বা অমনোযোগের সহিত (কাজ ইঃ)।

ছাঝি–(বি) ছাঁচতলা।

ছাদা–(বি) বাজেকথা। তুং ছেঁদো কথা; সাতা (ঢা)।

ছাদারা গাদারা-(বি) আজেবাজে কথা, ময়লা, জিনিস বা খাদ্য। তুং ছাতা (চট্ট.) ছাতা।

ছাধারাগুঝা–(বি) আজেবাজে ময়লা, জিনিস বা খাদ্যের পাঁচমিশালী।

ছানচিক্যা–(বি) দেহ সৌষ্ঠব < ছিরিছাঁদ।

ছাব–(বি) শয়নের নিমিত্ত কাপড়ের আচ্ছাদন; কাপড়ের ভাঁজ।

ছাবা–(বি) ছাপ।

ছাবানা–(ক্রি) ছাপা।

ছাডানা–(ক্রি) ছাইয়া ফেলা; ছড়াইয়া পড়া।

ছাড়াল্যা/সারল্যা – (বিণ) পুত্রকন্যা প্রতি-পালনের দায়িত্বমুক্ত; নিঃসঙ্গ।

ছাভুরি–(বি) ক্ষেতের উপর খড় ইত্যাদির আচ্ছাদন < ছাওয়া।

ছারানাধা–(বিণ) বিপর্যস্ত; ছারখার।

ছাল–(বি) কাঁটা; গাছের ছাল।

(বি)-ঘরা–কাঁটা বাহির না হইয়া কাঁটাকে বেষ্টন করিয়া যে মাংস জড় হয় তাহা। তুং হালসরা (সি)।

ছালাবান্ধা – (বি) পুরুষাঙ্গের ব্যাধিবিশেষ।

ছাল্লুয়া–(বিণ) পুরু এবং শক্ত; রুক্ষ প্রকৃতির।

ছিড়কাব –(বি) কাঁটাছেড়া।

ছিড়কাবা–(ক্রি) ছিন্নকরা; সম্পর্কচ্ছেদ করা।

ছিত্রিভঙ্গ–(বিণ) ছত্রভঙ্গ।

ছিট্যাবার্য্যানা–(ক্রি) বৃষ্টির ছিটা লাগা।

ছিনানা–(ক্রি) ছেঁড়া।

ছিনালী–(বিণ) নরনারীর অবৈধ সম্পর্ক। তুং সেনা (রাজমালা, ত্রিপুরা)।

ছিবা–(বি) ছিপ।

ছিলিভিলি–(বি) এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি।

ছুড় কাগজ–(বি) বিবাহ বিচ্ছেদঘটিত ছাড়পত্র।

ছুদানা–(ক্রি) আগাছা বা জঙ্গল ইত্যাদি পরিষ্কার করা; নিড়ানি, ছাঁটা।

ছুপ–(অব্য) ছোঁ।

ছুবুর বুর্য্যা–(বিণ) পানিতে ভিজিয়া জবজবে অবস্থা।

ছুয়া–১. (অব্য) ছোঁ; ২. (বি) ছিপ। ৩. (বি) দানামুক্ত শীষ; পাতা ছাটিয়ে ফেলা-ডালপালার অগ্রভাগ।

(ক্রি)~উড়ানা–ছোঁ মারা।

(বি)~কালি–ভূসাকালি।

(বি)~কেগর–ঈষৎ কেকর।

ছুয়েই দেনা–(ক্রি) কুকুর ইত্যাদি লেলাইয়া দেওয়া।

ছুয়ায়–(অব্য) পাখী ইত্যাদি তাড়ানোর শব্দ।

ছুলানা–(ক্রি) ছুলিয়া ফেলা; চামড়া ইঃ ছাড়ানো; নিড়ানি দেওয়া।

ছুলি সুলি–(বি) ক্ষুদ্র গুচ্ছ; পেচান

(বি) সূতার পরিমাণ বিশেষ।

ছুঃ–(অব্য) কুকুর লেলাইয়া দেওয়ার শব্দ।

ছেজা/সেজা–(বি) পিটুনি।

ছেজানা–(ক্রি) মার দেওয়া; পিটুনী দেওয়া।

ছেঝাড়ানা – (ক্রি) ছেঁছড়ান; হেঁচড়ান; ঘষটাইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া।

ছেত্তেরা – (বিণ) ছড়ান অবস্থা; বিক্ষিপ্ত; স্যাতরা ব্যাতরা (ঢা., কুম)। < ছত্রভঙ্গ।

ছেদা –(বি) স্ত্রী যোনি (অশ্লীল)। < ছেঁদা।

ছেপ–(বি) থু থু

(বি)~বর্তা–আশীর্বাদ।

ছেবলক–(বি) লাভ।

ছেবলক্ (২)–(অব্য) ছলাৎ ছলাৎ শব্দ (অনু)।

ছেবা/সেবা–(বি) সেবাজল; সর্দি

ছেম–(বি) অঙ্কুর; তেউড়। তুং সেম (চট্ট.); খেম (সি)।

ছের–(বি) ফাঁক। < ছেদ।

ছেরানা–(ক্রি) তরল পায়খানা করা।

ছেরে ছেরে–(বিণ) ফাঁকে ফাঁকে; মাঝে মধ্যে তুং শের= সুযোগ < ফের। (কুম)।

ছ্যংসামা–(বি) মানসিক অস্বস্তি।

জাঙি

জুম

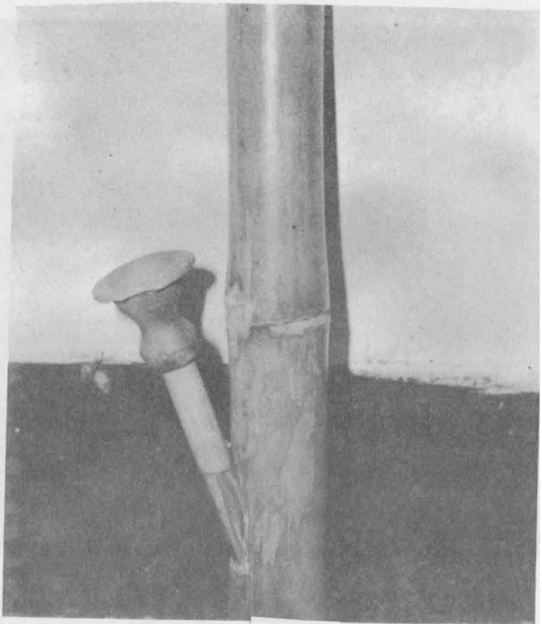

ডাবা

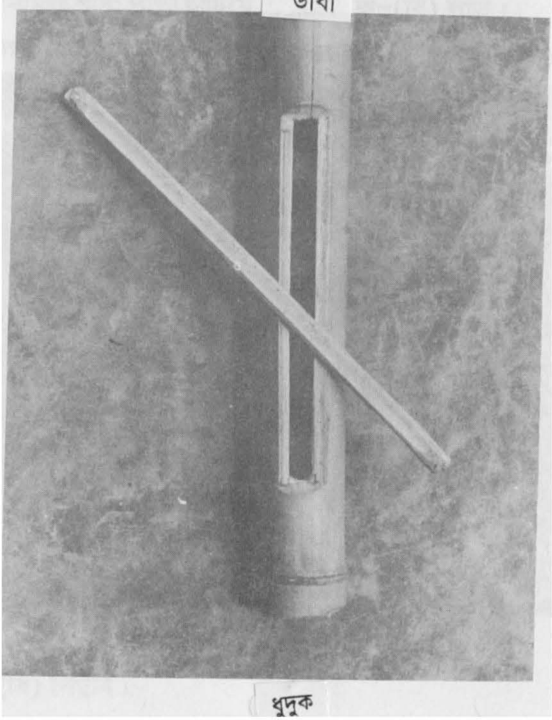

ধুদুক

জ

জইলা–(বি) প্রসবের সময় ভ্রূণের আবরণসহ নির্গত তরল পদার্থ; বাসি পানির পাত্রের ময়লা; ক্ষত স্থানের উপরে সঞ্চিত ময়লা।

জঁত–(অব্য) শোঁ শোঁ শব্দ।

জক কাড়ানা–(ক্রি) বগল বাজানো (বগলের নীচের হাতের চেটো রাখিয়া বাহুর ঘন ঘন চাপ দেওয়ার দ্বারা শব্দ করিয়া (প্রায় সময় কৃত্রিম) আনন্দ প্রকাশ।

জকরে জক–(অব্য) ঐ ক্রিয়াকালীন মুখে উচ্চারিত আনন্দ প্রকাশক শব্দ।

জগদাং–(বি) কাজের শৃঙ্খলাভঙ্গ; সকলের সঙ্গে নিয়মমত একযোগে না করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করাতে যে বিশৃঙ্খলা তাহা।

জগনা/যগনা–(বি) যজ্ঞডুমুর।

জগরা–(বি) বিনি চাউল দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার সুমিষ্ট মদ < জু=পাহাড়/পাহাড়ী (কুকি শব্দ)+আরক=মদ (মঘী) কুগি জগরা-কুকিরা একই পাত্র হইতে মুখ লাগাইয়া জগরা খায় এ কারণে যেই ব্যবহার্য বা ভোগ্যবস্তু অনেকেই ব্যবহার করে তাহা।

জগার–(বি) চীৎকার; জোকার।

জঘা–(বি) পরিমাপ; জোখা ব্যাপিয়া < জুখা (হিং)। কেইয়া জঘা-গা ময়।

মাধা জঘা-মাথা ভর্তি। ভুই জঘা-জমি ব্যাপিয়া ইঃ।

জঘার–(বিণ) সঠিক মাপ অনুযায়ী; জোখা মত।

জট–(বি) জটা; জড়ুল (বিণ) জড়িত।

(ক্রি)~বদনা–জট পাকানো।

জড়া–(বি) ভাতের পিণ্ড; বিশেষ প্রার্থনা সহ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত (ডেলা পাকান ভাত)

~(ক্রি) বানানা–(ক্রি) জোড় বাঁধা (বিবাহের সময় বর ও কনেকে একত্রিত করিয়া অর্থাৎ জোড়া করিয়া শুভ্র বস্ত্র দিয়া বাঁধা বা যুক্ত করা)।

জদন–(বি) বিবাহ অনুষ্ঠানে বর কনের জোড় (বাঁধা)।

জদনা–(বি) শুঁয়া পোকার ন্যায় এক প্রকার বিষাক্ত কীট যাহা গায়ে লাগিলে জ্বালা করে।

জদা–(বি) জোড়া; জুতা।

জধা–(বিণ) জোটবদ্ধ।

জমদুয়ার–(বি) দুই আঙ্গুলের ফাঁকে জোড়া চামড়া।

জমর/জমসম–(বিণ) জবর।

জয়জগার–(বি) সম্মিলিত চীৎকার; হৈ চৈ।

জরবেত্–(বি) জলপাই।

জরানা–(ক্রি) রচনা করা (গান, কবিতা ইত্যাদি রচনা করা)। যোগাড় করা; মিল হওয়া; খাটা। যেমন-মূলালোই হেরা মাছ জরে –মূলার সহিত মাছ মাংসের মিল হয়।

জল–(বি) 'জইলা' দেখ। বদ্ধ জলাশয়ের তলায় উৎপন্ন সবুজ বর্ণের একজাতীয় পিচ্ছিল শেওলা।

জলাহ্/জলেইয়া–(বি) জলাভূমি

জলে জাদা (~)–(বিণ) জলজ্যান্ত; সত্য সত্যই।

জ্বরে বানে–(বিণ) গায়ে জ্বর অবস্থায়।

জ্বলানা–(ক্রি) জ্বলা, **চোখ জ্বলানা**–(ক্রি) রাগে চোখ বড় করিয়া তাকান।

জ্বলানাঃ–(ক্রি) রাগাইয়া দেওয়া।

জাং-জাং–(অব্য) কানের ভিতরে দপদপ শব্দ।

জাগুর–(বি) মাগুর জাতীয় তদপেক্ষা বড় আকারের মাছ।

জাগুলুক–১. (বি) গোলমাল; বিশৃঙ্খলা ২. (বিণ) জট পাকানো; জটিল।

জাঙার–(বি) মরিচা; জং। তুং জাঙার (সি) < যংগার (ফা)

জাঙাল–(বি) ক্ষুদ্র বাঁধ; পথ; তারা জাঙাল-milky way (তারাপথ) < জঙ্গাল (সং)।

জাঙি–(বি) পাখী ধরার ফাঁদ বিশেষ।

জাঙ্গেল–(বিণ) জবরদস্ত; জাঁদরেল।

জাড়–(বি) শীত। < জড় (সং)

জাড়কাদা–(বি) শীতে এবং ভয় বিস্ময়াদির দরুণ গায়ের কাঁটা (দেওয়া)।

জাত্যা –(বিণ) প্রকৃত; যথার্থ < জাতি।

জাদি/জিদি–(বি) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মন্দিরাকৃতির স্মৃতিসৌধ। < চৈত্য।

জাদানা–(ক্রি) ঠাসিয়া ভরা; ঠাসা।

জাত্দত্বাত্র–(বিণ) এক ঘরে। < জাতের বাহির।

জান্দা–(বিণ) জানা; জ্ঞাত।

(ক্রি)~ **দেনা**–জানান দেওয়া।

জান্ধা–(বিণ) জবর; জাঁদরেল।

জাব–১. (বি) চাপা দিয়া রাখা জিনিস; জিনিসের চাপ; ২. (ক্রি) ছাপা। উচ্চারণ ভেঙ্গে 'জোপত্ব রূপেও ব্যবহৃত।

জাবিন–১. (বিণ) জামিন; ২. (বি) খুঁটি প্রভৃতিকে মজবুত রাখার জন্য আলাদা খুঁটি; দুইটি বড় আকারের খুঁটির মধ্যে অন্যান্য ছোট খুঁটি। দামিন < আং।

জাবুর–(বি) ঘন লতাগুল্মের ঝাড়; ঘন লতাজাল। তুং জাবুর (রা)।

জাবেদেই ধরানা–(ক্রি) জাপটাইয়া ধরা।

জাম–১. (বি) ফল বিশেষ; মাটির থালা।

জামি–(বি) চোয়াল। তুং জামদাঁত (অস্)।

জামেই–(বি) জামাই।

জায়জুক্কালী/জায়যুগাড়–(বি) যোগাড় যন্ত্র।

জারবুয়া–(বিন) জারজ; বেজন্মা। তুং জারুয়া (রং)।

জারানা–(ক্রি) হজম করা < জারা=জীর্ণ করা।

জারি–(বি) মুখের রোগ বিশেষ।

জাল–১. (বি) জা। তুং জাল (সি)। ৩. জাল।

জালি-জাল সদৃশ জিনিস।

জাল্যা–(বিণ) জেলে।

(বি)~মরা–মাকড়সা ইত্যাদির পরিত্যক্ত খোলস। (মাকড়শা জাল বুনে বলিয়া)।

জিং জিঙানা/জিক জিগানা–(ক্রি) কৃমি ইত্যাদি কিলবিল করা। দেহ ঘৃণায় রোমাঞ্চিত হওয়া।

জিত্যা–(বিণ) কর্তৃত্বকামী বা প্রাধান্য অভিলাষী।

জিৎবাদ – (বি) প্রতিযোগিতা; Challenge। < জিৎ।

জিদি– (বি)'জাদিম্ব দেখ।

জিধু–(বি) জ্যেঠা।

জিনকানি–১. (বি) জীবন; ২. জীবনকাল < জিন্দেগীন্ (হিং)।

জিনানা–১. (ক্রি) জেতা; নির্দিষ্ট ভার বহনে সক্ষম হওয়া।

জিনিং জানাং–(বিণ) কিলবিল। (অনু)।

জিরা – (বিণ) অপুষ্ট (শস্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)।

জিল–১. (বি) জিহবা; জিহ্বার অনুরূপ বস্তু।

জু/জুহ্–(বি) অভিবাদন; প্রণাম। তুং জোহার (প্রা. বাং); জুহার (হিং)।

জুং–(বি) বৃহদাকার মৃৎপাত্র; জালা।

জুক–(বি) জোঁক; পুরাতন ক্ষত চিহ্ন।

(ক্রি)~বানানা–ঘা শুকাইয়া শক্ত আবরণ সৃষ্টি হওয়া।

জুখ্যানা/জুঘানা–১. (বি) কিল, লাথি, মার ইত্যাদির জন্য হাত পা তুলিয়া আঘাতের ভঙ্গী গ্রহণ। ২. (ক্রি) জোখা।

জুচ – ১. (ক্রি-বিণ) আস্তে; সন্তর্পণে। ২. (বিণ) নিঃসাড়; অনড়। ৩. (ক্রি)~গরি–চুপ করিয়া।

জুড়–(বিণ) ঠাণ্ডা; শান্ত। তুং জুড় (অস, চট্ট)

জুড়্–(বি) জোড়া।

~গেত–(বি) বিবাহ অনুষ্ঠানে বর ও কনেকে একত্রে কাপড় দিয়া জড়াইয়া বাঁধার খুট।

(বি)~পীড়া–বিসূচিকা।

জুড়ানা–(ক্রি) ঠাণ্ডা হওয়া; জুটানো; যোগাড় করা।

জুড়িথনা – (ক্রি) যোগাড় করিয়া রাখা; পূর্ব হইতে দাবী নির্দিষ্ট করিয়া রাখা; Booking.

জুন্–(বি) জ্যোৎস্না; চাঁদ (অর্থ. প্রঃ)

(বি)~পহ্র – (বি) জ্যোৎস্না লোক। তুং জোন (অস্)

জুনি–(বি) জোনাকি।

(ক্রি)~দেঘানা–চোখে সরিষা ফুল দেখা।

(বি)~বাঘ–জোনাকির ন্যায় রাত্রিবেলা আলোক বিকিরণকারী এক প্রকার কীট।

জুম – (বি) সুপরিচিত পার্বত্য কৃষি পদ্ধতি; ঐ পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত ক্ষেত্র।

জুয়ানা – (ক্রি) যোগান; যোগ্য হওয়া; সংযত হওয়া।

জুরগা–(বি) শিকা।

জুরবাম্বপেখ–(বি) বুলবুলি।

জুরী – (বি) নালা; সঙ্কীর্ণ খাদ; Ravine; ঝিরি।

জেঘত–(বি) স্ত্রীর বড় বোন।

(ক্রি)~পাড়ি বজানা–আসন পিড়ী হইয়া বসা; জঙঘা পাতিয়া বসা।

(ক্রি)~ভিড়ি বজানা–দুই জানু একত্র করিয়া বসা।

জেচ্ছেৎ/জেত্তেৎ/ঝেত্তেৎ – (অব্য) বাকরীতি বিশেষ; সত্যই।

জেঠ–(বিণ) জ্যেষ্ঠ।

জেঠ্টা – (বি) জেঠা (সম্বন্ধার্থে)। < জ্যেষ্ঠতাত।

জেত–(বিণ) আসল; তেজী। < জাতি।

(বি)~কুগুর–(বি) শিকারী কুকুর।

(বি)~বেগুন –(বি) জাতি বেগুন।

জেদা–(বিণ) জ্যান্ত।

জেদেনা–(বি) একজাতীয় শস্যবীজ; জনার।

জেধেই–(বি) জেঠীমা (সম্বোধনে)।

জেধেঙা–(বি) জেঠীমা (সম্বন্ধার্থে)।

জেব–(বি) পকেট < (আং)।

জেম–(বি) চোয়াল।

জের–(বিণ) পশ্চাৎ; (বি) শেষ < যের (ফা)।

(বিণ)~বুয়া–শেষ সময়ে; শেষকালীন।

জেরে–(অব্য) পরে; পশ্চাতে, শেষে।

জেহ্ল–(বিণ) তেজী; জেদী; খান্ডার।

জোল – (বি) গোলমাল; গোলযোগ; বিশৃঙ্খলা; আলোড়ন। < জটিল।

ঝ

ঝঁত–(অব্য) বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ; বড় আকারের পাখী ইত্যাদির পাখা আলোড়নের শব্দ।

ঝক – (বি) ভয়।

(ক্রি)~ পড়ানা – আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া দৌড়া-দৌড়ি, চীৎকার ইত্যাদি করা।

(ক্রি)~ পানা–ভয় পাওয়া।

ঝকঝখ্যা–(বিণ) ঝকঝকে; পরিষ্কার।

ঝগলা–(বি) শাঁসহীন বা শাঁস কম এমন ফল বা অন্য জিনিস।

ঝড়–(বি) বৃষ্টি।

ঝনাৎ–(অব্য) ঝন ঝন শব্দ; ঝনৎকার।

ঝপ্পাত–(২)-(অব্য) ঝপাঝপ শব্দ (প্রবল ঢেউয়ের তীরে বা নৌকা ইত্যাদিতে আঘাতের শব্দ; প্রবল বাতাসে কোন জিনিসের ঝাপাঝাপির শব্দ ইত্যাদি)।

ঝরঝরানা–(ক্রি) ঝরঝর শব্দ করা (বৃষ্টি, পানি, ঝুরঝরে বালি ইত্যাদি)

ঝরঝরি– (ক্রি) ঝরঝরানা দেখুন

ঝরা–(বিণ) ঝুরঝুরে।

(বি)~ টেঙা–খুচড়া টাকা।

ঝরাঝরা–(বিণ) ঝরঝরে (ভাত ইত্যাদি); একটির সঙ্গে আর একটি লেপটানো এমন।

ঝরাৎ–(অব্য) পানি, মাটি বা যে কোন ঝুরঝুরে জিনিস এক সঙ্গে ফেলার শব্দ।

ঝলগা–১. (বিণ) দমকা (বাতাস, পানি ইত্যাদি) ২. (ক্রি-বিণ) ঝাপটা।

ঝলম–(বি) ঝালর; ঝলক।

(বিণ)~ বত্যা–গাছভর্তি থোপভর্তি (ফলমূল ইত্যাদি)

ঝলা– (বি) থলে।

ঝলানা–(ক্রি) আর্দ্রতার দরুণ গলিয়া যাওয়া (নুন, গুড়, চিনি ইত্যাদি গলিয়া যাওয়া)। < ঝোল

ঝল্লপল্ল–(বিণ) পর্যাপ্ত (পানি ইঃ); সচ্ছল।

ঝাঁঝানা–(ক্রি) হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া উঠা; মাথা ঝিমঝিম করা।

ঝাঁত–(ক্রি-বিণ) আকস্মিকভাবে গায়ে কাঁটা দিয়া চমকিয়া উঠার ভাব।

ঝাকঝাক্যা – (বিন) শুদ্ধস্নাত; পরিষ্কার; ঝকঝকে।

ঝাক্কুয়া–(বিণ) দলবদ্ধ; অধিক সংখ্যক। < ঝাঁক।

ঝাগত–(অব্য) চমকান, শিহরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আকস্মিকতাসূচক ভাব।

ঝাগা–(বি) ঝাঁকা; বড় আকারের চালুনী।

ঝাগারানা–(ক্রি) ঝাঁকুনি দেওয়া

ঝাঝি–(বি) ধমক; ধমকের সুরে কথা (বলা)। মুখ ঝামটা; ঝাঁঝের সহিত কথা বলা। < ঝাঁঝ।

ঝাড়–(বি) জঙ্গল।

ঝাড়া–(বিণ) নিঃশেষ।

(ক্রি)~ফেলানা–প্রস্রাব করা (গ্রাম্য)।

ঝাদি –(ক্রি-বিণ) শীঘ্র < ঝটিতি।

ঝাদিমাদি–(ক্রি-বিণ) ঝটপট।

ঝাপ–(বি) বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত আলগা বা ঝুলান কপাট। < ঝাপ; পশুপাখীর ফাঁদ হিসাবে ব্যবহৃত এক প্রকার কপাট; বার্দ্ধক্য বা রোগাদি হেতু কানে ভারবোধ।

(বি)–মার্য্যা–কানে ভারবোধ (ঝাপ বা কপাট দিয়া রুদ্ধ হইয়াছে এমন বোধ)।

ঝাপ্পুরুত–(অব্য) ভারী জিনিস পানিতে পড়ার শব্দ; ঝপাং শব্দ।

ঝাবা–(বিণ) কিছুর উপর চাপান অবস্থায়;

(বিণ)–ঝাপ্যা-ঘন ঘন একের পর এক চাপাইয়া।

ঝাম–(বি) ঝম্প।

ঝালাব্বর–(বিণ) প্রচুর সংখ্যায়।

ঝি–(বি) কন্যা; Daughter. < ধীতা < দুহিতা।

ঝিগুককুক–(অব্য) ঘুঘুর ডাক। (অনু)

ঝিদুরুক কিদুরুক/ঝেদাক কেদাক – (বিণ) ছিন্নভিন্ন; অতিশয় এলোমেলো; অবিন্যস্ত; বিপর্যস্ত; (চুল, পালক ইত্যাদি)।

ঝিন্দ্রুক কিন্দ্রুক –(বিণ) ঝিদুরুক কিদুরুক-এর উচ্চারণ ভেদ।

ঝিনঝিন্যা–১. (বিণ) ঝাঁঝাল; ২. (বি) ঝিনঝিনে অনুভূতি।

ঝিমিদ– ১. (অব্য) বিদ্যুৎ বা আলোর চমক; ২. বিদ্যুৎ চমকের কাল পরিমাণ মুহূর্ত।

(ক্রি)~গরানা–চকমক করা।

ঝিমিলানা–(ক্রি) বিদ্যুৎ ইত্যাদির ঝিলিক দেওয়া।

ঝিলিমিলি–(বি) ঝলমল করার ভাব; আলো ইত্যাদির দ্রুত কম্পনের ভাব।

ঝুঁত–(অব্য) বাতাসের বা পাখা ইত্যাদির শোঁ শোঁ শব্দ।

ঝুক – ১. (বি) ঝুঁকিয়া থাকা অবস্থা; ওজনের সময় দাঁড়িপাল্লার ঝুক। ২. (অব্য) লড়াই লাগানোর জন্য গরু মহিষকে উত্তেজিত করার শব্দ। (তুং চট্ট)

ঝুঙুলি–(বি) মহিলাদের কর্ণাভরণ বিশেষ; ঝুমকা।

ঝুঝুক ঝাঝাক–(বিণ) ঘন এবং দীর্ঘ লোম বা পত্রগুচ্ছ দ্বারা আচ্ছাদিত; ঝাঁকড়া।

ঝুট্যা/ঝুট্যাল/ঝুদা–(বি) ঝুঁটি।
ঝুনঝুনি–(বি) ঝুমঝুমি। (ধ্বন্যা)
ঝুবঝুবি–(অব্য) মাছের পুচ্ছ ইত্যাদির প্রচণ্ডভাবে আলোড়নের শব্দ; ঝুপঝাপ শব্দের সহিত।
ঝুবুর–(বিণ) ঘন ঝোপ বিশিষ্ট (গাছের বা লতাগুল্মের ঝাড়); ঘন পত্রাচ্ছাদিত (বৃক্ষ)।
ঝুবুরা–(বি) পর্ণকুটির; ঝুপড়ি; ছাপড়া।
ঝুরঝুর–(অব্য) ঝাঁঝরা।
ঝুরগা–(বি) ঝিম ধরা (তন্দ্রায়, রোগে, আঘাতে কিংবা ক্লান্তিতে ঝিমধরা)।
ঝুরা–(বি) বন্দুকের ছিটাগুলি; ছররা; খুচরা।
ঝুরানা–(ক্রি) ঝিমানো; এক ঘেয়ে ও বিরক্তিকর কাজে নিয়োজিত থাকা।
ঝুরাপুরা–(বিণ) বিপর্যস্ত; ক্লান্ত। যেমন- মদে ঝুরাপুরা-মদে চুর বা বিপর্যস্ত।
ঝুরুৎ–(অব্য) পানি বা ঝুরঝুরে জিনিসাদি চলিবার শব্দ; কোন কিছু অবাধ গতিতে সরিয়া যাওয়ার শব্দ; অবিরল যাওয়ার শব্দ; অবিরল প্রবাহ বা পিচ্ছিলতার ভাব প্রকাশক শব্দ। (অনু)
ঝুল–১. (বি) ঝোল; ২. (বিণ) অবসন্ন যেমন-মাধাঝুল তুং মাথা শেষ; বারাঝুল-অবসন্ন বাহু ইত্যাদি।
ঝুলি–(বি) গৃহসীমার চারিপাশে উঁচু বেড়া। তুং চট্ট।
ঝেঁত–(অব্য) গরম তেলে কোন কিছু ভাজার সময় উথিত শব্দ বা তদনুরূপ শব্দ। (ধ্বন্যা)।
ঝেচ্ছেত/ঝেখেত–(অব্য) যথার্থই; বাস্তবিক, সত্যই।
ঝেদেরা–(বিণ) বিকীর্ণ বা বিচ্ছুরিত; ঝাঁটার ন্যায় ফালা করা; ফাটা বস্ত্র ইত্যাদি) ফাটা (আওয়াজ)। < ঝাঁটা।
ঝেণ্ডেরা-চেণ্ডেরা–(বিণ) টেঁটরা। < ঢন্‌ঢোরা (হিং)।
ঝেনঝেনানা–(ক্রি) ঝনঝন শব্দ করা; খনখনে গলায় বকাবকি করা।
ঝেরঝের – (বিণ) ফাঁক ফাঁক। < ছের < ছিদ্র।
ঝেরেগ্নেন – (বি) স্ত্রী লোক (তুচ্ছার্থে/ বর্জিত)। তুং ঝেলাইন (সি)।
ঝেল–(বি) ফলন ইত্যাদি হ্রাস পাওয়া বা সমাপ্ত হওয়া। ডুয়া ঝেল-পাখার ঝাপটা (মোরগ ইত্যাদির ডাক দিবার সময় পাখার ঝাপটা)। <ঝাড়া।
ঝেলাং ঝেলাং–(বিণ) অনিবিড় ফাঁক ফাঁক (বোনা কাপড়, ঝুড়ি, বন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)।

ট

টং–(বি) মাচান; মাচানঘর; শস্য ইত্যাদি মাপিবার পাত্র। যেমন-চোল টং- Cap. T. H. Lewin 1869: A measure of rice

টডা–(বি) টুটকা

টনক–(বিণ) মজবুত; অনমনীয়।

টনটনানা – ১. (বি) টনটন করিয়া বেদনাবোধ। ২. (ক্রি) টনটন করিয়া বেদনা বোধ করা।

টপ–(বি) নাকের বা কানের ক্ষুদ্রাকার গহনা বিশেষ। তুং টাপ।

টাংটাং–(ক্রি-বিণ) জড়তাশূন্যভাবে গোপন না করিয়া বা ধৃষ্টতাপূর্ণ ভাবে (কথা বলা)।

টাংটাঙ্গ্যা–(বিণ) কড়া; ঠা-ঠা (রোদ)।

টাক–(বি) মস্তকের কেশহীনতা; বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি ফালা করিয়া পাখী তাড়াইবার যন্ত্র বিশেষ। (তাক দেখ)

(ক্রি)~টানানা–মৃত্যুকালীন উর্দ্ধশ্বাস গ্রহণ করা।

(ক্রি)~মারানা–টাকরায় জিহ্বা লাগাইয়া তীক্ষ্ণ শব্দ করা।

~টিগিনি–(বি) চূড়া বা উচ্চতম প্রান্ত।

টাক্কুয়া–(বিণ) টাকু।

টাগারা–(বি) তালু; টাকরা।

টাঙ্গোন–(বি) অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় শ্মশানে ঝুলান দীর্ঘ বস্ত্রখন্ড; Streamer. <Thanka-Tibetan word for temple banner; টাঙ্গান।

টাক–(বি) শব্দ করিয়া পাখী তাড়াইবার জন্য প্রস্তুত বাঁশের যন্ত্র বিশেষ।

টাকটাক্যা–(বিণ) কড়া (টক)।

টানাখিজা – (বি) কষ্টে সৃষ্টে পরিচালন। < টানা হেঁচড়া।

টানাখিজারা – (বি) টানা খিজা শব্দের রূপভেদ।

টান মানানা–(ক্রি) সংকুলান হওয়া। তুং টা.

টানমান – ১. (বি) ক্লেশ ২. (বিণ) ক্লেশদায়ক।

টান্দা দেনা–(ক্রি) সামাল দেওয়া; তাল মিলানো।

(সময়ের সঙ্গে কাজ, আয়ের সঙ্গে ব্যয় করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

টিংটিং–(বিণ) টানটান। পেদা টিংটিং- ভরপেট।

টিংটিঙ্যা–(বিণ) টানটান; তুং (রং)।

টিকটিগিনি–(বি) টাকটিগিনি শব্দের উচ্চারণ ভেদ।

টিগিনি–(বি) টিকি; টিকির ন্যায় বস্তু।

টিঘুত-গরানা–(ক্রি) প্রণাম করিবার ভঙ্গীতে হঠাৎ মাথা নত করা; টিপ করা; অনুমোদন জানাইবার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ানো।

টিঘুরুক-গরানা–(ক্রি) টিঘুত গরানা দেখ।

টিপটিপ্যা–(বিণ) কানায় কানায় (ভর্তি)। (অনু)

টুক–(বি) টুপি; চূড়া।

টুকটাক–(বিন) টুকরা টুকরা, আলতু ফালতু (কাজ, জিনিসপত্র ইঃ)

টুকটুগি–(বি) টিকটিকি।

টুগুর–(বি) মাগুর (মাছ)।

টুদা–(বিণ) ভগ্ন; ছিন্ন; কর্তিত; ত্রুটিপূর্ণ।

টুনটানানা/তুনতুনানা–(ক্রি) হালকা পায়ে এবং তড়িৎপদে বিচরণ বা কাজ করা।

টুনটুন্যা–(বিণ) লঘু ও ক্ষিপ্রপদ বিশিষ্ট চটপটে।

টুনানা–১. (বি) বস্ত্র বা বেত নির্মিত বস্তু ইত্যাদি মেরামত। ২. (ক্রি) ঐ মেরামত করা।

টেক–(বি) নদী প্রভৃতির বাঁক।

(বি)~কত্তা–সোজাপথ; Straight way; direct.

(বি)~কাবা–সোজাপথ।

টেক্যাপড়া–(বি) চিতাবাঘ।

টেঙা–(বি) টাকা।

(বি)~ছড়া–(বি) অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত টাকার ছড়া বা মালা

টেঙেরা–(বি) বাঁশের কঞ্চি ইত্যাদির দ্বারা নির্মিত ক্ষেতের ঘেরা। তুং (চট্ট)।

টেপ (২) – (অব্য) পানির ফোঁটা ইত্যাদি পড়ার শব্দ; শীঘ্রতাসূচক বা অব্যর্থতাসূচক শব্দ।

(ক্রি)~গরি ধরানা–চট করে ধরা।

(ক্রি)~পড়ানা–টোল পড়া।

টেবানা–(ক্রি) ফোঁটা ফোঁটা পানি ইঃ পড়া বা নির্গত হওয়া; টিপটিপ করিয়া পড়া।

টেম-টাম – (বিণ) মতভেদ; গরমিল; বিভেদজনিত ঝামেলা।

টুপ পড়ানা–(ক্রি) টোল পড়া।

টোক্যা–(বি) টুপি; টোকা।

টোন–(বি) টিন।

ঠ

ঠাং-ঠাং–(অব্য) শুকনা কাঠ, ধাতু প্রভৃতিতে আঘাতের শব্দ। (অনু)

ঠাগুর–(বি) বৌদ্ধভিক্ষু। < ঠাকুর <ঠক্কুর <তিগির (তুর্কী)। সুকুমার সেনঃ মধ্য বাংলায় সম্ভ্রমার্থে ধন্য গৃহস্থ অথবা অব্রাহ্মণ সাধুব্যক্তি বুঝায়।ব্রাহ্মণ সাধু সন্যাসীর বেলায় তখন বলিত গোসাঞি।

(ক্রি)~লড়ানা–মেজাজ খারাপ হওয়া; ঝিকুড় নড়া।

ঠক–(বি) ঠেকনা; খুঁটি।

(বি)~চেরাগ–বৈঠক (Stand) সহ নির্মিত বাতি।

ঠবাক–(বি) ঠেকনা; মাচাঘরের খাড়া খুঁটির পাশে স্থাপিত অতিরিক্ত ঠেকনা।

ঠাঝা/ঠাঝি–(বিণ) অত্যাধিক পরিমাণে; খুব করিয়া। < ঠাসা।

ঠাদারী–(বিণ) ঠাঁটারী; কাঁসারী।

ঠাদেই পড়ানা–(ক্রি) মূর্ছা যাওয়া

ঠাধার–(বি) বজ্র।

ঠিগা–(বি) নির্দিষ্ট চুক্তিতে; পাইকারী কোন হার নির্ধারিত না করিয়া Lumsum; lot হিসাবে ঠিকা। যেমন ঝাকঠিগা-দলশুদ্ধ; আদাম ঠিগা-গ্রামশুদ্ধ ইঃ।

ঠিবুরুক ঠেং–(বিণ) এক পা পঙ্গু অবস্থায় (খোঁড়াইয়া হাঁটা)। (অনু)

ঠুট্যা–(বিণ) ঠোঁটওয়ালা

(বি)~কুমোর–ঘড়িয়াল; Alligator.

(বি)~বুয়ার–ঘূর্ণী বায়ু

ঠুমকা–(বি) ঠিগা দেখ।

ঠেংকল–(বি) পায়ের প্যাঁচ; কূটকৌশল (গৌণার্থে) ফাঁদ।

ঠেং ঠেঙেই–(ক্রি-বিণ) হিড় হিড় করিয়া। (অনু)

ঠেং ব টানানা–(ক্রি) পা সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া বসা। (বি) অলসতা, নিস্পৃহা ইত্যাদির প্রকাশভঙ্গী।

ঠেক–(বি) ঠেকনা।

ঠে-খানা–(ক্রি) ঠিকভাবে মিল হওয়া; খাপ হাওয়া।

ঠেঙা–(বি) ছোট আকারের দণ্ড, লাঠি, কর্তিত চারাগাছের গোড়া; বৃহদাকার কাঁটা।

ঠেঝেরা–(বি) ঠাট্টা; বক্রোক্তি, (ঠেস দিয়া কথা বলা)।

ঠে-ঠে–(বিণ) ঠিকঠিক; যথাস্থানে; যথাসময়ে

ঠেধা–(বিণ) অবাধ্য; ধৃষ্ট

ঠেধেলাং–(বি) ঠাট্টাচ্ছলে ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার।

ঠেবরক–(বি) ঠক্কর; টক্কর; মৃদু আঘাত।

ড

ডগডক্যা–(বিণ) উজ্জ্বল (রং, আগুন প্রঃ); ডগডগে।

ডগরানা–(ক্রি) (মুখে) শব্দ করা; পশুপাখীর ডাকা।

ডগা–১. (বি) কচি বাঁশ; ২. (বিণ) কচি

ডমা–(বি) খণ্ড (সচরাচর মাছ, মাংস ইত্যাদির খণ্ড); অঙ্গের স্থানীয় স্ফীতি। তুং ডুমা (রং, রা)।

~ **কোদাল্যা**–(বিণ) কোদাল দ্বারা কোপান মাটির ন্যায় এবড়ো থেবড়ো; অমসৃণ (মাটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য); অযত্নে সম্পাদিত।

ডরখম–(বি) ভয়ভীতি। < ডর + খম (সহচর শব্দ)।

ডলা–(বি) ঢেলা; ঢিল।

ডাগকধা–(বি) প্রবচন < ডাকের বচন। (ডাকঃ বৌদ্ধদের জ্ঞানী পুরুষ)।

ডাঙর–(বিণ) বড়।

ডাঙ্গাঁপাধারে–(বিণ/বি) উন্মুক্ত স্থানে।

ডাঙ্গুঁ–(বি) মহাশয় (অপরিচিত ব্যক্তির সম্বোধনে ব্যবহৃত) তুং ডাঙরীয়া (অঘ্)।

ডাদ°–(বিণ) ডাঁট; মোটা; পুরু; শক্ত। <দৃঢ়।

ডাদি–(বি) ডাঁট; বাঁট; হাতল; ডাঁটা।

ডাব–(বি) হুঁকা < ডাব।

ডালা/দালা–(বি) ঢালু জায়গা। বন্বচ ডালা পড়ানা–বয়স ঢলিয়া পড়া; যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় পড়া

ডারি–(বিণ) ডোরা।

ডালা পড়ানা – (ক্রি)বেলা,বয়স ইত্যাদির অবশেষ হওয়া < ঢলদ পড়া।

ডালি –(বি) দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদানকৃত পশুপক্ষী

(বি)~**বাঝা**–বলি; নৈবদ্য।

ডাল্লুয়া (সাপ) –(বি) ডাইল সাপ

ডিগ–(বি) বৃক্ষ লতার কচি ডগা।

ডিয়ানা–(ক্রি) ডিঙ্গাঁন।

ডুম–(বি) জেলে; ঢুলী।

ডুমুর সুমী–(বি) অড়হরের সীম।

ডুয়া – (বি) পাখী বা পতঙ্গাঁদির ডানা। < ডানা।

ডেইয়া–(বি) ডেয়ে পিঁপড়া।

ডেগা–(বি)গরু মহিষের বাচ্চা। তুং(চট্ট)।

ডেন–(বিণ/বি) ডান; ডানে

ডেবর–(বি) বামহাতে কাজ করা ব্যক্তি; নেটা। < ডিবরিয়া (হিং)।

ডেম – (বি) শরীরের স্থানীয় কোন অংশের স্ফীতি। বলীডেম – ঘাড়ের উপরের মাংসপিন্ড; কুঁজ। তুং ডেমনা (ম)

ডেমাডেম্যা -(বিণ) প্রচুর সংখ্যক স্ফীতিযুক্ত ঘাড়ের মাংসপিন্ড।

ডেম্বল-(বি) এক প্রকার বৃহদাকার স্ফোটক। তুং দুম্বল (ম) < দমসল (আং)।

ডের ১. (বি) ডারি; Stripe; কাদাপানিতে পূর্ণ ক্ষুদ্র ডোবা;

(ক্রি)~ পড়ানা-ডোবায় গা ডুবাইয়া থাকা। (বিশেষ গরু, মহিষ ইঃ প্রানীর পানিতে গা ডুবাইয়া থাকা) Wallow.

ডেল-(বি)ডাইল ; বংশ (ডাল)।

ডোক -(বি) ডাহুক।

ঢোক-(বি) কনিষ্ঠ জনের প্রতি স্নেহবাচক সম্বোধন, প্রিয়।

ডোল-(বিণ) সুন্দর ।

ডোলেই-(ক্রি-বিণ) সুন্দর ভাবে; ভাল ভাবে।

ডোলে ডালে -(ক্রি-বিণ) ডোলেই দেখ।

ঢ

ঢক -(বি)ধরণ; গড়ন; অবস্থা; ধাঁচ।

(বি)~ ঢাক-সৌন্দর্য;

(বি)~ পাজা-সৌষ্ঠব। < ঢঙ < ঢব (হিং)।

ঢক্কর (বিণ) অসুন্দর (ব্যঙ্গার্থে)

ঢকসা -(বি) বাটির ন্যায় মৃৎপাত্র।

ঢগঢগানা-১ (ক্রি) কম্প হওয়া ; ২. নড় বড় করা (অনু)।

ঢগেঢগে-(অব্য) অনুরূপ ভাবে; সঠিক ভাবে; অভিলাস অনুযায়ী ।

ঢগেঢাগে-(বিণ) চেহারা সুরতে; সুবিধামত; সঠিক ভাবে। তুং ডাকে ডাকে (সি)।

ঢংঢঙ্গ্যা-(বিণ) ঢিলা (পোষাক প্রঃক্ষেত্রে প্রযোজ্য; প্রশস্থ (বায়ু, জল ইঃনিঃসরনের ছিদ্র পথ)।

ঢঙ্গ্যাঁ - (বি) সং; জল্লাদ। < ঢাঙ্গাঁর (O.D.B. L.)

ঢাক-(বি) পার্শ্ব।

ঢাক্যা পাধার্য্যা-(বিণ) এলোপাথারি।

ঢাগাঢাক্যা-(বিণ) পাশাপাশি।

ঢাগাসুমি-(বি) ঢেঁড়শ।

ঢাল -(বি) পুস্তক ইত্যাদির মলাট; শুকর ইত্যাদির পাশে ঢালের ন্যায় শক্ত চামড়া; ঢাল।

ঢালা–(বি) পাহাড়ী পথ; পশু যাওয়াতের পথ। পঝিম ঢাল্যা–পশ্চিম দিকে; এক ঢাল্যা - একপেশে।

ঢিগঢিঘানা–(ক্রি) জোরে কাঁপা; নড় বড় করা (ভারীবস্তু)।

ঢিঙি–(বি) ঢেঁকি।

ঢিঢিক (২)–(অব্য) কম্প হওয়া বা নড়বড় করার ভাব; থরথর কম্প।

ঢিব–(বিণ)বদ্ধ (ছিদ্রপথ, জলপ্রবাহ ইত্যাদি বদ্ধ হলে ব্যবহৃত হয়)। < ঢিবা < ছিপি।

ঢিবা–(বি) ছিপি।

ঢিবাঢিপ্যা–(বিণ) শ্বাসরুদ্ধবৎ অনুভূতি।

ঢিমাতিদা–বি) তিক্ত স্বাদযুক্ত শাক বিশেষ।

ঢিবিরানা–(ক্রি) পানিতে দাপাদাপি করা

ঢুক–(বি) ঢোঁক।

ঢুচ–(বি) ঢুঁ।

ঢুঝা–(বি) বৃক্ষাদির গোড়া; ধাক্কা; ঢুস।

ঢুলংঢালং–১.(বিণ) নেশা প্রভৃতির ঘোরে ঢুলিয়া পড়িতেছে এমন অবস্থা; ২.(ক্রি-বিণ) হেলিয়াদুলিয়া।

ঢুলি পড়ানা –(ক্রি) ঢলিয়া পড়া।

ঢেউয়া–(বিণ) কচি;নরম; নমনীয় (অপরিপক্ক বাঁশ,গাছ ইত্যাদি)।

ঢেং–১. (বিণ) দুষ্ট। ২.(বি)মাটি বা পাথরের বড় ঢেলা; চাঙর।

ঢেক–(বি) ঢেঁকুর; প্রশ্বাসের টান; পীড়ার ধমক; বৃক্ষাদির কচি ডগা।

ঢেন্ডেরা–(বি) ঢেঁটরা । < হিং)।

ঢেবঢেপ্যা–(বিণ) নরম (কাঁঠাল ইঃ পাকিয়া নরম হইলে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়)।

ঢেবন্যা–(বিণ) বদ্ধস্রোত (নদী জলাশয় ইত্যাদির বদ্ধস্রোত)।

ঢেবা– (বি) বদ্ধ জলাশয়; বৃহদাকার ডোবা।

ঢেল–(বি) ঢিলা।

ঢেলঢেল্যা–ঢিলেঢালা; নরম; Loose; flaccid.

ঢেলা–(বি) ডাল; শাখা।

ঢোঘে–(অব্য) এমনিতেই; যেহেতু। যেমন, ঢোঘে ভিজ্‌চ্যং এক্কুবারে গাধিম, এমনিতেই ভিজিয়াছি একেবারে স্নান করিব।

ত

ত–(বি) আগুনের আচঁ; তাপ ; কল্কির ছিদ্র বন্ধ করার জন্য নীচে স্থাপিত ছোট কয়লা বা মাটির টুকরা ; ঠিকরা । < তবা (হিং) ।

তঅ–(সর্ব) তোমার; তোর । (তর এর 'রস্ব উহ্য হইয়াছে) ।

তঅ–(অব্য) তবু; তবুও ।

ত্–সপ্তমী বিভক্তি । যেমন– ঘরত =ঘরে ।

তং–(বি) বাঁশের কোড় বা তরকারীর ডিগ ছাড়া বাকী অংশ ।

তক কাড়ানা/তিক কাড়ানা–(অব্য) সম্বর প্রঃ প্রানীর বিশেষ ধরনের তীক্ষ্ণ চীৎকার ।

তকঝক – (বিণ) হেরফের; এক কথার স্থলে অন্য কথা বা এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় রাখাতে কাজের গোলমাল । < তঞ্চক ।

তকতক্যা –(বিণ) চটপটে ।

তকতগানা–(ক্রি) ব্যস্ত ভাবে ক্ষণে এক কাজ ক্ষণে অন্য কাজ করা বা এখানে সেখানে যাতায়াত খোঁজাখুজি করা ইঃ ।

তগত–(বি-বিণ) তৎক্ষনাৎ

তগত তগত / তগরক তগরক – (অব্য) বারবার । তগত তগত টগায় – বার বার খোঁজে ।

তগানা–(ক্রি) অন্বেষণ করা । তুং টুকানো (ম. ঢা.) ।

তগাতগী–(বি) খোঁজাখুঁজি । তুং তুকাতুকী (সি) ।

তচ্–কোন. কিছু ভাঙা , কাটা, পতন ইত্যাদির মৃদু শব্দ ।

তচ তচ–(অব্য) শীঘ্রতাবাচক শব্দ; টকটক ।

তচ্ছ নচ্ছ–(বিণ) তছনছ ।

তছ্যা –(বি) বিরক্তি; জ্বালাতন তুং তসতিয়া = কষ্ট(সি); তবিশ্শ্যা = কষ্ট (রা) ।

তড়াতাঙরি–(ক্রি-বিণ) তাড়াতাড়ি ।

তত্‌কা–(বিণ) তৎক্ষনাৎ কার্যকরী (ঔষধ ইঃ) ।

তদকতদক গরানা–(ক্রি) তকতগানা দেখ ।

তদা–(বি) গলা, < টুঁটি । < টেঁটুয়া (হিং) ।

তদীনদী– (বি) শঠতা; মিথ্যাচার ।

তপ্পে–(বিণ/বি) দফে

তপ্পে তপ্পে – ১ (বি) জনে জনে; ২. (বি-বিণ) বারে বারে; কিস্তিতে কিস্তিতে

তবনা–(বি) তপস্যা ।

তবা–(বি) ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র । <হিং ।

তব্বতাব্ব –(বিণ) হতভম্ব; বিমূঢ় । < স্তব্দ । তুং তব্বো মরো (পা) ।

তভা–(বিণ) নির্দিষ্ট দল, যেমন– তভা পূরা।
(বি)~সাপ –ডাইল সাপ। সাপ।
তরম্ব–(সর্ব) তোমার।
তরকে – (বি) সুযোগে; (বিণ) তক্কে দক্কে < তরীক =পথ (আং)।
তরবুয়া–(বি) স্থলপথে; পদব্রজে। তুং তরে (সি)।
তরানা – (ক্রি) ত্রাণ লাভ করা; পার করা
তরুনা–(বিণ) সতেজ সবুজ (ফলমূল। গাছ পালা ইঃ)
তজ্জা–(বি) ছেঁচা বাঁশ।
তলবিজ–(বি) বিচার বিবেচনা। <তাজাবিজ (আং)।
তলানা–(ক্রি) তৌল করা।
তলোই–(বি) বাঁশের বেত নির্মিত বৃহদায়তন চাতাই। তুং (রং)।
তাম্ব(সর্ব) তাহার; তার। (তার এর 'রম্ব উহ্য তৃইয়াছে)।
তাক –(বি) তাগ; টিপ
(বিণ)~তাক্যা–রাগী স্বভাব বিশিষ্ট; ঝগড়াটে; অল্পেই কামড় দেয় এমন (কুকুর মাছ ইঃ)।
(ক্রি)~তাগানা – আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে ঘন ঘন শূন্যে কামড় দেওয়া Snapping within air. কবালতাকতাগানা – ব্যথায় কপাল টনটন করা।

তাকতুক–(বিণ) তক্কে তক্কে (থাকা); প্রস্তুতি (লওয়া)।
তাক্কেত–(বি) নাভি কুন্ডস্থ নাড়ী বিশেষ; উদরের শূল বেদনা (Colic)
তাখ্যা–(বি) গুল্মরোগ; শস্য ক্ষেতের উপর খড়, বিচালি ইত্যাদির আচ্ছাদন।
তাগত/তাবত–(অব্য) পর্যন্ত; যাবত; নাগাদ; তাবৎ; অবধি।
~তাগত গরানা–(ক্রি) ব্যথায় দপদপ করা।
তাগল –(বি) দা। তুং টাকল (সি)।
তাগলক–(বি) পানি এবং অন্যান্য বস্তু উপর হইতে নীচে প্রবাহিত করার জন্য বা নামাইবার জন্য Groove বিশিষ্ট বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি নিমিত যন্ত্র।
তাগা উড়ানা–(ক্রি) ছোঁ মারিয়া কামড় দেওয়া; ছোবল মারা; এ ভাবে আক্রমণের চেষ্টা করা। < তাক।
তাগাতাগি – (বি) কাড়াকাড়ি।
তাগারেই – (বি) যালার ন্যায় বড় পাত্র। < তাগাড় (ফা)।
তাঘত–(অব্য) আকস্মিকতা বা শীঘ্রতাবাচক শব্দ।
~তাঘত–(অব্য) দপদপ (ফোঁড়া বা কোন ক্ষত স্থানে যন্ত্রনা বা মাথা ব্যথা ইঃ); ঘনঘন।

তাঘা–(বি) সীম জাতীয় শুষ্ক ফলের কপাটি; শুঁটি। ঘচ্যা তাঘা

তাঙবাড়া–(বি) সীমার বাহিরে

তাঙরানা–(ক্রি) সময় করিতে পারা; যথা সময়ে কাজ ইঃসম্পন্ন করিতে পারা। তুং গঙরান (কুম) (ম. বাং)

তাঙুরানা–(ক্রি) কোঁচ কাইয়া যাওয়া; খিঁচুনি হওয়া।

তাচ-তাচ–(বিণ)–সপ্রতিভ ভাবে (কথা বলা); অকপটে (প্রকাশকরা)।

তাচ্ছি-চাম–(বি) বয়ন কালে তাঁতকে টান করিয়া রাখার জন্য ব্যবহৃত কোমর সংলগ্ন পশুচর্ম।

তাজ্জুড় – (বি) বাহুতে পড়ার জন্য বালা। < তাড়+জুড়।

তাড়া–(বি) গুচ্ছ; আঁটি। <তাড় (সং)।

তাত–(বি) গাছ পালার দীর্ঘমূল, লতা, সূতা ইঃ। < তন্তু।

তাত্যা–(বিণ) তপ্ত; শক্ত আঠার ন্যায়।

তাদাক তাদাক গরানা–(ক্রি) তাকতাগানা দেখ।

তাদাল–(বিণ) রাগী; বদমেজাজী; তাঁতা।

তানঝাং –(বি) খাড়া পাথুরে পাড়।

তাপসাল–(বি) ঘরে আগুন জ্বালাইবার জন্য মাটি দিয়া বেদীর ন্যায় প্রস্ততি নীচু মঞ্চ। < তাপ +শাল।

তাপ্লোন সাল–(বি) তাপসাল দেখ।

তাব–(বি–বিণ) অধীনে; প্রভাবে। < তাবে (আং)।

তাবস্যাং–(বিণ) সাময়িক ; আপাতত; For the time- being. < তাবৎ +সম।

তাবা–(বি) তৈল ব্যতীত ঝোল এবং আনুসঙ্গিঁক জিনিসাদি সহ রন্ধনের প্রক্রিয়াবিশেষ; ঐনিমিত্ত প্রস্তুত ঝোল। < তাপ +আ।

তাম–(বি) কাজু বাদাম; Cashew nut.

তামালাক –(বি) লঘু হাস্য পরিহাস; রঙ্গঁরস; ছেনালীপনা; (বিণ) এই প্রকার স্বভাব বিশিষ্ট (স্ত্রীলোক); ধামালী ; flirt.

তামুলুক – (বি) শৌচকার্যে ব্যবহৃত বদনা। (সাদৃশ্যার্থে।) তুং তামাত্ত (রং)। < তাম্রপাত্র।

তাম্বি –(বি) তাগিদ। < তনবি (আং)।

তাম্মুয়া বাচ–(বি) বয়ন কার্যে ব্যবহৃত বিশেষ বংশ খন্ড

তারা জাঙাল–(বি) ছায়াপথ।

তারা জামেই–(বি) উল্কা

তারাবাজি–(বি) ফুলঝুড়ি; তুবড়ি।

তারাম–(বি) বয়ন কালে বস্ত্রের প্রস্থ ঠিক রাখার জন্য ব্যবহৃত কঞ্চি।

তারুম –(বি) ঘন বন। < দ্রুম (?)

তারেং – (বি) শিলাময় খাড়া পর্বত গাত্র <তেরাং(ত্রিং) <ত্লাং(কুকীশব্দ)।

তালাবি–(বি) দেখাশোনা ।<তলাফি (আং)।

তালিক – (বি) ঔষধের Formula, বিধান। < তালিকা (অর্থ প্র.)

তালিমালি–(বি) গোলমাল; বিবাদ; বিশৃঙ্খলা; দুষ্টামি; শঠতা; টালবাহানা। তুং তেরীমেরী (হিং); তালমাল (চট্ট) ।

তাল্লুয়া–(বি) তালু; মাথার চাঁদি। তিক তিগানা –(ক্রি) দ্রুত ও প্রবল ভাবে কম্পিত হওয়া বা সঞ্চালন করা; লিকলিক করা (অনু)।

তিঙুর–(বি) বেতের ঝুড়ি, কঞ্চির বেড়া ইঃ বুননের শেষ প্রান্ত দৃঢ় ভাবে সংবদ্ধ করিয়া রাখার জন্য অতিরিক্ত বেত বা কঞ্চির বুনন।

তিত্তোলগুলা–(বি) সবজী ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত এক জাতীয় তিক্ত স্বাদের বন্য লতার ফল

তিদাগুলা–(বি) উচ্ছে বা করলা।

তিদিক তিদিক–(ক্রি বিণ) টো টো (বেড়ান), লিকলিক (সঞ্চালন করা)।

তিদিরিক (২)–(ক্রি-বিণ) তিদিক তিদিক দেখ ।

তিদিরি – (বিণ) ঈষৎ তিক্তাস্বাদযুক্ত।

তিধিথিয়োক /তিধিপেক–(বি) টিট্টিভ

তিধি শিয়াল – (বি) বিশেষ জাতীয় শিয়াল।

তিন গুথি–(বি) (গালি বিশেষ। < তিন + গুথি (গোষ্ঠী)

তিন চিদোর–(বিণ) চিৎপাত।

তিন জুরী–(বি) দেহকাণ্ড ও নিম্নাঙ্গের সংযোগস্থল; গুহ্যদ্বারের চারি পার্শ্বস্থ স্থান; (আভিধানিক অর্থে তিনটি নালা বা ravine এর মিলনস্থল।

তিনসিরা–(বি) আভিধানিক অর্থে ত্রিশির; আলঙ্কারিক অর্থে অতিবৃদ্ধ।

তিনাং–(বি) হরিণ, সম্বর ইত্যাদির লাফালাফি; নাচাকুঁদা। তুং তরঙ্গঁনে হরিনার খুর (চর্যাপদ)।

তিনাংফালাং–(বি) তিনাং দেখ।

তিন্নুয়া পীড়া–(বি) শ্বাসরোধ রোগ বিশেষ।

তিবিরাংগুই–(বি) গোসাপের ন্যায় এক জাতীয় গিরগিটি।

তিয়ানা –(ক্রি) সূতায় মাড় লাগাইয়া ব্রাশ প্রঃ দ্বারা আঁচড়াইয়া মসৃণ করা।

তিরতিরানা–(ক্রি) জিহবায় মৃদু কম্পনের অনুভূতি বা ঝিন-ঝিনে অনুভূতি।

তিরাস –(বি) তৃষ্ণা।

তিরীছ –(বি) বন্ধন রজ্জু হিসাবে ব্যবহারের জন্য ফালা করা মোটা ও দীর্ঘ বেত !

তুঅ-(অব্য) তবুও ।

তুই তঙ্কার – (বি)ঝামেলা; বিবাদ। তুং (পা)।

তুক্কো (২)-(বি) শিশুদের খেলা বন্ধ করা বা বন্ধ রাখার সঙ্কেত ধ্বনি। তুং তোক্‌ক (চেট্ট)।

তু খানা-(বি) দুই বা ততোধিক বিষয়, অবস্থা বা কারণের একত্র সংযোগ।

তুগুন (বি) গৃহশীর্ষ; পর্বত শীর্ষ। < তুঙ্গঁ।

তুঘুত (২)- (ক্রি-বিণ) মৃদুভাবে ঘনঘন বারবার ঠোকরান, টোকা দেওয়া, স্পন্দন ইত্যাদির ভাব। তুচ্-(অব্য) সূতা ইঃ ছেঁড়ার শব্দ।

তুজ্জ-(বিণ) কুচি; টুকরা ছিবড়া; কুটিকুটি।

তুজ্জা-(বিণ) তুজ্জ শব্দের উচ্চারণভেদ।

তুড়-(বি) বেগ; তেজ; ঝাঁজ। < তোড়।

তুদুক তুক – (অব্য) মৃদু ঠকঠক শব্দ। (বি) 'ধুধুকস্ব নামক বাদ্যযন্ত্রের তাল।

তুক্রুংতাক্রুং – (বিণ) খুঁটিনাটি (কাজ, জিনিসপত্র ইঃ)।

তুদ্দি-(বি) স্তুতি; কাকুতি।

তুদুর তুদুর -(বিণ) লঘু এবং ক্ষিপ্রপদে। <এস্ত।

তুধিং -(বি) কালো রঙের একজাতীয় ক্ষুদ্রকায় পাখী বিশেষ (সচরাচর শিলাময় পার্বত্য নদী বা ঝর্ণার তীরে বাস করে।

তুনতুনানা /তুনুংতানাং গরানা-(বি) কোন বিষয়ে সন্দেহ, আশঙ্কা, বিস্মৃতি ইঃজনিত উদ্বেগ ও মানসিক অস্বস্তি।

তুপ্পা-(বি) স্তুপ; ঢিবি; ছোটটিলা।

তুবি-(বি) A small tobacco pipe.

তুভাল – (বি) ঢেউ। তুং তাফাল ঢেউ (কুম)

তুম – (বি) সূতার গোলা।

(বি)~বাচ – সুবাস।

তুমি – (সর্ব) তোমরা; আপনি (সম্ভ্রমার্থে বহুবচন)।

তুমব্রুখারা-(বি) মন্ত্র শক্তির সাহায্যে প্রতিযোগীতা মূলক খেলা।

তুয়াঙ্গর-(বিণ) ধনী। < (ফা)।

তুরতুরানা-(ক্রি) লঘু এবং ক্ষিপ্রপদে ইতস্ততঃ বিচরণ।

তুরিংপুক-(বি) সবুজ রঙের এক প্রকার কীট; Caterpillar

তুরিংলুদি -(বি) এক জাতীয় বন্যলতা।

তুরুতুরু -(অব্য) বাঁশির শব্দ। (অনু)।

তুরুংতুরুং-(অব্য) টঙ্কার বা অনুরুপ ধ্বনি

তুলপুল-(বিণ) ঘর্মসিক্ত।

তুলাফোর -(বি) পক্ষী শাবক ইত্যাদির তুলতুলে পালক।

তুলী-(বি) ঘরের চালের সর্বোচ্চ প্রান্ত।

তুস –(বি) স্তূপ; তুষ (?) তুং তঝ = স্তূপ(সি.)।

তে–(সর্ব) -সে।

তেক তেগানা–(ক্রি) কাঠ বিড়ালী প্রভৃতির অবিরাম সতর্কধ্বনি। (অণু)।

তেগর্য্যা–(বি-বিণ) সর্বদা < ত্রি প্রহর

তেগাঠ্যা–(বি) ভার রাখা বা ঠেকনা দেওয়ার জন্য তে কাঠা; আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা তিনটি দন্ড। তেগানা – (ক্রি) কুলা ইত্যাদির সাহায্যে শস্যাদির মোটা দানা হইতে মিহি দানা পৃথককরণ।

তেগেন–(বি) ঘরের কড়িকাঠ।

তেঘা–(বিণ) বুদ্ধিরহিত;

মাট্যাতেঘা এক জাতীয় বোলতা।

তেঙতেঙেরী – (বি) Dragonfly; গঙ্গাঁফড়িং।

তেঙেঝাং – (বি) দোলনার ঘনঘন আন্দোলনের প্রক্রিয়া বিশেষ।

তেঙেরা যানা –(ক্রি) অত্যাধিক বেদনা, শোক, ক্রোধ ইত্যাদির ফলে আক্ষেপসহ মূর্ছা; ঐভাবে মূর্ছা যাওয়া।

তেঙেরা – (বি) বাঁশের কঞ্চি ইত্যাদির সাহায্যে ঘেরা; Fence.

তেজা (বঝর)–(বি) গত বৎসরের আগের বৎসর।

তে-তা–(বি) পাখী প্রভৃতির কলরব; পরস্পর বাক্যালাপ জনিত কলরব; সলা পরামর্শ।

তেদের তেদের –(অব্য) মৃদু এবং পানি বা বৃষ্টি পতনের ধ্বনি; টিপটিপ।

তেধোই–(বি) তেঁতুল।

তেনজং– ১ (বিণ) তেরছা; ঈষৎ মোচড়ান; Warped. ২. (বি) দীর্ঘ দন্ডযুক্ত বাটালির ন্যায় একপ্রকার হাতিয়ার (সচরাচর নৌকা প্রস্তুত কালে ব্যবহৃত)।

(বিণ)~ ক্ষেনজং–বাঁকা চোরা।

তেনতেনানা / তেনেন তেনেন গরানা– ১.(বি) ক্রমাগত বিরক্তিকর আবদার, অনুযোগ ইঃ। ২.(ক্রি) ঐ সব করা।

তেনমাং –(বি) সলাপরামর্শ। < মঘী।

তেনা–(বি) ন্যাকড়া।

(বিণ)~ পগরা পোকায় খাওয়া (ফলমূল)

তেনানা–(বি) জল বা জলীয় হাওয়ার সংস্পর্শে ভিজা ভিজা হওয়া।

তেনেং(২) –(অব্য) ধাতুপাত্র ইত্যাদিতে ঠনঠন শব্দ।

তেন্দাদেনা–(ক্রি) অঙ্কুরিত হওয়া।

তেনেয়্যা–(বিণ) ভিজাভিজা।

তেন্যা–(বি) কৌপীন; নেংটি। < তেনা।

তেবত ধরানা–(ক্রি) খপ করিয়া ধরা ইঃ।

তেবর্য্যা – (বি-বিণ) তেগয্যা শব্দের উচ্চারনভেদ।

তেরবেতের/তেরবের – (বিণ) কাজ, কথা ইত্যাদির হেরফের।

তেরা–(বি) মাছ ধরার বংশনির্মিত ফাঁদবিশেষ।

তেলকাজারা–(বিণ) শ্যামলা (গায়ের রঙের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

তেল তেল – ১.(বিণ) অতি সাবধানে এবং লঘুহস্তে, যেন না ভাঙে বা না ছিঁড়ে এমন ভাবে কাজ করার ভাব। ২.(বি) শিশুদের খাওয়ার কালে মুঠিতে ভাত ইঃ পিন্ড করার প্রক্রিয়া।

তেলতেল্যা–(বিণ) তেলতেলে; পরিপাটি; পরিচ্ছন্ন।

তেলি ভিরাচ–(বি) এক প্রকার পাখী।

তেলোদি–(বি) কুঁচকি ।

তেলোন– (বি) হাঁড়ি । < তেলাবনী (প্রা. বাং)

তেল্যাপুক – (বি) তেলাপোকা।

তেহ্– (অব্য) তবে; তারপর।

তৈ–(অব্য) তেহ্ দেখ ।

তোই–(অব্য) জোর (Emphasis) প্রকাশ করার জন্য ক্রিয়াপদের শেষে ব্যবহৃত কথার মাত্রা বিশেষ। যেমন–যার তোই–যাচ্ছে গিয়া। (লোই এর বিকল্পে ব্যবহৃত)।

তোন –(বি) তরকারী ।

(বি)~পাত –তরীতরকারী।

তোদেক –(বি) তোতাপাখী ।

ত্যন–(বি) তোন শব্দের উচ্চারণভেদ।

ত্যায়/দ্যায় – (অব্য) নিমিত্তার্থে, হেতুর্থে ব্যবহৃত বিভক্তি স্থানীয় অব্যয় শব্দ। তরে, জন্য, হেতু ইঃ অর্থে ব্যবহৃত। যেমন –যেবারত্যায়–যাইবার জন্য।

থ

থ–(বি) প্রসারিত অবস্থায় বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রান্ত হইতে তর্জনীর প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য।

(বি) ~বনা–বস্ত্রাদির প্রান্তে ঝালরের ন্যায় রক্ষিত সূতার গ্রন্থি বিশেষ।

থক –(বি) থই।

থদরভদর – (বিণ) স্তম্ভিত; ভ্যাবাচ্যাকা; থতমত।

থুদুরুভুদুরু–(বিণ) কোঁকড়ান (অগ্নিদগ্ধ জিনিস, রোগাক্রান্ত গাছের ডগা বা পাতা ইঃ)।

থদবধ–(বিণ) থদর ভদর দেখ।

থধানা –(ক্রি) তোতলান; Falter in speaking.

থনং থনং–(ক্রি-বিণ) সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভাবে (হাঁটা)।

থনা–১.(ক্রি) রাখা।

(ক্রি)~বদানা–জমাট বাঁধা; Coagulate.

ভাতের গাঢ় ফেন, জমাট রক্ত ইত্যাদির ন্যায় বস্তু।

থবা–(বিণ) জড়সড়; দুমড়ান ঈষৎ আনত (দেহ); জবুথবু।

থম–(বি) খুঁটি; স্তম্ভ।

থম্বকগাত–(বি) গর্ত বিশেষ।

থর–(বি) স্থর; আশ্রয়স্থল। < স্থল।

থরানা–(ক্রি) ভর ধারণ করা; সহ্য করা।

থল–(বিন) স্থল; সমতল; নীচু। পিঠ থল–আঘাতের ফলে বা আঘাত নিবারনের জন্য পিঠ ভিতর দিকে বাঁকানো।

থলী–থল দেখ ।

থাউইয়া /থাগোইয়া –(বিণ) ধনী।

থাগা–(বি) মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক; দায়ক < থাকা+উয়া +ইয়া।

থাগারা–(বিণ) মোটা এবং শক্ত।

থাজ–(বি) তৃষ্ণা।

থাদিদার–(বিণ) অপরাধ কর্মে সাহায্যকারী; চোরাই মাল ইঃ যে গচ্ছিত রাখে;

থাদেই পড়ানা–(ক্রি) মূর্ছিত হইয়া পড়া;

থাদেই ফেলানা–(ক্রি) মূর্ছাহত করা; Stun

থান মানা–(বি) স্থাপত্য পূজা। < স্থান + মানা।

থান তিলাং তাং - (বিণ) চিৎপটাং।

থানা–(ক্রি) থাকা ।

থানে থানে –(বি) অঙ্গের অখন্ডিত প্রধান প্রধান অংশে যথা হাত পা ইঃ অংশে।

থাপ্পি–(বি) চাপড়; হাতের চেটো দ্বারা মৃদু আঘাত।

তাবারা – ১ (ক্রি) চাপড়, থাবা ইঃ মারা; ২. (বি) হাতের চেটো দ্বারা জোরে আঘাত।

থাম–(বি) স্তম্ভ।

থামাংটং–(বি) পূজার নিমিত্ত ভাতের স্তুপ; অন্নকূট < থমং (ভাত) +টং (পাহাড়)। (মঘী)।

থালি–(বি) বীজ বপনের জন্য প্রস্তুত থলির ন্যায় গোলাকার ক্ষেত্র। থিংথিং- (বিণ) পরস্পরের বিপরীতে সমান টান বা চাপের ফলে স্থির অবস্থা।

থিদা–(বি) স্থিতি; স্থায়ী; স্থির ।

থিদির থাদার – (বিণ) টলমলে; দুর্বলতা, অনভ্যাস মত্ততা ইত্রাদির ফলে অস্থির বা টলমলে (পদক্ষেপ ইঃ)।

থিয়ানা – (ক্রি) দাঁড়ানো। < স্থিত

থুগুরি–(বি) থুঁতনি। তুং থুতরী (অস)

থুৎ/ধুৎ – (অব্য) বিরক্তি, নিন্দা, লজ্জ। অসমম্মতি ইঃপ্রকাশক শব্দ; ধ্যাৎ। এটি ধুৎ রূপেও ব্যবহৃত।

থুন/খুন – (অব্য) ৫মী বিভক্তি স্থানীয় অব্যয়। হইতে, চেয়ে, নিকট, অপেক্ষা ইঃ অর্থে ব্যবহৃত। পূর্ববতী 'রম্ব+থুন= খুন। যেমন গাঝর + থুন=গাঝ খুন (গাছ হইতে) তুং থন (প্রা বাং) < স্নানাৎ অথবা হন্তে।

থুনি–(বি) খুঁটি; থাম। < স্থুন (সং)
থুপ –(বি) থোপ; থোকা; গুচ্ছ।
থুপ্পি–(বি) থুপ দেখ।
থুবা–(বি) থুপ দেখ।
থুবানা–(ক্রি) স্তূপীকৃত করা; জড় করা। তুং থুপ (অস)।
থুম – ১. (বি) শেষ; প্রান্ত। < তুম (মঘী)। ২. (অব্য) বিস্ফোরণের শব্দ।
থুম্বক–(বি) ছোট বাঁশের নল দ্বারা প্রস্তুত শিশুদের Pop gun জাতীয় খেলনা বিশেষ।
থুর –১. (বি) থোড়; হৃদপিন্ড (সাদৃশ্যার্থে) তুং থোড় = কলাফুন (অস্) হাদ থুর – কবজি হইতে কনুই পর্যন্ত হাতের অংশ।
২. (অব্য) থুৎকার ধ্বনি। থুরচুমা-(বি) বস্ত্র বয়নের কাজে ব্যবহৃত বাঁশের চোঙায় প্রস্তুত মাকু। <তুরী।
থেগানা–(ক্রি) থামা; স্থগিত হওয়া (বৃষ্টি, রোগ প্রঃ স্থগিত হওয়া)।
থেনথেনি–(বি) শ্লেষ্মার ন্যায় থলথলে গাঢ় আঠাল পদার্থ (গাছের গঁদ প্রঃ)
থেবত – ১. (বি) চোখের পলক; নিমেষ পাত। ২. (অব্য) হঠাৎ। (অনু)।
থেরা–(বিণ) স্থবির (বুড়ার সহচর শব্দ। যেমন বুড়া-থেরা)।
থো-থো- (বিণ) উৎসুক, উদগ্রীব জনতার সমাবেশ।

দ

দ–(অব্য) প্রশ্ন, বিস্ময়, সন্দেহ, নিশ্চয়তা জোর প্রকাশ ইঃ বিবিধ অর্থবোধক অব্যয় শব্দ। তুং ত, তো।
দক- ১. (বিণ) উগ্র; কড়া (তামাক, লঙ্কা ইঃ)। ২. (বিণ) তেজ; ঝাঁজ। তলথ (ফা.)
দগচ–(বি) দোয়াত।
দগদিখানা–(ক্রি) বাছ বিচার না করিয়া খাওয়া। < (ঢাক্কা (দ্রাবিড়?)।
দগরা–(ক্রি) বাজানা। < (হিং)
দগুলা খেড়/দওলাখেড়ু–(বি) দুর্বা ঘাস। তুং দুওলোঘাস (খু); দুফ্‌লা (সি); দুগলা (ব)। দুবলা (ম)।
দঘনা–(অব্য) 'ফলনাস্ব শব্দের সহচর শব্দ। যেমন ফলনা দঘনা-অমুক তমুক।
দগরেই (২) কনা– (ক্রি) বারংবার জোর দিয়া উপদেশ, আদেশ ইঃ দেওয়া।
দঙানা–১. (ক্রি) দমন করা; ২. (বি) পশুকে শিক্ষাদান।
দজক–(বি) সাংঘাতিক ভাবে নোংরা বা এলোমেলো অবস্থা; নরক। <দোজখ (ফা)।
দজন– (বি) স্বামী-স্ত্রীর বিবাহের অদৃষ্টবন্ধন।
দজামরা–(বিণ) অসম্পূর্ণ (খাওয়া)।

দঝর – (বি) পথ, নদী, নালা ইত্যাদির সঙ্গমস্থল। < দুসরা (হিং)।

দঝা–(বি) দশা; বিপদ।

দঝানা–(ক্রি) বিপদপাৎ করা।

দঝা পাগানা–(ক্রি) বিপদ ঘনীভূত হওয়া।

দড়ি দড়ি – (বিণ) আঁশযুক্ত; শক্ত ও পেশীবহুল (দেহ)। দড়–(বিণ) দৃঢ়।

দড়°মড়°–(বিণ) শক্তমক্ত।

দথ্যা–(বিণ) খুব; অত্যন্ত; প্রকৃত।

(ক্রি) ~গরি–খুব করিয়া। যেমন, দথ্যা গরি মায্যে-খুব করিয়া মারিয়াছে।

দনা – (বি) দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ন সমতল স্থান। < দ্রোনী।

দবসব/দবেসবে – (বিণ-বি) সহজে; একটুতে; সামান্য চেষ্টায়; সামান্য কারণেই (নেতিবাচক বাক্যে ব্যবহৃত)।

দভা–(বি) হাতা; সাপের ফনা। < দর্বি।

(বি)~কাধি–হাতা; Ladle; চাবিকাঠি।

দমকা–(বি) শরীরের কোন স্থানে ফুলিয়া পাকিয়া যাওয়া রোগ বিশেষ।

(বিণ)~ দমকি–প্রবল ভাবে (আগুনের জ্বাল, কাজ প্রঃ)।

দমদমা–(বি) চাঁচাড়ি নির্মিত আচ্ছাদন; ছাদ (Ceiling); মাটির নীচে জল বা তরল কাদাযুক্ত তলতলে জমি; জলাভূমি।

দমানা – (ক্রি) ধমকান; শাস্তিদান বা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সাক্ষাতে বা অবিদ্যমানে তম্বি করা।

দয়া–(বি) স্নেহ; ভালবাসা।

দর–(বি) দীর্ঘদিন স্থায়ী বৃষ্টি।

দরত্–(বিণ) দুমড়ান। ~মরত–দরত্ দেখ।

দরব–(বি) দ্রব্য।

দল – (বি) একজাতীয় জলজ ঘাস। (ক্রি)~পড়ানা–দাবিয়া যাওয়া।

দলং–(বি) বেতের বড় ঝুড়ি বিশেষ।

দলকদেনা–(ক্রি) শিশুদের দাঁড়ানো; ঐ বিষয়ে প্রারম্ভিক চেষ্টা বা শিক্ষা।

দলা–১. (ক্রি) ডলা; ২. (বি) ঢিল; পিন্ড; পুঞ্জ; ৩. (বিণ) বহু ; দলবদ্ধ।

(ক্রি)~ গরানা–ডেলা পাকানো।

(ক্রি) ~ মারানা–ঢিল ছোঁড়া।

(ক্রি) ~হম্বনা–দলবদ্ধ হওয়া।

দলাদল্যা –(বিণ) বহু লোক বা বস্তুর ভিড়।

দলাক্ষঝা–(বিণ) তালগোল পাকানো, কোঁচকানো; মুড়িয়া পিণ্ডাকার করা অবস্থা; দলামোচড়া।

দলী–(বি) যাত্রাদল; যাত্রাদলের সদস্য।

দস্তুরী–(বিণ) দস্তুর মত। < ফা

দাম্ব–(বি) দাদা।

দাংদাঙেই জ্বলানা–(ক্রি) দাউদাউ করিয়া জ্বলা।

দাংদাঙ্যা–(বিণ) বৃক্ষলতাশূন্য ছায়াবিহীন উন্মুক্ত (স্থানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)।

(বি)~ রোদ– ঠা-ঠা রোদ।

দাগাবগা–(বিণ) বিভিন্ন দাগ বা বর্ণযুক্ত; বিভিন্ন স্থানে রঙের পোঁচযুক্ত; টেরাবাঁকা; এখানে সেখানে বিভিন্ন খণ্ডে কাটা (চুল, জঙ্গল ইঃ); অসুন্দর; অসম্পূর্ণ (কাজ ইঃ)। < দাগ+ বাঁকা।

দাঘি–১. সম্ভ্রমাত্মক বহু বচনের প্রত্যয় শব্দ। ২. (বি) দল; গোত্র; পক্ষ।

দাঘির=প্রত্যয়বিশেষ; দাঘি+সম্বন্ধ পদের চিহ্ন'রন্ব=দের।

দাঙা–(বি) বনের শুকনা ঝোপঝাড়ের আগুন; খড়কুটার সাহায্যে ক্রম প্রসারণশীল আগুন।

(ক্রি)~ হাদানা–ঐ ধরণের আগুন প্রসারিত হওয়া।

(ক্রি)~ কাজানা–আগুন প্রসারিত হইতে না পারার জন্য ঝোপঝাড় ইঃ পরিষ্কার করা।

দাড়া দেনা–(ক্রি) দাঁড় হওয়া; প্রতিরোধের জন্য দাঁড়ান।

দাতদাত–(বিণ) মোটা দানাযুক্ত; কর্কশ।

দাধা–(বি) দাদা।

দাধোই–(বি) দাঁতের মাড়িফোলা রোগ বিশেষ।

দানা–(বি) সৌভাগ্য বা অদৃষ্টবশে প্রাপ্তিযোগ < পাশা ইত্যাদির 'দানন্ব (এক্ষেত্রে অর্থ প্র)।

দাপ–(বি) পাহাড়ের ঢাল। একদাপ্যা- সমান ভাবে ঢালু। দাবড় খানা–(ক্রি) ধাক্কা খাওয়া। < দাবড়ান।

দাবানা–(বি) উরু। তুং দাপনা (খু, ব, কু)

দাবি–(বি) থাবড়া; তিরস্কার। তুং ডাবি (অস্)। < দাবড়ি।

দাভা–(বি) বরপক্ষ হইতে কন্যাপক্ষকে দেয় অর্থ; কন্যাপণ। তুং দাবীদাওয়া < দাওয়া = সত্ত্ব

দাম–(বি) শরীরে বিশেষতঃ উদরে চর্বির স্তর; শেওলা বা অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের পুরু জমাট বাঁধা স্তর।

দামালাক ১. (বিণ) মেদ বহুল। ২. (বি) চেপ্টা ও পুরু চাঙার।

দায়খাম মারা–(বিণ) গ্যারান্টিযুক্ত; নিশ্চয়তা প্রদত্ত।

দায়খাম মারানা/ দায়মারা–(ক্রি) গ্যারান্টি দেওয়া।

দারখা –(বি) দুর্গতি। যেমন– বাগধারাঃ আরখাথুন দারখা-দুর্গতির উপর দুর্গতি।

দারবুয়া–(বি) লাকড়ি। তুং দার (ফ, খু,), দারকুটো (য); দারবা (নো) < দারু।

দারিত–(বিণ)দুরন্ত; দুষ্ট; অপয়া।

দারু–(বি) ঔষধ। তুং দারু (সি)। < দারু (ফা)। (অর্থ .প্র.)

দালগজা/দালগাছ–(বি) লঙ্কা প্রঃ পিষিবার জন্য কাষ্ঠ নির্মিত মুষল; পেষণদণ্ড।

দি–(অব্য) দিয়া; বিভক্তি বিশেষ; একবচনে তৃতীয়া বিভক্তি।

(ক্রি)~পাধানা–পাঠাইয়া দেওয়া।

দিওর–(বি) দেবর।

দিক পড়ানা–(ক্রি) খাদ্য দ্রব্যের প্রতি অন্যের লোলুপ দৃষ্টির ফলে আহারে অরুচি ও ঘৃণা জন্মান; দৃষ্টি পড়া।

দিকবন গরানা–(ক্রি) কোন দিকে কারর গমন বন্ধ করা।

দিক ফেলানা–(ক্রি) খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পূর্বে কিছু খাদ্য ছুড়িয়া ফেলা।

দিঘলী–১. (বিণ) দৈর্ঘ্য বরাবর। যেমন– পথ দিঘলী < পথের দৈর্ঘ্য বরাবর বা পথ বরাবর। ২. (বি) দৈঘ্যের দিক;

(ক্রি)~দেনা–গবাদি পশুকে খুঁটির চারিপাশে চরিয়া খাইবার জন্য দীর্ঘ রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখা। তুং দিগেড়ি (খু,য.); দিগরা (সি)।

দিঙিরা–(বি) শস্যাদি রাখার জন্য বৃহদাকার বেতের ঝুড়ি।

দিচকাবুলা–(বিণ) দিশাহারা। < দিশ।

দিচকূল – (বি) দিক এবং কূল; দিশা। < দিশ।

দিচমিচ–(বি) দিচকূল দেখ।

দিঝা–(বি) দিশা; সুবিধা; সুযোগ। < দিশ = দিক।

দিঝার–(বিণ) সুবিধাজনক; সুযোগমত।

দিদ্দারি–(বি) অসুবিধা; বিরক্তি। < দিকদারি (আং)।

দিন দিভুয্যা–দিন দুপুরে।

দিয়ানা–(ক্রি) শস্য ইত্যাদি দাওয়া।

দিস্তে–১. (অব্য) জন্য; নিমিত্ত; ২. (অব্য) উদ্দেশ্যে। দুঃখে–(বি) অভাবে। যেমন, জাল দুঃখে মাছ খেই ন পান- জালের অভাবে মাছ খাইতে পায়না। কষ্ট স্বীকার করায় ইঃ

দুগানা–(ক্রি) চূর্ণ করা; তুং দুর্কা (চট্ট, কুম)।

দুঘ–(বি) দুঃখ।

দুঘুত–(অড়) হৃদপিণ্ডের হঠাৎ জোরে স্পন্দনের শব্দ; বড়শীর ফাৎনায় জোরে টান ইঃ। (অনু)।

দুঘুত দুঘুত–(অব্য) হৃদপিণ্ডের বা নাড়ীর স্পন্দনের শব্দ; ধুকধুক শব্দ; ফাৎনায় ক্রমাগত টান।

দুঙরানা–(ক্রি) দৌড়ান।

দুপ–(বি) মাছ (প্রধানতঃ চিংড়ি) ধরার খাঁচা বিশেষ।

দুব–(বি) দুপ শব্দের উচ্চারন ভেদ।

দুবদুপ্যা – (বিণ) প্রশস্ত এবং পরিস্কার। (অনু)। (বি) ~ পথ – ঐ জাতীয় পথ।

দুবদুবি–(অব্য) দুপদাপ শব্দ।

দুবা–(বি) উদ্ভিদের গুচ্ছ, ঝাড়। তুং (চট্ট)।

দুবাদুবি – (বি) তাড়াহুড়া; ব্যস্ততা। < দাপাদাপি অথবা দৌড়াদৌড়ি।

দুমদুমানা – ১. (বি) গম্ভীর দুমদুম শব্দ; ২. (ক্রি) প্রবল ভাবে আগুন জ্বলা বা জ্বলার শব্দ হওয়া। (ধ্বন্যা)। পরান দুমদুমানা-বুক ধড়ফড় করা; আশঙ্কায় বা উত্তেজনায় বুক ধুকপুক করা।

দুমদুম্যা–(বিণ) প্রবল (আগুন); ফাঁপিয়া ঢোল হওয়া (জিনিস বা অবস্থা)।

দুয়ানা–(ক্রি) দোহন করা।

দুর–(বি) কচ্ছপ। তুং দুরগ (রা)। < দুরা বা দুলী (প্রা. বাং)

দুরদুরানা–(ক্রি) ব্যস্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করা; দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতির ফলে দুড়দাড় শব্দ হওয়া।

দুরদুর্য্যা – (বিণ) অবিরাম প্রবল (বর্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)।

দুলুক –(বি) ছুরির ন্যায় ধারাল করিয়া বাঁশের ফালি; বাঁশের ধারাল ছিলকা বা চেঁচাড়ি।

দুহ্ল–(বিণ) সটান ভাবে শুইয়া পড়া অবস্থা।

দে–(অব্য) বিভিন্ন অর্থবোধক অব্যয় শব্দ। তুং ত; তো; যে ইঃ। যেমন যা-দে-যাওতো; হয়-দে- হয় যে। অসমাপিকা ক্রিয়া প্রত্যয় 'ইতে'র এর মত ব্যবহৃত হয়। যথা, যাদে-যাইতে।

দেই–(বি) দোধারা দাও।

দেখ্বই–(ক্রি) দেখিয়া; দেখিতে। (ক্রি)~ পারানা – পছন্দ করা; ভাললাগা (দেখিতে পারা)।

দেইল্যা – (বি)ঘরের চারিপাশে দেওয়ালের ন্যায় গৃহবেদীর যে অংশ বাহিরে থাকে। < দেহলী।

দেংদেঙেই–(ক্রি-বিণ) হিড় হিড় করিয়া (টানিয়া নেওয়া)।

দেগানা–(ক্রি) খেদান।

দেন্‌দ্রেং–(অব্য) কাসার থালা বাটি ইত্যাদি পতনের শব্দ।

দেনাংগুজা–(বিণ) জড়বুদ্ধি সম্পন্ন।

দেবংশী–(বিণ) দেবতার অংশে জন্ম গ্রহণকারী।

দেবা–(বি) আকাশ। তুং দেয়া।

দেবান–(বি) পদবী বিশেষ। < দেওয়ান।

দেবাল্যা–(বিণ) দেউলিয়া।

দেবেদা–(বি) দেবতা; দৈত্য; অপদেবতা।

দেমলগুলা–(বি) বন্যফল বিশেষ।

দেম্বল–(বি) শরীরের কোন স্থানে টিউমার জাতীয় স্ফীতি। < দুমমল (আং)

দেরীলামা–(বিণ) লম্বা ও বেঁটে বা আগে পিছে এই অবস্থানে সাজান।

দেল–(বি) তাস, পাশা ইত্যাদির দান; পর্যায়, অবস্থা।

দেলদেলী–(বি) নরম কাদা; ঢলঢলে কাদা।

দোম্বই–১.(ক্রি) দুহিয়া; ২. (বি) বস্ত্রের প্রান্তভাগে ঝালরের ন্যায় আবোনা অংশ; বস্ত্রপ্রান্তের উদ্বৃত্ত এবং কর্তিত সূতা।

দোগোন–(বি) কাপড় চোপড় রাখার জন্য টাঙ্গান দড়ি বা দন্ড।

দোত্তলং পাদা–(বি) দাদমারী পাতা (দাদের ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত)।

দোদ –(বি) দাউদ।

দোপধা – (বি) দুই পথের সঙ্গমস্থল।

দোয়াল–(বি) বেতের ঝুড়ি, কাপড়ের ঝুলি ইত্যাদির ফিতা। < দুওয়াল-চামড়ার পেটি (ফা.)।

দোয়েই দেনা – (ক্রি) দোহাই দেওয়া, কাকুতি মিনতি করা।

দ্য–(ক্রি) দাও।

দ্য / দও–(বি) দৈত্য; দেও; অপদেবতা।

দায়–(অব্য) 'ত্যায়ন্ব এর উচ্চারণ ভেদ। যেমন, কাদ্যায় = কাহার জন্য

দ্বপল্লা–(বিন) দুই পল্লাম্ব বা স্তর বিশিষ্ট, যথা, দ্বপল্লা চোখ।

(বি)~ চোল–আকাড়া চাউল।

দ্ববাংসা –(বিণ) দো আঁশলা।

দ্ববা সিলা–(বি) দ্ববাংশ দেখ।

দ্বিভুয্যা– (বি) দ্বিপ্রহরে

দ্বিভা – (বিণ) দুইটি; স্বলপ। দ্বিভাক্কেনা – (বিণ) দুই একটু; অল্পস্বল্প।

দ্বিভোর–(বি) দ্বিপ্রহর। দ্বিমুরে=দুই মুখে। তুং মুর=দিক (পা.); মুরি=প্রান্ত (ফ.)।

ধ

ধ–(বি) চাল বা শস্যাদি মাপার পাত্র। (সচরাচর আধ সের পরিমাণের ওজনের চাল ইত্যাদি মাপা যায় এমন বাঁশের তৈরি পাত্র।

ধঘানা–(ক্রি) ধুঁকা; হাঁপান।

ধজ্–(বি) সীমা; নিশানা । < ধ্বজ ।

ধঝা – (বি) ধাক্কা, চোট। ধধলা–(বি) গবাধিপশুর গলকম্বল < টোটোলা।

ধল্–(বিণ) সাদা, ফর্সা<ধবল।

(বি) ~ পহ্‌র–উষালোক।<ধবল+প্রসর।

ধলা–(বি) উন্মুক্ত এবং প্রশস্ত সমতল ভূমি; আবাদি জমি।

ধাগা – (বি) সেলাইয়ের সূতা। < তাগা < তগ্ন (প্রাং)।

ধানা–(ক্রি) পালানো ।

ধাব–(বি) আগ্রহ; মনোযোগ।

ধাবা–(বি) দৌড়; ধাওয়া।

(বি) ~ মান্যা–Elopement.

১. (ক্রি) ~ তগুরা – দৌড়িয়া ২. (ক্রি-বিণ) তাড়াতাড়ি।

১.(ক্রি) ~ ধাবা – দৌড়িয়া; (ক্রি-বিণ) তাড়াতাড়ি।

ধাবানা–১. (বি) ফণী মনসা গাছ; সীজগাছ। তুং দঅনা (চট্ট)। ২. (ক্রি) খেদানো; হারানো,

ধামা–(বি) এক ধরণের বৃহদাকার-দাও। তুং দামা (নো)।

ধার–১. (বিণ)–ধারাল; তীক্ষ্ণধার। ২. (বি) প্রবাহ; ধারা পথ। যেমন, একধার পানি -সামান্য পরিমাণ পানের জল। তুং এক চুমুক।

(ক্রি) ~ বন হনা – পান করার শক্তি লুপ্ত হওয়া।

(বি)~বিজার–জিজ্ঞাসাবাদ।

ধারস–(বি) আকাঙ্খা; আগ্রহ।

ধারাদিঘলী– (বিণ) দীর্ঘধারায়।

ধারাধারা–(বিণ) ধারাদিঘলী দেখ।

ধারানা–(ক্রি) শান দেওয়া।

ধারানে–(বি) তুলনায়।

ধার্য্যা–(বি) জল গড়াইয়া পড়ার জন্য নির্মিত যন্ত্র।

ধিক–(বি) জোঁক (জলজ জোঁক)

ধিয়ে–অব্য) কোন কিছুকে তাড়া করার জন্য কুকুর লেলাইয়া দেওয়ার শব্দ।

ধুকধঘি–(বি) ছোট শিশুদের মাথায় যে স্পন্দনশীল অংশ থাকে তাহা; ব্রহ্মতালু। (অনু)।

ধুঘুত ১. (অব্য) হৃদপিন্ড বা নাড়ীর স্পন্দনের ধ্বনি। ২. (বিণ) ঐ ধরণ।

ধুজানা–(ক্রি) কোন পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছান; নাগাল পাওয়া; ঘেষা।

ধুজি–(বি) সীমানা।

ধুজুরি–(বি) অত্যন্ত ছোট আকারের হোঁচট।

ধুঝা–(বি) কাটা বাঁশ বা ভাঙা কাঠের গুঁড়ি।

ধুত – (বিণ) গোঁয়ার; ধৃষ্ট। (ক্রি)~ ধরানা – গোঁ ধরা।

ধুদুক–(বি) বাঁশের চোঙা দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। তুং ধুতো চোঙা (রা)।

ধুদুখাং–(বি) হুতোম পেঁচা। তুং ধুতো চোঙা (রা)। (অনু)।

ধুন্দা–(বি) তামাক, তুং (চট্ট); ধঁপাত (অস্)।

ধুস্কুক–(অব্য) আত্মধিক্কার সূচক খেদোক্তি।

ধূপ–(বিণ) সাদা; ধোপ।

ধুম-ক–(বি) পায়রা বা ঘুঘু জাতীয় বড় পাখী বিশেষ।

ধুমা–(বি) ধোঁয়া।(বি)~তারা–ধুমকেতু।

ধুয়া – (বিণ) ফাঁকা; পরিষ্কার; জঙ্গল। ঝোপঝাড় ইঃ হইতে মুক্ত (স্থান)। তুং ধূ ধূ। ধুয়া = প্রান্তর (রং)। (বি)~ পাহ্‌লা–ধোয়ামোছা।

ধুয়ার–(বি) ফালা করা টুকরা; লম্বালম্বিভাবে দ্বিখন্ডিত টুকরা-দো চির। তুং ডোরের (অস্)।

ধুর–(বি) পথ; বড়ছিদ্র বা ফাঁক, <পালি।

ধুরী–(বি) পথ; খাড়ি, জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় অপ্রশস্ত পরিষ্কৃত স্থান।

ধুরুং–(বি) বড় ছিদ্র বা ফাঁক, পথ। (ক্রি)~গরানা–ছিদ্র করা; ভেদ করা।

ধুল–১. (বিণ) ধুলিবৎ। ২. (বি) – ধুলি।

ধুলন–(বি) দোলনা।

ধুলধুল–(বিণ) দোদুল্যমান।

ধুলন্যা–(বি) মাছ ধরার জন্য কোন ঝর্ণার পতনশীল উপরাংশে যে কাপড়, জাল ইত্যাদি টাঙ্গানো হয়।

ধুল্যা–১. (বিণ) ধুলিবৎ ২. (বি) ধুলি।

ধেংচাং ক্রুঙ্চাং-(অব্য) ঢোলের তাল।

ধেঞ্চাং মেঞ্চাং –(বিণ) আনাড়ির ন্যায় (কাজ)

ধেধের (২) – (ক্রি-বিণ) অবিরল ধারে।

ধের–(বি) চাল, চাঁচ বা চাটাই ইত্যাদির প্রান্ত। < ধার।

ধের ধরানা–(ক্রি) অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা।

ধেল–(বি) তাস, পাশা ইত্যাদির দান, পর্যায়, অবস্থা।

ধোইয়া–(বিণ) ধৌত।

~ ফুঝি–মদ্যাদি প্রস্তুত করার জন্য রোদে শুকান ভাত; ঐ হইতে প্রস্তুত মদ।

ধোইয়া ধোইয়া – গলে নাই বা ঝোলের সংগে সুমিশ্রিত হয় নাই এরূপ (তরকারী ইঃ); ছাকাছাকা।

ধোঘনী–(বি) হাঁপানী রোগ।

ধ্যান ডগা–(বি) কচিবাঁশ।

ন

ন– ১. (বি) নৌকা। ২. (অব্য) নিষেধার্থক বা নঞর্থক শব্দ।

(বি)**~ পুক**–পচা গাছ খাইয়া বাড়ে এমন এক জাতীয় পোকা।

নচ–(বি) নথ। যেমন সনানচ সোনার নথ।

নঝা–শন, খাগড়া প্রঃ তৃণজাতীয় উদ্ভিদের কচিডগা, পশুর লিঙ্গ; নলিচা।

নডী–১. (বিণ) নটী; ২. (বি) নটীপনা; নাগরালি। তুঁ ঐ (ঢা, সি,)

ননন–(বি) স্বামীর ছোটবোন; ননদ।

ননসোচ–(বি) স্বামীর বড়বোন।

ননেই–(বি) সোহাগ, আদর; আবদার।

ননেইয়া–(বিণ) আহলাদী; আদুরে; সোহাগী; ছিঁচ কাঁদুনে নেওটা। < ননুয়া (হিং) (বি) ~ বী – দুলালী।

নন্যাশীল – (বি) বেলে পাথর; Sand stone. নুনের ন্যায় দানাযুক্ত)।

নমনসুক–(বি) নপুংসক।

নমেল – (অব্য) জোর প্রকাশের জন্য নেতিবাচক বাক্যে ব্যবহৃত কথার মাত্রা-বিশেষ, বাকরীতি বিশেষ।

নয় – ১. (বিণ) নয় সংখ্যা; ২. (অব্য) নহে; না।

নরলি –(বি) কণ্ঠনালী। তুং নোরলি (খু)।

নরলোক–(বি) জনসমুদ্র (নর শব্দের বহুত্ববাচক অর্থে ব্যবহৃত)। < নর + লোক।

নরুচ্যা ১. (বিণ) নিস্পৃহ, ২. (বি) অরুচি; অনাগ্রহের ভাব।

নলা–(বি) জানু হইতে গুল্ফ পর্যন্ত বিস্তৃত পায়ের অংশ; নলার হাড়। ~ পেট–নলার পিছনের মাংসপিণ্ড; পায়ের ডিম।

নহ্–১. (অব্য) নঞর্থক শব্দ (কেবল অতীতকালে ব্যবহৃত হয়)। যেমন–নহ্ যাঙ-যাই নাই।

নাক – (বি) নাক; গর্ত বা ছিদ্রের মুখ; উৎসমুখ।

(ক্রি) ~ দেনা–নাকে নাক দিয়া আঘ্রান করা।

(ক্রি)~ কুবি পড়ানা–নাক নীচের দিকে রাখিয়া পতিত হওয়া।

নাককাদা–(বি) এক প্রকার খসখসে ঘাস যাহা সচরাচর জলাভূমিতে জন্মে ।

নাককুদিমা–(বি) বাক্যরীতি বিশেষ। কেহ যদি নিজেকে কোন কিছুর জন্য সন্দেহ করা হইতেছে মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করে কে? তার উত্তরে বলা হয় নাককুদিমা।

নাকতাল্লুয়া–(বি) নাকের গভীর অভ্যন্তর ভাগ।

(ক্রি)~ পড়ানা–সর্দির ভাব হইলে অথবা লঙ্কার ঝাঁঝ প্রভৃতির ফলে নাকে জ্বালা করা।

নাই–অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি বিশেষ তুং 'ইয়া। যেমন, কইনে-কহিয়া, যেইনে-যাইয়া ইঃ।

নাক্কোন–(বি) ভাদুই জাতীয় একপ্রকার বন্য পাখী।

নাক্রং–(বি) নাকে উদ্গত ব্রণ।

নাক্সা–(বি) বাঁশ বা কাঠের দন্ডের প্রান্তে দুই দিকে কাটা খাঁজ।

নাক্সাফুল–(বি) নাগেশ্বর ফুল।

নাখাচ – ১. (বিণ) উপেক্ষার পাত্র ২. (বি) – উপেক্ষা; অবজ্ঞাস্থ, তাচ্ছিল্য।

নাগম্ব ঘি – বাক্যরীতি বিশেষ। কি? প্রশ্নে বিরক্তিসূচক উত্তর দেওয়ার সময় ব্যবহৃত।

নাগত কুচকুচ–(বিণ) খিটখিটে ।

নাগর –১. (বিণ) এপ্রকার বাক্য ব্যবহারে অভ্যস্থ ব্যক্তি; রসযুক্ত কথায় অভ্যস্থ ব্যক্তি। < নাগর (অর্থ.প্র.)।

২. (বি) ঈষৎ বাচালতাপূর্ণ প্রীতিপদ বাক্য।

(ক্রি)~ মাদানা–এ প্রকার কথা বলা।

নাগরী–(বিণ) নাগর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ।

নাগর্য্যা–(বিণ) নাগর (সম্বোধনে ব্যবহৃত)।

নাগশিরা ভাঙানা–(ক্রি) নাক হইতে রক্তপাত হওয়া<নাক+শিরা+ভাঙ্গা।

নাগা–(বিণ) নাকী; খোনা (অনুনাসিক)। তুং নাকোয়া (ম); নাকো (য)।

(ক্রি)~মারানা–ক্রুদ্ধ পশুর নাকের সাহয্যে ফোঁসফাঁস আওয়াজ করা।

(বিণ)~নাক্যা – অভাব অনটন; টানাটানি অবস্থা; প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা কমপড়া।

নাগারা–(বিণ) নাকী; খোনা।ন–নাগারা-প্রভৃতি অর্থে ন (নৌকা-এর সহচর শব্দ।

নাগেকানানা – ১. (বি) নাকী কান্না ২. (ক্রি) – ক্রন্দনের সুরে আবদার বা অসন্তোষ প্রকাশ করা।

নাঙ – (বি) নাম; উদ্দেশ্য। যেমন তা 'নাঙে-তাহার নামে; খেবার নাঙে-খাবার উদ্দেশ্যে। (ক্রি) ~ ঘিনানা – স্মরণ করা; গুণ স্মরণকরা।

(অব্য)~ ছাদাংলু গেইয়া – গালি বিশেষ।

(অব্য)~ লুগেইয়া – গালি বিশেষ।

নাঙে চাঙে – (....বিণ) বাহ্যিক দৃষ্টিতে। < নাঙ (নাম) + চাঙ (সহচর শব্দ)।

নাঝি–(বি) নাশি, < নিকশি।

নাত–(বি) কাটা জুম বা জঙ্গলের ঝোপঝাড়।

নাত্যা–(বি) নাতি (সম্বোধনে)।

নাদা – (বি) ন্যকড়া বা তুলার ছোট টুকরা; ন্যাকড়া ইত্যাদির ছিপি। < নেতা < নক্তক (সং)।

নাদান–(বিণ) পেটুক; লোভী।

নাদানা – (ক্রি) ছিদ্র, ফাঁক ইঃ বন্ধ করা, < নাদা (অর্থ প্র.)

নাদিন (বি) নাতি (বিণ)~ দেখ্যা-মু–শুষ্ক বা বিমর্ষ মুখ,

নাদেই–(বি) নাটাই। নাদেং–(বি) লাটিম।

নাধং – (বি) কানে ব্যবহৃত একপ্রকার অলংকার। < নথ।

নাধা–(বিণ) নিঃস্ব, < নাঠা=নষ্ট। (হিং)

নানু – ১. (বিণ) প্রভু; মালিক। < নানা =মাতামহ (হিং); ২. (বি) পিতামহী; মাতামহী।

(বি)~মরা–গালিবিশেষ, বেওয়ারিশ।

নাবালাং – (বি) শিশুসুলভ চপলতাযুক্ত ক্রীড়াকৌতুক; ছ্যাবলামি।

(বি)~মাছ – অতি চঞ্চল প্রকৃতিযুক্ত একজাতীয় ছোটমাছ।

নাবুংনুবুং – ১. (বিণ) নাবালক প্রকৃতির, ২. (বি) অপ্রাপ্তবুদ্ধি।

(ক্রি)~গরানা–হাঁ না করা।

নাভা–(বি) পশুর নাকে ছিদ্র করিয়া পরানো আংটা; Nose ring. <নাক

নারাকাবা(সুমি) – (বি) দেরীতে ফলনশীল এক জাতীয় বর্বটী।

নারেই নারেই – (বিণ-বি) ভাবনাচিন্তাহীন নির্বিঘ্নে; অনায়াসে। তুং তাইরে নাইরে।

নারেই মাছ–(বি) পাথুরে নদী বা ছড়ার একজাতীয় মাছ ।

নারেংপুত্তি–(বি) চাতক পাখী। তুং নিপোলা (সি)।

নারেঙা – (বি) চোখের নীচে গালের উচুঁ অংশ; Cheek- bone.

নারেচ–(বি) পাট; নলিতা।

নাল – (বি) নালা; সূতাগাছি; শৃঙ্খলা; সুব্যবস্থা। সুদানাল- Thread.

নালবাদি (জমি)–(বি) নালার সাহায্যে জলসেচের সুবিধা আছে এমন জমি।

নি – (অব্য) প্রশ্ন, সংশয়, অনুরোধই, বোধকশব্দ; নাকি; অভাব প্রঃ সূচক উপসর্গ (নিমাদারা, নিমোক্যা ইঃ)।

নিগা–(বি) নিঃশেষ।

নিগিরা ১. (বিণ) সর্বকনিষ্ঠ। তুং নিগ্‌রা (ঢা, কুম) < নিঙরা, ২. (বি) তলানি।

নিগিরানা–(ক্রি) নিঙরানো; পাত্র হইতে নিঃশেষে তরল পদার্থ ঢালা।

নিগুরানা –(ক্রি) মাথানত করা। তুং নিয়রি (রং, চট্ট.)

ধিঁরে ধিঁরে কাহ্নাঞিঁ মো আইলোঁ নিকটে।
নিহড়আঁ চাহোঁ পানি লইছে মোকটে।
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

নিঘিলানা–(ক্রি) বাহির হওয়া; বাহির করান। <নিকাল (হিং) <নিষ্কালন।

নিঘুচ –(বিণ) মিহি; বিচূর্ণিত; ধ্বংস। <নিকাশ <নি+ঘৃষ্ট। তুং নিয়াইশ (চট্ট)।

নিজ বঝানা–(ক্রি) স্ফীতি ইঃ চুপসাইয়া পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া

নি-মাদারা – (বিণ) স্বল্পবাক। তুং নিসাত (অস্)।

নি-মোক্যা – (বিণ) অবিবাহিত ব্যক্তি; বিপত্নীক।

নিম্মুয়া–(বিণ)মৌন; স্বল্পবাক; মেনীমুখো। (মুখে মিষ্ঠ অথচ মনে কুটিল)। তুং নিমাই মুইখ্যা (চট্ট, কুম)।

নিঝাচ–(বি) নিঃশ্বাস।

নিঝানা–১. (বি) পূজাকালীন আচার বিশেষ। ২. (ক্রি) আপদ বালাই দূর করা (মাথার উপর ঘুরাইয়া ফেলিয়া দেওয়া)।

নিঝানী–(বি) নিশানা; স্মৃতিচিহ্ন।

নিঝাব–(বিণ) নিঃশব্দ।

নিদান–(বিণ) নিরেট; জমাট।

নিধুক তুক–(বিণ) একমাত্র (কুল্লে এক); সর্বশেষ।

নিনাত–(বিণ) নিঃছিদ্র এবং নিরেট। (উভয়ার্থে ব্যবহৃত)।

নিবির–(বিণ) চুপচাপ, শান্তশিষ্ট,সুবোধ প্রকৃতির।

নিবিলি/নিবুলি – (বিণ) নিঃছিদ্র,প্রায় রুদ্ধ (ছিদ্র ইঃ)। তুং নিপোলা (সি)। <নি+পুল=ছিদ্র; নিবিড় (জঙ্গল ইঃ)

নিবুল–(বি)গাদা বন্দুকের নিপল

নিয়ক (২)–(অ) মোরগ মুরগীর আর্তরব। (ধ্বন্যা)।

নিয়েই–১. (বি) নাভি। <নাই <নাভি। ২. (অব্য)- বিস্ময়, বিরক্তি, বিদ্রূপ ইঃসূচক শব্দ। তুং আরে।

নিরাকারণ–(বি) নির্ণয়। যেমন–কুধু যেইয়ে তার নিরাকারন নেই–কোথায় গিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই।

নিরাতিত্যা–(বিণ) অনটন; অভাব; অপ্রতুল।

নিরাল–(বি) নিরালা।

নির্বলী–(বিণ) দুর্বল।

নিলচ–(বিণ) নির্লজ্জ।

নিহ্–(অব্য) 'নিহ্ব দেখ।

নীদি ধৈর্য্য–(বিণ) ধৈর্য্যশীল; শান্ত ।

নীল্ (বি) বাঁশের ছাল।

(বি)~ চুমা গাত–মাটির নীচে ফাঁপা গর্ত বা সুরঙ্গ।

নুন্নুন্–(অব্য) গবাদি পশু আহবানের শব্দ। (নুন দেখাইয়া করা হয় বলিয়া)।

নুনঝা– (বিণ) নোনতা।

নুনু–(বি) লিঙ্গ (শিশুদের বেলায় প্রযোজ্য)।

নুয়া–(বিণ) নয়া; নূতন। < নব।

-নে–(অব্য) সংশয় ইঃবোধক শব্দ। যেমন হভনে-হইবে নাকি, খেবানে–খাবেন নাকি ইঃ।

নেই–(ক্রি) নাই।

নেইয়া–(বিণ) গরীব; নাই যার।

নেক–(বি) স্বামী। < নেক=প্রভূ (মঘী)

নেনা–(বি) অপর কর্তৃক কিনিয়া আনিয়া দিবার অথবা অপরের জন্য কিনিয়া লইবার জন্য ফরমায়েসকৃত জিনিস। < নেওয়া।

নে-নে-নে-নে–(অব্য) তরবারী ঘুরাইয়া যুদ্ধের ভঙ্গী বা যুদ্ধাভিনয়ের মুখোচ্চারিত ধ্বনি।

নে-নে-তোক–(অব্য) অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু পাওয়ার উল্লাস ধ্বনি (সচরাচর পরিহাসচ্ছলে ব্যবহৃত)।

নেযেই–(ক্রি) লইয়া যাই।

নের্যেই–(ক্রি) লইয়া যাও।

নোন্যাশীল–(বি) নন্যাশীল দেখ।

প

প-(বি) পায়ের গোড়ালি হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য (নৌকার মাপ হিসাবে ব্যবহৃত)।

পই-(বি) বাড়া ভাতের পাত্র, < পত্র। ছুরির ন্যায় ধারাল এবং সুঁচালো করিয়া প্রস্তুত বাঁশের ফালি।

পংপং - (অব্য) উচ্চস্বরে কথা বলার শব্দ। (অনু)।

পঁচ-(বিণ) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন; হরিহর আত্মা।

পকগুলা-(বি) লতাতে বন্যফল বিশেষ।

পকতানি-(বিণ) পুষ্ট; পোক্ত।

পক্কা-(বিণ) পুষ্ট; মোট্টা।

~ মক্কা-(বিণ) মোটাসোটা।

পকপগানা ১. (বি) বকবক করিয়া মৃদু দীর্ঘস্থায়ী তিরস্কার। ২. (ক্রি) ঐভাবে তিরস্কার করা।

পগপাগ - (বিণ) অপরিপাটি; দায়সারা গোছের; (কাজ ইঃ)

পগরা-(বিণ) ফোঁপড়া; পোকায়-খাওয়া (ফল ইঃ); অকেজো; ত্রুটিযুক্ত। তুং পুকরা (রা)। < পোকা।

পগাত্যা - (বিণ) পগরা দেখ।

পঙ - (বি) নৌকা প্রভৃতির ছই; ছই-এর ধরনের ছাউনি।

পঙা-(বি) পিঁয়াজ, কচু ইত্যারি ফুল। <পাঁই (মঘী)। পাতার সাহায্যে নির্মিত এক প্রকার ঝুড়ি। পঙা-নাপ্পির ঝুড়ি। যেমন, চিদোল

পজা-(বিণ) পচা।

পজানা-(ক্রি) চাউল, ধান ইত্যাদি কুলার উপর রাখিয়া হাতের সাহায্যে চক্রাকারে ঘুরাইয়া মিহি দানা হইতে মোটা দানা পৃথক করার পদ্ধতি।

পজ্জন/পর্ঝন - (বি) গল্প; উপাখ্যান। < প্রসঙ্গ।

পঝা-(বি) বোঝা; মালপত্র।

(বি) ~বিরা -মোটঘাট।

পড়াকবাল্যা-(বিণ) হতভাগা, পোড়াকপালে।

পড়াদেনা-(ক্রি) ফাঁকি দেওয়া।

পড়াপানা-(ক্রি) ঠকা।

পড়ানা-(ক্রি) জ্বালা করা।

পড়োল-(বি) ধুধুল। < পটোনিকা।

পটপট্যা-(বিণ) পরিষ্কার; উজ্জ্বল; সতেজ; ফুটফুটে।

পত্তাপত্তি-(বি) প্রজাপতি।

পত্তি-(অব্য) প্রতি। যেমন পত্তিবার-প্রতিবার;পত্তিদিন প্রতিদিন; দিনপত্তি-প্রতিদিন।

পথম–(বিণ) প্রথম; চেতন জাগ্রতাবস্থা; যাহা স্বপ্ন নহে; প্রত্যক্ষ ।

পত্য–(বি) প্রত্যয়; বিশ্বাস ।

পথ্যা–(বি) ভোরবেলা । < প্রভাত ।

পদনা–(বি)কাটা বা পোড়া জমিতে বাঁশের গোড়া এবং চোখ হইতে উৎপন্ন বাঁশের চারা ।

পদর–(বি) ফাঁদ হিসাবে ব্যবহৃত মাছ ধরার খাঁচার সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথ ।

পদলা–(বি) অক্ষি গোলক; চোখের পুটলি ।

পদাপত্যা–(বিণ) বিভিন্ন পদ (item) যুক্ত ।

পধামাছ–(বি) সরপুঁটি মাছ ।

পবং পবং–(অব্য) পংপং দেখ ।

পভাং–(বি) একজাতীয় পোকা ।

(বি)~লুদি–ধনুকের ছিলা হিসাবে ব্যবহৃত একপ্রকার বন্যলতা ।

পরং – (বি) গৃহ বা স্থান পরিবর্তন । < মঘী ।

(ক্রি) ~ হনা – ঐ করা । পরচোখ – (বি) পায়ের পাতা ও নলার সন্ধি স্থানের বাহিরের পাশের উচুঁ হাড় ।

পরছাল্লুয়া–(বি) পরগাছা ।

পরবা–(বি) পরোয়া । < ফা

পরবেচ–(বি) পায়ের পাতার উপরের অংশ ।

পরমা–(বিণ) পোয়াতী; সন্তানবতী । < পুয়ার +মা ।

পরা–(বি) অভাব ।

(ক্রি)~পানা–ফাঁকিতে পড়া ।

পরাক (২)- (ক্রি-বিণ) স্পষ্ট ভাবে; পরিষ্কার ভাবে (দেখা, শোনা ইঃ)

পরাত–(অব্য) কোন কিছু ভাঙিবার শব্দ; ধূমপানের সময় হুঁকা হইতে নিঃসৃত শব্দ ।

পরান–(বি) প্রাণ ।

পরানা–(ক্রি) মনের মিল হওয়া ।

পরানে–(বি) অসঙ্গত বা অযৌক্তিক বাসনা বুঝাইতে ব্যঙ্গচ্ছলে ব্যবহৃত । যেমন–চাযা পরানে কি জদা- ধাবা মানঝ্য পরানে মরিচবাত্যা < প্রাণ ।

পর্ঝন–(বি) পজ্বন দেখ ।

পর্ঝনী–(বিণ) পরিবেশন কারী । তুং পরশনি (রা) ।

পর্ঝী গাধানা–(ক্রি) পরিবেশন করা ।

পর্ঝ্যাল–(বি) পুরিয়া; মাত্রা; < ফা ।

পর্যন–(অব্য) পর্যন্ত ।

পর্য্যান–(বি) পড়ন ।

পলপল–(অব্য) স্বচ্ছন্দে বা পরিপূর্ণভাবে পানি বা তরল পদার্থে ভাসার ভাববোধক শব্দ ।

পললত্ (২)–(অব্য) ধূমপানের সময় হুঁকা হইতে নিঃসৃত শব্দ ।

পলাপলি–(বি) লুকোচুরি।

পলিম–(বিণ) প্রথমে। < পহেলা।

পল্লা–(বি) স্তর; পরত; বার। পর্যায়; পালা।

পল্লাপলি–(বিণ) স্তরে স্তরে; থাক্‌বন্দী।

পহ্‌ন–(বিণ) পরিষ্কার; স্বচ্ছ; উজ্জ্বল। তুং প্রসন্ন (মলিন)। < প্রসন্ন।

পহ্‌নানা–(ক্রি) পরিষ্কার হওয়া; (ঘোলা জল ইঃ পরিষ্কার হওয়া)।

পহ্‌র–১. (বিণ) আলোকিত ২. (বি) আলো, ভোর তুং রাত পোহান; (পাহ্‌র (অস্)। < পসর।

পাল্লান – (বি) শিকারী। তুং পলান (ম)। < পালোয়ান (ফা).

পাইন্দোক – (বি) ধূমপানের পাইপ। < মঘী।

পাংপাং–(বিণ) অসংকোচে কিছুই গোপন না করিয়া (কথা বলা বা প্রকাশ করা); দ্বিধা বা দ্ব্যর্থহীনভাবে (কথা বলা)।

পাংখা–(বিণ) দক্ষ; নিপুণ; পাকা।

পাক–(বি) কৌশল; ফিকির; চক্র।

পাকপাগানা–(ক্রি) কোন কিছু খাইবার লোভে মুখ নাড়া।

পাক পাগেই হাঝানা–(ক্রি) হঠাৎ অট্টহাসি দেওয়া।

পাক্কুয়া–(বি) পাঁকুই।

পাক্‌খোন – (বি) শঙ্খ আকৃতির বেতের তৈয়ারী আধার বিশেষ। তুং পাক্কোন = জল-সেচিবার পাত্র (চট্ট? ।)

পাগলং হ্মাদলয়ং–(বিণ) পাগলাটে।

পাগ ত্লুং (২) –(ক্রি বিণ) গপাগপ (খাওয়া)।

পাগোর্য্যা–(বি) পাকড় গাছ।

পাঘত (২) খানা – (ক্রি) গপাগপ খাওয়া; বারবার মুখের হাঁ খোলা এবং বন্ধ করা (মাছ ইঃ ঐভাবে করে)।

পাঘানা–১. (বিণ) পাকা ২. (ক্রি) পাকা ৩. (বি) রাগ।

পাঘোর–(বি) পাপড়ি; কলার মোচা; চালতা ইত্যাদির পাপড়ির ন্যায় আবরণী তুং পাখুড়ি (চর্যাপদ)। < পক্ষটিকা।

পাঙেই–(বি) নৌকার বৈঠা। < মঘী।

পাঙী–(বি) Thole; rowlock.

পাচন–(বি) বিভিন্ন সব্‌জীর সহযোগে প্রস্তুত ব্যঞ্জন; ঘন্ট। < পঞ্চ ব্যঞ্জন।

পাজানা–(ক্রি) আস্ফালন করা।

পাজারা – (বি) পাঁজরা; পাশ; কিনারা। < পঞ্জর।

(ক্রি)~ ফাড়ানা – পাশ কাটিয়া যাওয়া, এড়াইয়া যাওয়া।

পাঝা–(বি) পাছা; নৌকার গলুই।

(ক্রি)~ দেনা – জ্বর বিশ্রাম দেওয়া। পেখপাঝা - তুং পঁজা = কুঁড়েঘর।

পাঝাড়–১. (বি) আছাড় (কুস্তি প্রঃ); পরাজয়; পাছাড়। ২. (ক্রি) বল প্রয়োগে ফেলিয়া দেওয়া।

পাঝারী–(বিণ) ভেষজ; বেনে। < পশারি।

পাঝি–(বি) সূঁচ; কুড়াল, কোদাল ইত্যাদির ছিদ্র বা ছিদ্রের দিকের অংশ; অলঙ্কারের বোঁটা। তুং পাই (কুম, চট্ট); পাহি (অস্)।

পাড়ানা–(ক্রি) পাড়া; সূত্রপাত করা। আধু পাড়ানা– হাঁটুর উপর ভর দিয়া বসা; বুক পাড়ানা–বুকের উপর ভর দিয়া বসা। কথা পাড়ানা-কথার সূত্রপাত করা; বদা-পাড়ানা–ডিম পাড়া; ঝক পাড়ানা-পাখী, মুরগী ইত্যাদির ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া; বুড় পাড়ানা–নদীতে মাথা ডুবিয়ে স্নান করা; ঢেল পাড়ানা–ঢিলা হওয়া।

পাড়ী–(বি) গাভী; মাদি মহিষ। তুং পাহি (অস্) ; পাই (কুম, চট্ট)।

পাত মারানা–১. (বি) প্রতারণা। ২. (ক্রি) প্রতারণা করা।

পাত্তল – (বি) নৌকার হাল < পত্রবাল (সং)।

পাত্তি –(বি) ছিদ্র বন্ধ করা বা জিনিসকে মজবুত করার জন্য স্থাপিত পাত; কথার উপরে অতিরিক্ত কথা।

পাত্তুরু তুরু – (অব্য) অপ্রত্যাশিত - কিন্তু আকাঙ্খিত সাক্ষাৎ লাভ, প্রাপ্তি, সৎকর্ম সম্পাদন দর্শন, আকাঙ্খিত ফল লাভের আশায় কোন কর্ম সম্পাদনের প্রাক্কালে উচ্চারিত শব্দ। (অনেক সময় পরিহাসচ্ছলেও ব্যবহৃত)।

পাথর–(বি) পাথর; বহদ্দার (ধীবরকে সম্বোধনে)

পাত্যানা–(ক্রি) তরকারী প্রঃ কুটিবার জন্য দা, বঁটি, ইত্যাদির ধার উপরের দিকে মুখ করিয়া পাতিয়া রাখা।

পাত্রা পাত্রা–(বিণ) তন্ন তন্ন, পাতি পাতি।

পাদল–(বিণ) হালকা; পাতলা; ফাঁক ফাঁক।

পাদাত্তাড়া–(বি) গুটাইয়া বাঁধা -পাতার তাড়া বা বান্ডিল।

পাদাপাদা – (বিণ) পাতিপাতি; তন্ন তন্ন পাতলা (পানির স্তর)।

পাদারা–(বিণ) ভীতু। < পাদ।

পাধার–(বি) উন্মুক্ত স্থান; প্রান্তর। তুং ঐ (রা, দি.)। < পাথার (অর্থ প্র.)

পাধারী / পাধার্য্যা – (বিণ) আড়াআড়ি. পাথারি; কোণাকুণী। < প্রস্থ।

(বি)~কলা–পাঁজাকোলা।

পানঝা–(বিণ) পানসে।

পানানা–(ক্রি) সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য ভাড়া করা। (গবাদিপশু, নৌকা ইত্যাদি ভাড়া করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

পানিকাজি–(বি) জলটল।

পান্যা–(বিণ) পানির ন্যায়; পানিতে উৎপন্ন।

পায়–(অব্য) ব্যাপকতা বোধক, যৌগিক সম্বন্ধযুক্ত পদ (Correlative) গঠনে ব্যবহৃত শব্দ। যেমন–যিধু পায়–যেখানে সেখানে; যেক্কে পায় - যখন তখন; যিয়ান পায়-যাহা তাহা। (পায় ন পায় মাদল বায়। < পাওয়া)।

পাবা–(বি) পোয়া।

পাবাক (২)–(অব্য) উল্লাসপূর্ণ অট্টহাসিতে শব্দ।

পাবিলা–(বিণ) পাবযুক্ত (বাঁশ)

পার বাঝানা–(ক্রি) নিয়ম বা অভ্যাসে পরিণত হওয়া।

পারং চৌধুরী–(বিণ) বড়াই, আত্মম্ভরিতা, অধিকারের সীমা লংঘন করিয়া যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

পারা–(অব্য) তুল্য; মত; সদৃশ। যেমন পাম্ব পানা-মনে হওয়া। চিৎপুরে পারা। তুং পানা যেমন, কু লোপানা।

পারাক–(বি) বজ্রপাতের শব্দ (কাছাকাছি বজ্রপাতের তীক্ষ্ণ চিড় খাওয়া শব্দ।

পার্য্যা–(বি) পাড়ন বা পাতন। যথা 'তুল্যা সাঙু পার্য্যা দিলে কার লাগি ভ্রূ (চাকমা কাব্যঃ তান্যাবীর বারমাস)

পালং–(বি) পালঙ্ক; নেশা (মাটি, কয়লা ইঃ অভক্ষ্য বস্তু খাওয়ার বিকৃত নেশা)।

পালা–(বি) পালাগান; বার; পর্যায়। যেমন চেরপালা-চার পর্যায়।

পালু – (বি) পাছা। (বি) ~ হাড় – পাছাড় হার।

পাহ্ (বি) চুলা। (বি)~দলা–চুলার উপরে রন্ধনপাত্র বসাইবার জন্য স্থাপিত মাটি বা পাথর ইত্যাদির ঢেলা। তুং হা (কুম)। < আখা।

(ক্রি)~পানা–মনে হওয়া; তুল্যবোধ করা। যেমন -বুঝে পাহ্। মরে পা হিদন নেই। লাগত পায় পা। তুং বুঝিব পারা (অস্)। পাহ্ <পারা (প্রায়)।

১. (বি) পাড়ানা – ফাঁক করিয়া স্থাপন. ২. (ক্রি) ঐভাবে স্থাপন করা। তুং পাহা (ঢা.)

পি–(বি) তাবিজ তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার উদ্ভিদের পাতা; গোল পাতা; তাড়িগাছের পাতা।

পিখানা – (ক্রি) পানকরা। তুং পিবতি (পাং)

পিচ্চানা – (বি) কোন কিছুর উপর ঠেস দিয়া দন্ডাদি পার্শ্ব সঞ্চালন ।

২. (ক্রি) ঐভাবে দন্ডাদি পার্শ্ব সঞ্চালন করা। মুপিচ্চানা- অবজ্ঞাসূচক মুখ ভঙ্গি।

পিচ্ছোল–(বিণ) পিছল; পরিষ্কার।

পিজাক (২)–(অব্য) বাচ্চা মুরগী ইত্যাদির আর্তরব।

পিজানা–(ক্রি) পেঁচানো; শক্ত করিয়া জরানো-চোখ পিজানা-চোখ পাকান; ক্রোধ, হিংসা, বিরক্তি ইঃ কারণে তীর্যকভাবে তাকান।

পিজি –(বি) পুঁতি; পুঁতির ন্যায় ক্ষুদ্র গুঁটি

(বি)~ ছড়া – মালাবিশেষ। কেশ পিজি - কুঁচ।

পিজি পিজি–(বিণ) শক্ত করিয়া পেঁচাইয়া (বাঁধা)

(ক্রি)~বানানা–ঐভাবে বাঁধা।

পিজু–(বি) প্রপিতামহ।

পিজোর–(বি) ঘরের পিছনের অংশ; অন্দর। তুং পিছকুল (চট্ট)।

পিঝা–(বি) পিসা (সম্বোধনে)।

পিঝাঙা –১. (বি) পিসী (সম্বন্ধে) ২. (বিণ) পিসতুত।

পিঝিলা–(বি) দেহের বিভিন্ন সন্ধিস্থানের (বিশেষতঃ কুঁচকিতে) গ্রন্থি (Gland): উক্তগ্রন্থির বেদনাদায়ক স্ফীতি। তুং পিস্‌লি (সি)।

পিঝুম–(বি) ঈর্ষা। তুং পি ডিন (চট্ট)। < পিশুন।

পিঞ্জরা–(বি) পাখীর খাঁচা; পিঞ্জর পিড়ী-(বি) বংশপর্যায়; পুরুষ; তুং পিঁড়ি (রাঃ ম.); পিঢ়ী

পিত্তমরা–(বিণ) নিবীর্য; দুর্বল; (হিং) কুণ্ঠিত স্বভাব, জড়সড়। এটি উচ্চারণ ভেদে চিত্তমরা রূপেও উচ্চারিত হয়।

পিথালা–বি) পিসা (সম্বন্ধার্থে)।

পিথিমী–(বি) পৃথিবী।

পিদানা–(ক্রি) বিলম্ব হেতু সবজী ইঃ শুকাইয়া সতেজত্ব বা স্বাদ নষ্টহওয়া; ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়া। তুং পিতান (চট্ট; খু) বিতাইয়া যাওয়া (ঢা.)। < পিত্ত (অর্থ প্র.-)।

পিদিলি–(বিণ) গর্ভবতী।

পিধা–(বি) পিঠা ।

(বি)~গুলা–এক প্রকার বন্যফল; পিটালী গাছের ফল।

পিনানা–(ক্রি) পরিধান করা। < পিন্ধা।

পিনোন্ – (বি) মহিলাদের একপ্রকার পরিধেয় বস্ত্র। < পিধান

পিবই–(বি) পিপুল।

পিবির পিবির – (বিণ) ঝিরঝিরে (মৃদু বাতাস)।

পিবীড়া – (বি) পিপঁড়া।

পিয়ো পিয়ো–(অব্য) শীষের শব্দ

পিরপিরেই–(ক্রি-বিণ) অনতিবিলম্বে;

পিরিত্যা – (বিণ) প্রিয়; Fond; নেওটা < প্রীতি ।

পিলা–(বি) পাতিল। তুং পাইলা (রং)। < পিড়া (প্রা. বাং)

(বি)~আলু–এক প্রকার আলু।

(বি) ~গুলা – এক প্রকার ফল

(বি)~ভিঙ্গুর – এক জাতীয় ভীমরুল।

পিলাং–(বি) বোতল। যেমন– মদপিলাং - মদের বোতল; ঘিলা খেলার মুদ্রাবিশেষ।

পীড় – (বি) খেলার একদান বা একহাত; One round of game.

(ক্রি) ~খানা – খেলায় হারা। তুং করুণা পীঢ়ি হি (চর্যাপদ) পেটা = বার, দফা (সি) < পীঠিকা।

পীড়া – (বি) রোগ, বেদনা। (বি)~ ধীড়– বিবিধ রোগ - ব্যাধি। (ক্রি) ~ পানা–ব্যথা পাওয়া। পীড়া–(বি) পীড়ি।

পীড়াল্যা–(বিণ) রোগী।

পু ফেলানা–(ক্রি) গর্ভপাত হওয়া। (পুয়া= পুত্র + ফেলা । পুং-(বি) জমির রস। (তুং চট্ট..; ম. রা.)।

পুং পুং–(বিণ) গভীর (নিদ্রা)।

পুং পুঙ্যা–(বিণ) ফাঁপা, (বি) স্ফীত হওয়ার ভাব; রাগে; অভিমানে থাকা; পচনের ফলে ফোলা; ঢোল হইয়া ফোলা; বর্ষাকালে নদী ইত্যাদির পানি ফোলা।

পুক–(বি) পোকা; কীট।

(বিণ)~চেরা–পোকায় খাওয়া (ফল ইঃ)।

পুগি–(বি) এক জাতীয় দংশনকারী ক্ষুদ্র পোকা। তুং পুকি (সি)। < পোকা।

পুচপুচ সুচসুচ–(ক্রি)-বিণ) অতি সাবধানে (ধরা, ছোঁয়া ইঃ); আলতোভাবে; gently and delicately (handle).

পুচপুচ্যা–(বিণ) নরম বা সহজে ছিঁড়ে এমন (সূতা, দড়ি, কাপড়, পচাগাছ ইঃ)।

পুছ্যানা –(ক্রি) হাত বুলান; স্পর্শ করা। < স্পর্শ ।

পুজা–(বি) স্তূপ। তুং পুঁজ (রং) < পুঞ্জ।

পুজুপুজু–(বি) নিম্নস্বরে গোপনে পরামর্শ করা; গুপ্ত মন্ত্রণা। ফিসফিস করা।

পুজুরি যানা–(ক্রি) সুতা, দড়ি ইত্যাদির পাক খুলিয়া বা আঁশ আলগা হইয়া ছিঁড়িয়া যাওয়া, ফাসিয়া যাওয়া।

পুজুরুং পাজারাং–(বিণ) আজে বাজে; আবোল তাবোল; দুর্বোধ্য (কথা)।

পুঝানা–(ক্রি) মোছা। যেমন পুঝি চারি-চাটিয়া পুটিয়া।

পুঝার–(বি) প্রশ্ন; জিজ্ঞাসা। এটি, 'বিঝারস্ব রূপেও ব্যবহৃত হয়। < পৃচ্ছ।

পুত–(বি) পুত্র। খুত্তাপুত-খুড়তুত; জেট্টাপুত-জ্যেঠত ইঃ (ক্রি) ~পুদানা–ক্ষুদ্রাকার বুদ বুদ উৎপন্ন হওয়া বা করা।

পুত পুদি–(বি) বুদবুদ।

পুত্তিখারা–(বি) গোল্লাছুট খেলার অনুরূপ শিশু কিশোরদের এক প্রকার খেলা।

পুত্তিংগুলা–(বি) এক জাতীয় ক্ষুদ্র ফল। মথা পুত্তিং (ক) -অন্য প্রকার ক্ষুদ্র বন্যফল।

পুদি–প্রত্যয় 'বতীস্ব। যেমন – ধনপুদি।

পুদি পুদি–(বি-বিণ) পাতিপাতি; পই পই; পদে পদে; এক এক করিয়া প্রতিটি জিনিসের ব্যাখ্যা সহকারে। < প্রতি।

পুদিন–(বি) প্রপৌত্র।

পুদুপাদা–(বি) সলা পরামর্শ (সচরাচর গোপন পরামর্শ গুজব।

পুন–(বি) গুহ্যদ্বার; পোঁদ; পশ্চাৎ; পুচ্ছ। (ক্রি)~গলানা – উদরাময় কালে বা অনুরূপ অবস্থায় বাহ্যের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া অজ্ঞাতে বা অনিচ্ছায় (invo-luntarily) স্বল্প পরিমাণে মলত্যাগ করা।

(বি)~ফড়া-যন্ত্রণা; ঝামেলা ।

পুনং চান–(বি) পূর্ণিমার চাঁদ। পুন্দুরী–(বি) পিছনের দিক; নীচের দিক।

পুবুলাক–(বি) ভাপ বাহির হইতে না পারিয়া ভাত তরকারী সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত সরা বা ঢাকনির নীচে স্থাপিত ছেঁড়া একখন্ড পাতা; খাদ্য বস্তুর উপর ঢাকা পাতা। তুং পুইল্যা = ছেঁড়া (ম)।

পুয়া–১. (বিণ) ছেলে বয়সী, ২. (বি) ছেলে। < পুত্র ।

(বি)~কবা–শিশুর কবর।

(বিণ)~পান্যা–ছেলে বয়সী (পুয়া=পুত্র) +পানা=মত)।

পুর–(বি) নির্দ্ধারিত দিনক্ষণ; মেয়াদ। তুং পর (অস্)।

পুরানী–(বিণ) পুরাতন; প্রাচীন।

পুরি ফেলানা–(ক্রি) ভুলিয়া যাওয়া

< পামর পুরুং পুরুং- (অব্য) অনর্গল (ধূম নির্গত হওয়া); গলগল।

পুরুত পুরুত–(অব্য) ঘন ঘন বিদ্ধ করার বা প্রবেশ নির্গমনের ভাব; পানিতে ডুবার শব্দ ও ধূমপানের সময় ঘনঘন টান দেওয়ার শব্দ ।

পুল–(বি) গাছের মাজায় ছিদ্র বা শোলার ন্যায় নরম অংশ; পুরানো শুষ্কফলের নরম শাঁস, তুং পুল=ছিদ্র (সি) (ক্রি)~ দেনা–রোপিত ফলের বা শস্যাদির চারার যেগুলি মরিয়া গিয়াছে বা নষ্ট হইয়াছে সে সমস্ত বিনষ্ট চারার স্থলে নূতন চারা বসান। তুং পুল-চারা (রা., ঢা) ।

পূগ–(বি) পূর্বদিক।

পে (হনা)– বীতশ্রদ্ধ, হতাদর, বিতৃষ্ণ (হওয়া)

পেক–(বি) কাদা; পাঁক। (বিণ)–কাদাপানিতে সিক্ত অবস্থা; জবজবে ভিজা।

পেকচাল–(বিণ) আধসিদ্ধ (ভাত); যে ভাত সিদ্ধ হওয়ার পরেও মাড় বেশী থাকার দরুণ ভিজা কাদার ন্যায় সপসপে (থাকে)

পেকচেই (২) – (বিণ) পরিমাণাতিরিক্ত (খাওয়া); তৃপ্ত হওয়ার পরেও (খাওয়া); বিতৃষ্ণা জন্মান পর্যন্ত (খাওয়া)।

পেখ–(বি) পাখী।

(বি)~বাঝা–পর্ণ কুটির; পাখীর বাসার ন্যায় পলকা ও ক্ষণস্থায়ী বাসা)।

< পেখ+ পঁজা ।

পেগাথ্যা–(বি) নিত্য ব্যবহারে ফলে খাদ্য, পানীয় বস্তু ইত্যাদির প্রতি অরুচি বা বিতৃষ্ণা।

পেগেধেই (বিণ) (১) পেকচেই (২) শব্দের সমার্থক ।

পেঙ্গুল–(বিণ) পিঙ্গলবর্ণ, সুগোল।

পেচ–(বি) আঁচল, আঁচলের খুট।

পেজাং–(বি) চাতাল দাওয়া; চানা দেখ।

পেজাপেচ্যা–(বিণ) প্যাঁচানো।

পেজার–(বি) ছনের ঘরের ছাউনির কাঠি দিয়া বাঁধা চালের একস্তর। তুং বাচার - (ফ); বাজার (রা)

পেজাল–১.(বিণ) খুঁত খুঁত ২. (বি) খুঁত খুঁতে স্বভাব।

পেজেলাং–খিটি মিটি; খুনসুটি ।

পেট–(বি) পেট; মধ্যভাগ; আসল অংশ যথা জারপেন্বট।

(ক্রি)~পুড়ানা-ক্ষুধা লাগা।

পেট্টুয়া–(বিণ) স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণস্বরূপ বড় আকারের পেটওয়ালা; স্বাস্থ্যহীন; দুর্বল।

পেঠ্যা পাদা–(বি) পিঠা তৈরীর এবং মুড়া বা বাঁধার কাজে ব্যবহৃত একপ্রকার বনজ উদ্ভিদের পাতা; পিটালিপাতা।

পেত পেত–(অব্য) অবিরল মৃদু টিপটিপ বা জলবিন্দু বা বৃষ্টিপাতের ধ্বনি।

পেতপেত্যা–(বিণ) ঐ।

পেতপেদী–(বিণ) পেত পেত্যার রূপভেদ।

পেতপেদানা–(ক্রি) ঐভাবে বৃষ্টি পড়া।

পেদা–(বি) নাড়ি ভুঁড়ি। তুং প্যাঁড়া (চট্ট)। নাগস্বপেদা -নাকের ময়লা। তুং ফ্যাদা=ময়লা (ম.), প্যাটা (দি)। < ক্লেদ।

(বিণ)~ টিংটিঙ্যা–ভরপেট। ১. (বি)~ ছাড়ানা - যথাসাধ্য উচ্চস্বরে চীৎকার। (ক্রি) –ঐভাবে চীৎকার করা।

পেদানা–(ক্রি) কুড়ান; সংগ্রহ করা। কজ্যা পেদানা-ঝগড়া করার সুযোগ খুঁজা। কুট্যারী পেদানা – বদনাম করার সুযোগ খুঁজা। তুং প্যাঁড়ানো (চট্ট)।

পেদে পেদে/পেদের পেদের – (বিণ) টিপটিপ (বৃষ্টিপাত); বিরক্তিকর এবং উস্কানীমূলক (কথাবার্তা বা আচরণ)। পেদে ভাদে – (বিণ) বিনাবেতনে কেবল ভাতের বিনিময়ে নিযুক্ত (মজুর)।

পেদেমুরে–(বি) গর্ভাবস্থা।

পেদেরা পেদেরী–(বিণ) সুপ্রচুর।

পেদেরেই (২)–(ক্রি-বিণ) বারংবার একই বিষয়ে পুনরাবৃত্তি করিয়া তিরস্কার সূচক (কথা বলা)।

পেনজাং–(বি) বৌদ্ধভিক্ষু বিশেষ।

পেবের পেবের–১. (ক্রি-বিণ) প্যান প্যান। (অণু)। ২. (বি) অবিরাম মৃদু তিরস্কার।

পেরগা–(বি) গায়ের ময়লা। তুং প্যাডরা (রা., দি, রং), প্যাড = অত্যন্ত ময়লা (রা)।

পেরপেরানা–(ক্রি) তিরস্কার করা। (অনু)।

পেরপেরেই–(বিণ) দ্রুত। (গতির দ্রুততা এবং পিচ্ছিলতার ভাবসূচক)।

পেরা–(বি) বাবুই পাখী তুং পিরিলা (সি) উদ্ভিদাদিতে পূর্ণ-নিম্ন জলাভূমি।

পেরাং–জলাভূমির সন্নিহিত নিম্নভূমি। পেরার রূপভেদ। < পাড়।

পেরাক–(বি) পারাক দেখ।

পেরানা–(ক্রি) আখ প্রঃ পিষিয়া রসবাহির করা; চাপ দিয়া কাজ বা টাকা পয়সা ইঃ আদায় করা। < প্রেষণ (?)

পেরেত–(বি) অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় থাকিতে অভ্যস্ত ব্যক্তি; কদর্য ও নোংরা জিনিস স্পর্শ বা আহার্যে ঘৃণা জন্মে এমন ব্যক্তি। < প্রেত।

পেরেত–(অব্য) দুই ঠোঁট চাপ দিয়া মুখ হইতে নির্গত ধ্বনি; অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি; কাপড় প্রঃ ছেঁড়ার শব্দ।

পেল–(বি) কাপড় প্রভৃতির পাড়; ডোরা।

পেলাং বান্বনা–(ক্রি) উপচাইয়া পড়া; ছাপাইয়া উঠা; সীমা ছাড়ানা।

পেলাক–(২) (অব্য) বড় এবং খাড়া (কান) হাতী, গরু ইঃ বৃহদাকার কানবিশিষ্ট প্রাণীর কান আন্দোলনের শব্দ।

পেলে-পেলে–(বিণ) কানায় কানায় ভর্তি।

পৈধান–(বি) পায়ের দিক। < পদস্থান।

পোগোন–(বি) পনী; পোয়ান। তুং পনী; (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) (বি)~গাছ–(বি) ঝাউগাছ (পবন গাছ?)

পোহ্‌র–(বি) পুকুর।

(ক্রি)~খারা–দাড়িয়াবান্ধা খেলা।

পোহ্‌ল–(বিণ) পয়লা। যেমন, পোহ্‌ল বিয়ানী -প্রথম প্রসূতী।

প্যক প্যক–(বিণ) জবজবে ভিজা।

পিউ কারানা -ক্রি) দীর্ঘস্থায়ী তীক্ষ্ণশীষ দেওয়া।

পিউপিউ–(অব্য) শীষের শব্দ।

প্রুংপ্রাং–(বিণ) দুর্বোধ্য (বাক্য)।

ফ

ফ–(বিণ) বিপরীত দিক হইতে মুখোমুখী বা মিলিত।

(ক্রি)~হনা–ঐভাবে মিলিত হওয়া।

ফং–(বি) গুপ্ত বিষয় প্রকাশিত করা বা হওয়া; ফাঁস হওয়া।

(ক্রি)~গরানা–গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করা।

ফঁচ–(অব্য) সাপ প্রভৃতির ফোঁস শব্দ; হঠাৎ আবদ্ধ বাতাস নির্গত হওয়ার শব্দ; জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ।

ফঁচত–(অব্য) ফঁচশব্দের উচ্চারণ ভেদ।

ফক–১. (অব্য) ফাটার শব্দ। ২. (বি) যোনি (অশ্লীল) < ভগ।

ফকফক্যা–(বিন) ফাঁপা পাতলা কোমল বহিরাবরণযুক্ত (বস্তু); বায়ুপূর্ণ পদার্থের ন্যায় (পাউরুটি ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

ফকফগানা–(ক্রি) বকবক করিয়া কথা বলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর প্রদর্শন করা।

ফকসা–(বিণ) ফোসকার ন্যায় ফোলা।

ফক্কা–(বি) ফোকর; গুহা বা গহব্বরাদির নির্গমন পথ।

ফক্কায়–(অব্য) লুক্কায়িত স্থান বা অন্তরাল হইতে মুখ বাহির করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত শব্দ (শিশুদের ক্রীড়ায় ব্যবহৃত শব্দ বিশেষ)। (কিছুটা না অর্থে ব্যবহৃত)।

ফগদাং–(বি) গোপন বিষয়ের প্রকাশ। (ক্রি)~গরানা–গোপন বিষয় প্রকাশ করা। (ক্রি)~হনা –গোপন বিষয় প্রকাশ হওয়া।

ফগনা–(বি) ফাঁপা বেলুন; বেলুন জাতীয় বায়ু বা জলপূর্ণ বস্তু; মাছের পেটে বায়ুপুর্ণ থলে; বুদ্‌বুদ্। ফোতনা (চট্ট)।

ফগরা–(বি) এক জাতীয় বন্য বেতস যাহার ডগা সবজী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ফগা–(বি) ফক্কার রূপভেদ। (বি)~আবাজ-ফাঁকা আওয়াজ।

ফচফচ্যা–(বিণ) স্পঞ্জের ন্যায় সচ্ছিদ্র এবং নরম।

ফঝা–(বি) ফোসকা।

ফড়ানা–(ক্রি) পুঁড়িয়া যাওয়া; বাধা ভেদ করা।

ফদগা–(বি) ফুটানি; বাবুগিরি; শৌখিন চালচলন; বাবু।

ফদাদেনা–(ক্রি) ফুটা।

ফদাংতাং – (বিণ) সম্পুর্ণ অন্ধকারমুক্ত (প্রভাত, আলো ইঃ); ফরসা (আলো); বিস্ফারিত।

ফদাপত্যা–(বিণ) ফোঁটার ন্যায় চিহ্নযুক্ত বুটিদার; ফুটফুট। < ফোঁটা।

ফনফন্যা–(বিণ) ঝরঝরে শুকনা।

ফবানা–(ক্রি) শ্রমজনিত হাঁপান।

ফরফরানা–(ক্রি) শব্দ করিয়া পাখা ঝাপটান; দম্ভ সহকারে কথা বলা।

ফরা–(বিণ) সর্বাঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে রঙের ছোপযুক্ত; (বি)~শুই–এক জাতীয় গোসাপ।

ফল–(বি) শশা।

ফলল – (বিণ) পরিপূর্ণ এবং লঘু ভাবে ভাসমান অবস্থায় পলপল। (অনু)।

ফলাক (২) – (অব্য) হাতী প্রভৃতির কান বা এ জাতীয় বস্তু আন্দোলনের শব্দ।

ফলানদঘান–(সর্ব) এটাওটা, (বি) রতিক্রিয়া (গূঢ়ার্থে)।

ফলেইয়া–(বিণ) গাভী প্রভৃতির সঙ্গমকালে কামচাড়ন অবস্থা।

ফা–(বি) গুণ নষ্ট হওয়া; স্বাভাবিক স্বাদ নষ্ট হওয়া;

ফাং–(বি) বৌদ্ধভিক্ষুকে ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডে পৌরহিত্য করার জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ, কাজকর্মের শুভ উদ্বোধন; আনুষ্ঠানিক কার্যারম্ভ। < (মঘী)। (অর্থ প্র.)। মুঅ ফাং–কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সম্বন্ধে কাহারও প্রথম উচ্চারিত বাক্য।

ফাংফুং–(বি) অর্থের অযথা ব্যয়; অপব্যয়; পটকাবাজির শব্দ।

ফাঁৎ–(ক্রি-বিণ) বেগে; আকস্মিকভাবে; (সাঁৎ করিয়া) উড়িয়া যাওয়া, নিবিয়া যাওয়া, উবিয়া যাওয়া, শুকাইয়া যাওয়া ইঃ ভাব।

ফাকফাক্যা–(বিণ) পেটে কথা রাখে না এমন (ব্যক্তি); গোপন না করিয়া সরল মনে কথা বলে এমন (ব্যক্তি)। < ফাঁকা (২)

ফাক্কা–(বিণ) প্রাপ্য বা প্রত্যাশিত জিনিস বা ফল হইতে বঞ্চিত। < ফাঁকি।

ফাগ–(বি) দল < ভাগ।

ফাগত সমানা–(ক্রি) দলে ভিড়া।

ফাগছ্যাবাচ–(বি) ছাতা পড়া জিনিসের ন্যায় ভ্যাপসা গন্ধ; তুং ফাকশা (রং., রা)।

ফাগত (২)–(অব্য) গপাগপ (খাওয়া); মুমূর্ষু মাছের ন্যায় ঘন ঘন মুখ হাঁ করা ও বন্ধ করা।

ফাগা–(বি) ফাঁক; গাছের যে অংশে দুই বা ততোধিক শাখাসমূহ বিভক্ত হয় সেই অংশ; অনুরূপ অংশের দন্ড। (বি)~কালা–ভয় বা আশা ভঙ্গের দরুণ মুখ কালো হওয়া।

ফাগারা–(বিণ) ফাঁকিবাজ; প্রতারক; ফক্কর। < ফিকরহ্ (আং)।

ফাগারা–(বি) বড় আকারের কোদাল। <ফাগুরা (হিং)

ফাগালাক – (বি) ফাগা দেখ। যেমন– দ্বিফাগালাক – দুই ফাঁকওয়ালা; তিন ফাগালাক – তিন ফাঁকওয়ালা।

ফাগি–(বিণ) ফাঁকি; চূর্ণ; < ফাগু (হিং)।

ফাগু–(বি) চূর্ণ। < (হিং)

ফাগুত্তুম–(বি) বিভিন্ন বস্তুর বিশৃঙ্খল মিশ্রণ (কুকি প্রথা)। (ব্যাঙ্গে ব্যবহৃত)।

ফাজা–(বি) ফন্দি; ফিকির; স্বভাব।

ফাজালা–(বিণ) বাজে; নিকৃষ্ট; খেলো।

ফার–(বি) কোমর। তুং ফার (সি)।

ফারতদড়ি–(বি) ঘুনসি।

ফাত্তুয়া–(বিণ) নির্দিষ্ট আস্তানা নাই এমন (ব্যক্তি বা পশু); ভবঘুরে; বাউণ্ডুলে। তুং ফাডডুশ (সি)।

ফাদা–(বিণ) ফাটা; ছেঁড়া। (বি)~ লেঙেরা–ছেঁড়াফাঁটা পোষাক।

ফান্নুয়া–(বিণ) ফোলা (গাল)। < ফানুস (?)

ফা-ফা–(বি) পরিশ্রমে, রোগে তৃষ্ণায় বুকে দাহবোধ। পরাণ ফা-ফা–বুকে ঐ জাতীয় দাহবোধ।

ফারাঙী–(বি) কুষ্ঠরোগ। < ফিরঙ্গ।

ফারেক্ – (বি) বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রীয় সূত্র। < পরিত্তা =পরিত্রাণ। (মঘী)।

ফাল–(বি) লাফ; ফাঁস; চুড়ি, আংটি ইত্যাদিতে বেড়।

ফালা/ফালি–(বি) চেরা কাঠপ্র। <স্ফার। নাগ **ফালা**–নাকের ছিদ্র।

ফালি – ফালা দেখ। ফাঁক ফাঁক করিয়া বোনা বেতের ঝুঁড়ি। **সুদাফালি** – ফালাক (২)–ফলাক দেখ।

ফালুক–(বি) লাফ দেওয়ার ভঙ্গি।

ফাল্যানা–(ক্রি) লাফ দেওয়া।

ফিগাফিখ্যা–(বিণ) আড়াআড়িভাবে।

ফিগিলাক্–(বিণ) ফগাফিখ্যা দেখ।

ফিবলক–(বিন) পরস্পরমুখী ব্যক্তি বা বস্তুর সাক্ষাৎ বা সংযোগের অভাব।

ফিবাক–(বি) ঘরের বেড়া, খুঁটি ইঃ শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখার জন্য আড়াআড়িভাবে স্থাপিত দন্ড।

ফির্তি–(বি) নদীর পরিত্যক্ত গতিপথে সৃষ্ট বদ্ধ জলাশয়।

ফী–(বি) গ্রহদোষ; অমঙ্গল; আপদবালাই।

(বি)~**বলা** – আপদ বালাই। < ফী + বালাই

ফু–(বি) মন্দ্রসিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে সাময়িক পুনরুত্থানের ক্ষমতা। এ সম্পর্কে (প্রাচীন বিশ্বাস)।

(অব্য)~**পাড়া**–ঐ জাতীয় ব্যক্তির মুখ হইতে নির্গত শব্দ (ঐ জাতীয় প্রাচীন বিশ্বাস)।

(বি)~**গরানা**–তাঁতে কাপড় বোনার জন্য সূতা গাঁথার পরে সূতার নাল প্রঃ ঠিকঠাক করিয়া তাঁত বোনার প্রথম সূচনা।

ফুং–(অব্য) পটকা প্রঃ বিস্ফোরণের শব্দ।

ফুংফাং–(অব্য) ফাং ফুং এর রূপভেদ।

ফুক–(অব্য) উপর হইতে ঢিল, ফল ইঃ পড়ার শব্দ।

ফুকফাক – ১. (অব্য) পতনের শব্দ; মারধোরের শব্দ। ২. (বি) ফিকির।

ফুক্লুং–(অব্য) পানিতে কোন বস্তু পড়ার শব্দ।

ফুগুদি কানা –(বি) ঘরের দেওয়ালে জানালার ন্যায় জাফরি দেওয়া ছিদ্র; ঘুলঘুলি।

তুং ফকটি = উঁকি (কুম, পা.) ফুচকি (ম) ফুক্কা (চট্ট)।

ফুছ্যানা–(ক্রি) রাজী করানোর জন্য বুঝান; সাধাসাধি করা। <ফুসলান।

ফুজুত – (অব্য) আকস্মিকভাবে নির্গমনের ভাব। (অনু)।

ফুঝি–(বি) মসল্লা জাতীয় শাখ-বিশেষ (রাঁধুনী শাখ)।

ফুঝু ফুঝু–১. (বি) গুপ্তমন্ত্রণা; ২. (অব্য) ফিস ফিস।

ফুঝুকচুক–(বিণ) উঁচু করিয়া ফুলান, ফাঁপান অবিন্যস্ত (চুল, খড় ইঃ)।

ফুঝুকফাঝাক–(বিণ) এলোমেলো; অবিন্যস্ত; উস্কখুস্ক (চুল, খড় ইঃ)। **মন ফুঝুক ফাঝাক**–দুঃখ, ক্ষোভ, অশুভ আশঙ্কা ইঃ কারণে মানসিক অস্থিরতা।

ফুড়–(বি) টিকা; ছিদ্র। < ফোঁড় < স্ফুট।

ফুত–(বি) কাদামাটি তুং (চট্ট)।

ফুত্তুফারক–(বিণ) চরমভাবে পৃথক। তুং ফট করিয়া ছেঁড়া।

ফুদা–(বি) ফোঁটা; ছোট আকারের বুদ্বুদ; ফতুর।

ফুদানা–(ক্রি) ফুটা; প্রসব করা।

ফুদুচ্–(অব্য) সূতা,দড়ি ইঃ টান পড়িয়া ছিঁড়িবার শব্দ। (ফট)।

ফুন –(বি) ফুঁ।

ফুনি–(বি) চিরুণী, মাছের ফুলকা। তুং ফনি (অস্), হুনি (কুম; চট্ট)। < ফনি (প্রা. বাং)।

ফুন্দুরাং–(বিণ) ফোলান। (লোম, পালক ইঃ ফোলানি); যলর্তহ. তুং ওফোন্দ (অস্)।

ফুন্দুরি চুমা–(বি) চূলায় ফুঁ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত চোঙ।

ফুয়াঃ (অব্য) মন্ত্রের শেষে উচ্চারিত আপাত অর্থহীন শব্দ। < ফট।

ফুয়ানা–(ক্রি) পোহান (আগুন, রোদ ইঃ পোহান)।

ফুর গরানা–(ক্রি) বন্দুক, কামান ইত্যাদির গুলি ছোঁড়া।

ফুরবারেং/ফুলবারেং-(বি) পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কারপত্র ইঃ রাখার জন্য বেতের তৈয়ারী ঝাঁপি বিশেষ।

ফুরু ফারা–(বিণ) ছত্রভঙ্গ; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

ফুরুংফারাং–(বিণ) বিশৃঙ্খলভাবে গজাইয়া লম্বা হইয়াছে এমন (দাঁড়ি গোঁফ,গাছের শিকড়, বীজের অঙ্কুর ইঃ)

ফুলফুল–(বিণ) ফুলময়। যেমন, ফুলফুল খাদি–ফুলময় বক্ষবস্ত্র; ফুলফুল গামছা। -ফুলময় গামছা (বিণ)~ চুচু -ফুলফুল দেখ।

ফুলুফালা–(বিণ) আবোল তাবোল (কথাবার্তা)।

ফেঁচু (২)–(অব্য) চাঁপাস্বরে কাঁদার শব্দ।

ফেইয়া–(বি) ক্ষুদ্র কাপড়ের তৈয়ারী ঝুলি (পকেট জাতীয় ঝুলি)।

ফেউয়া–(বি) ফেউ।

ফেক–(অব্য) হালকা বস্তু পতনের শব্দ।

ফে ক্লেক–(অব্য) হালকা বস্তু পানিতে পতনের শব্দ।

ফেচ গরানা–(ক্রি) অবজ্ঞা, বিদ্রুপ, শ্লেষ ইত্যাদির সহিত কথা বলা। < ইস্ করা (অস্)।

ফেচফেছ্যা–(বিণ) কাঁচা মাংসের ন্যায়; নরম ও পিচ্ছিল।

ফেচ্ছুয়া–(বিণ) চাকচিক্যহীন; পাংশু।

ফেজাকচাক – (বিণ) লোম, পালক ইঃ ফোলানো অবস্থায় দাড়িগোঁফ ভরা মুখের অবস্থা।

ফেজেরা–(বিণ) পোষাক -পরিচ্ছদে পাট্যহীন অবস্থা; আগাছায় পরিপূর্ণ।

ফেঝা– (বি) খড়কুটা; আবর্জনা।

(বি)~**কঝা**–নানারূপ আবর্জনা ।

(বি) ~ **মুয়া** – বাঘ (ইঙ্গিতার্থে),

মাধাফেঝা – আভিধানিক অর্থে - মাথার উপরের আবর্জনা; গৌণার্থে নিজস্ব ঝামেলা। তুং ফ্যাযা (ঢা.)।

ফেধা–১. (বিণ) বাজে; অপদার্থ। ২. (অব্য) অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য সূচক অর্থহীন শব্দ। যেমন তুই ফেধা গরিবে-তুমি কচু করবে। তুং (চট্ট.)

ফেধের – (২) (অব্য) বিরক্তিকর এবং মূল্যহীন (কথা বলা বা আচরণ করা)।

ফেধেরা – (বি) ঘন শ্লেষ্মা বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ন্যায় বস্তু; মাংসের পর্দা; কাচা চামড়ার নীচে নরম ঝিল্লী; মাংসের বাজে পিচ্ছিল পদার্থ। তুং ফ্যাদা (ম.); ফ্যাদ্‌ড়া (রা.; দি.)।

ফেবের ফেবের–(অব্য) মৃত্যুকালীন পাখীর তড়পানি বা পাখার ঝটপট শব্দ।

ফের–(বি) দাঁড়িপাল্লার একপাশে ওজনের কমতি পূরণ করার জন্য অন্য পাশের পাল্লায় রাখা বস্তু বা বাটখারা। তুং ফের (অস্)।

ফেরগানা–(বি) রোপা শস্যাদির চারা বা কাটা গাছ পালা ইঃ নূতন পত্র পল্লবের ঝাড় বাঁধিয়া উঠা।

ফেরগেই উধানা–(বি/ক্রি) ফেরগানা দেখ।

ফেরফেরানা–(অব্য) ফেবের ফেবের দেখ।

ফেরানা–(ক্রি) চেরা (বেত প্রঃ চেরা)।

ফেরেচ খেইয়া – (বিণ) পরিপাট্যহীন; অনাকর্ষণীয় চেহারাযুক্ত;

ফেল ফেল্যা–(বিণ) ফিনফিনে; পাতলা।

ফেলা–(বিণ) পরিত্যক্ত।

(বি)~ **ছেলা** – ফেলাছড়া। (বি) ~ **বন** – জুমের জন্য পরিস্কৃত জমির যে অংশ সময় মত আগাছা সাফ করিতে না পারায় পরিত্যক্ত হইয়া জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে

ফেলে ফেলে–(বিণ) ফ্যালফ্যাল (তাকানোর ভঙ্গি)।

ফের্য্যা–(বিণ) বাকপটু; কথাবার্তায় স্বচ্ছন্দ। তুং ফরিয়া (সি., রং)।

ফোট–(বি) প্রাচুর্য। মানয্য ফোট–মানুষের প্রাচুর্য।

বিণ~ **ফোট**–গোলাকার ছাপ বা চিহ্নাদিযুক্ত, < ফোঁটা।

ফোর–(বি) পালক। < পর (ফা.).

(বিণ)~ ফোর্য্যা–বাকপটু; কথাবার্তায় স্বচ্ছন্দ; শুকনা ঝরঝরে (ভাত)। তুং ফরফরীয়া (অস)।

ফুদা–(বিণ) সমস্ত হারাইয়া শূন্যহস্ত; ফতুর।

ফ্যাং–(বি) শূকরের খাদ্য পাত্র। < মঘী

ব

ব–(বি) বাতাস। বড় ব –ঘূর্নিবায়ু। ঠেং ব টানা–দুই পা প্রসারিত করিয়া বা শোওয়া; মৃত্যু হওয়া। < বায়ু

১. (ক্রি)~ দেনা–ধান ইঃ ঝাড়া; ২. (বি) সূতার নাল; তাঁতে পড়েনের সূতা ঢুকাইবার জন্য টানা আলগা করার কাজে ব্যবহৃত সূতা; কচু প্রঃ গাছের গোড়া হইতে উদগত মুত্রাকার ডগা; বটের ঝুড়ি; লতার গ্রন্থি হইতে উদগত শাখা লতা।

(বি)~ নিঝাচ=দীর্ঘশ্বাস।

(ক্রি)~ যানা–গুণ নষ্ট হওয়া।

বইলা–(বি) কচু, কলা, নারিকেল ইঃ পাতার মোটা এবং দীর্ঘ ডাঁটা; বাইল।

বংকুল–(বিণ) বহু দুরে; নাগালের বাহিরে।

বকচরা–(বি) পাখীর গলায় খাদ্যস্থলী; গলা ও বুকের সন্ধিস্থল।

বকচা–(বি) বোঁচকা। < বুগচা (তুর্কী)।

বকবক্যা–(বিণ) ফুটন্ত (পানি ইঃ); টগবগে। (অনু)।

বক্যা–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ। কিছুই না হওয়া, প্রয়োজন না থাকা ইঃ অর্থে ব্যবহৃত। যেমন–মর বক্যা রইয়ে - আমার বয়ে গেছে। বাগিবক্যা -বাকি বকেয়া।

বগরা–(বিণ) ফোকলা। তুং বোকরা (রা., কুম)

(বি)~কত্তিম্ব–নলিচা ভাঙা কত্তি।

বগল–(বি) বগল। বগলত থানা–(বিণ) পথে না পড়া কোন স্থান যাত্রাপথ হইতে দূরে থাকা। তুং বাউলি কাটা।

বগলিক–(বি) কলা প্রঃ গাছের নরম মাজা। তুং (চট্ট., নো)

বঙবঙানা–(ক্রি) ভনভন করা (মাছি ইঃ ভন ভন করা)। (অনু)।

বম্বচ–(বি) বয়স।

বজং–(বিণ) খারাপ; বাজে, বদ । তুং বেয়া (অস্)। < বম্ব আয় (আং)।

বজা–(বিণ) অলঙ্কার শূন্য (অঙ্গ)! বোঁচা।

বঝরী – (বি) পিন্ডদানাদি অনুষ্ঠানসহ মৃত্যুবার্ষিকী; সপিন্ডীকরণ।

বঝানা–(ক্রি) বসা; বসানো; তলানী পড়া; খিতান; জমিয়া যাওয়া।

বড়–(বি) ট্যাবলেট আকারে প্রস্তুত বৃহদাকার গুটি; ফলের আঁটি। ডাইলের বড়া। কানবড়া-কর্ণমূল।

বত্তা–(বি) খদির বৃক্ষ।

বদানা–(ক্রি) গুটান; প্যাঁচান; জড় করা; দলে ভিড়ান; রাজী করান। ঝাক বদানা–দলবদ্ধ হওয়া। তুং বটওয়ানা (হিং)।

বদাবত্যা–(বিণ) পাকানো; প্যাচানো।

বদাবদি–(বি) মল্লযুদ্ধ।

বদোল–(বি) মাটির উপর দিয়া ভারী বস্তু (গাছের গুড়ি, নৌকা ইঃ) বেগে টানিয়া নেওয়া। (অব্য) এই প্রক্রিয়ায় উচ্চারিত ধ্বনি। < বদর (?)

বন–(বিণ) বন্ধ; বন্ধ। যেমন, দিকবন-বন্ধ দিক। পাড়াবন-বন্ধ পাড়া।

(ক্রি)~বনানা–বন বন করিয়া জ্বলা।

বনা–(বি) আঁটি; বান্ডিল। বন্দা-বনার রূপভেদ।

বন্যা–(বি) বন্য পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গের অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধি, যেমন উন্দুর বন্যা-ইঁদুরের বন্যা অর্থাৎ ইঁদুরের অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধি। এভাবে কুড়া বন্যা, ফিড়িং বন্যা ইঃ।

ববগ (২)–(অব্য) তাপে তরলপদার্থ ফুটিবার শব্দ; টগবগ শব্দ। (অনু)।

বমানা–(ক্রি) বোঁ বোঁ শব্দ করা; উচ্চ কণ্ঠে বা উত্তেজিতভাবে কথা বলা। আঘাচ বমানা-উর্দ্ধাকাশে প্রবল বায়ু প্রবাহজনিত শব্দ হওয়া। কান বমানা–কানে বোঁ বোঁ শব্দ করা। (অনু)।

বম্বা–(বি) বাশের চোঙ ইত্যাদিতে তৈল পুরিয়া ইহার মুখে ন্যাকড়া, সলিতা লাগাইয়া তৈয়ারী মশাল, বাঁশের চোয়ার তৈয়ারী মশাল।

বয়ার–(বি) বাতাস।

বর–(বি) বরজ

বরকদি–(বি) বরবটি।

বরকন্যা–(বি) বিবাহের সময় কনে সাজাইবার জন্য অন্যের নিকট হইতে সাময়িকভাবে ধার করা (অলঙ্কার, পোষাক ইঃ); ধার করা অলঙ্কার ইঃ। তুং বরকৈন্যা=ধার (চট্ট)।

বরল–(বি) মুখব্রণ।

বরলা–(বিণ) ব্রণযুক্ত, পুরু ও রুক্ষ চর্ম বিশিষ্ট। (বি) ~মু–ঐ জাতীয় মুখ।

বরাঙা–(বি) ঠাকুরদিদি (সম্বন্ধে)।

বরামত–(বি) ভাংচি।

বরাহ্–(বিণ) বধির। < হিং।

(বি)~শুগর–মুখ শুকরের ন্যায় কিন্তু পা কুকুরের ন্যায় এরূপ একজাতীয় বন্য প্রাণী। < বরাহ।

বরে এযানা –(ক্রি) সামর্থ্যে কুলান।

বর্গা–(বি) লুঠের লুক্কায়িত মাল। তুং (চট্ট)।

বর্গী–(বি) মোটা সূতায় দেশী তাঁতে বোনা চাদর বিশেষ।

বর্তা–(বি) বর; আশীর্বাদ।

বর্মা– (বি) আগুন।< ব্রহ্মাগ্নি।

বর্য্যাল–(বি) ধানের শস্যহীন খড়; জারনা।

বল–(বি) বল; শক্তি।

~বলা–নির্ভীক; স্বাধীনচেতা; স্বচ্ছন্দ। হাদানা বল-হাঁটাই একমাত্র কাজ।

~দেনা–(ক্রি) সাহায্য করা।

(ক্রি) ~পড়ানা – শক্তি ক্ষয় হওয়া; ক্লান্ত হওয়া।

(ক্রি) ~পানা–অন্যের সাহায্য লাভ করা।

~ পেইয়া – নির্ভয়, নিরুদ্বিগ্ন; স্বচ্ছন্দাচারী। অবস্থানের কারণে আরামপ্রদ (স্থান)।

-বলা – প্রত্যয় বিশেষ 'ওয়ালাস্ব। যেমন হাতবলা-হাতল ওয়ালা।

বলাক–(বি) নোলক। < বলয়।

বলানা–(ক্রি) বাড়া; শক্তি সামর্থ লাভ করা; অভ্যস্ত হওয়া; দক্ষতা অর্জন করা। আমন্ত্রণ জানানো; বোলান (হিঃ)।

বলাজোরে–(ক্রি-বিণ) জোরপূর্বক। (বিণ) পরস্পর বা অনেকের সাহায্য ক্রমে।

বলি–(অব্য) বলিয়া, মনে করিয়া; হেতু; জন্য।

বলী–(বিণ) বলবান; উর্বর।

(বি) ~খারা–বলী খেলা।

বলে/ভলে –১. (বিণ) কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে। ২. (অব্য) সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, সম্ভাবনা ইঃ প্রকাশক শব্দ।

~**বলে**–(ক্রি-বিণ) অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

বল্লুয়া–(বিণ) অনুন্নত, যেমন, বল্লুয়া মুল্লুক-অনুন্নত এলাকা।

বহ্–(অব্য) গবাদি পশু থামাইবার সঙ্কেত ধ্বনি।

বহ্ত – (বি) বসন্তরোগ। ক্ক্রবহ্রা – (বিণ) বধির।

বা/বাহ্/বাআ–(বি) বাবা (সম্বোধনে); পাখী ইত্যাদির বাসা; আস্তানা; বাহু; (বিণ) বাহির। বাসী। যেমন, বাম্ব পানি- যে পানি ব্যবহার না করিয়া দীর্ঘ সময় ফেলিয়া রাখা হইয়াছে।

(ক্রি)~**থানা**–ঘরে না ফিরিয়া বাহিরে রাত কাটানো তুং বাঁহ লৈ থকা (অস্)।

বাইনী–(বি) প্রশংসা; বাখান।

বাকবাক্যা–(বিণ) বড় আকারের প্রসারিত মুখ (ঘা)।

বাক্কোন–১. (বিণ) খর্বকায়; বামনাকৃতি বিশিষ্ট। < বামন।

বাগ–(বি) কৃষিক্ষেত্র এ কাজের অংশ; কৃষিকাজ।

বাগলী–(বি) চুলা হইতে গরম হাড়ি, পাতিল নামানোর জন্য বাঁকানো লোহার দুইটি দন্ডযুক্ত আঁকড়া; বেড়ি; বাউলী।

(ক্রি)~**মারানা** – পাশ কাটান; পথ। ঘুরিয়া যাওয়া; ঘাই মারা। তুং বাউলি কাটা (সি; রং)।

বাগা–(বি) নৌকার তলায় বাঁকা কাঠের কাঠামো বিশেষ। < বাঁক।

বাগাতিলা–(বি) একজাতীয় সাপ। তুং বাকাসাপ (চট্ট)।

বাগানে–(অব্য) প্রতি। যেমন – দিনবাগানে-প্রতিদিন।

বাঘ এধা–(বি) আভিধানিক বাঘম্ব ইধী অর্থ বাঘের এঁটো। (অব্য) গালি বিশেষ (ব্যবহার্থে)।

বাঘে মার্য্যা–১. (বিণ) আভিধানিক অর্থঃ বাঘে যাহাকে মারিয়াছে। ২. (অব্য) গালি বিশেষ।

বাঘেই মাচ–(বি) এক জাতীয় বৃহদাকার মাছ; বাঘার মাছ।

বাঘোর–(বি) গন্ধ দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত ধনিয়া পাতা। তুং বাখর (দি.)।

বাঙ–(বিণ) বাম।

বাঙদী–(বি)। (স্ত্রীলিঙ্গ) বাঙ্গালিনী।

বাঙরী–(বি) হাতের চুড়ি; খারু; বাঁউরী ইঃ।

বাঙামছ্যা–(বিণ) আড়াআড়িভাবে এক কাঁধ হইতে বিপরীত পাশে ঝুলান অবস্থায়।

বাচ–১. (বি) বাঁশ; গন্ধ। ২. (বিণ) বাসী।

(বি)~খড়ম–রণপা।

বাচ্চুরী/ভাচ্চুরী–(বি) বাঁশের কোঁড়া।

বাজা–(বি) হারমোনিয়াম। তুং বাজা (হিং)। < বাদ্য।

বাজার পুড়ানা-(ক্রি) মৃত্যুকালীন প্রবল তৃষ্ণা বা দাহ বোধ হওয়া।

বাজি–১. (বিণ) বাজিকর। ২. (বি) যাদুর খেলা (ভোজবাজি); এ জাতীয় চিত্তাকর্ষক খেলা ।

(বিণ)~বুজি–হাঁ না ভাব; গড়িমসি; নিমরাজি ভাব। তুং বাযিবুযি (ম.)

বাজেই–(বি) ক্ষুদ্র অস্থায়ী কুটির।

বাজেইয়া–(বিণ) পরীক্ষিত; যাচাইকৃত। < বাজান।

বাঝা –১. (বি) বাসা; বাছা (সেরা অর্থে)। ২. (ক্রি) বাছাই করা।

বাঝানা–(ক্রি) লাগা; লাগান; আটকান, পক্ষ অবলম্বন করা; জড়িত হওয়া; সংগঠন করা। তুং (চট্ট)। < বদ্ধ।

বাঝেই দেনা – (ক্রি) লাগাইয়া দেওয়া; লেলাইয়া দেওয়া; (কাজ) করিতে বলা। (নিজন্ত ক্রিয়া)

বাঝুকবাঝাক–(বিণ) অস্বস্তিকর; অস্বাচ্ছন্দ্য।

বাটচানা-(ক্রি) অপেক্ষা করা। তুং বাড় চাওয়া (দি., সি); বাটচানা (অস্)।

বাডা পানা–(ক্রি) ভাগ পাওয়া। <বন্টন।

বাডোল–(বি) বাঁটুল, ধনু ।

বাডিদেনা–(ক্রি) বাটিয়া দেওয়া ।

বাড়ন্ধী–(বিণ) বাড়ন্ত অবস্থা।

বাড়বুয়া–(বিণ) অহংকারী। < বাড়।

(বিণ)~ পুন – পুচ্ছবিহীন (এক জাতীয় মুরগী)।

বাড়ি–(বি) লাঠি; কাঠি। < বর্ধিকা লাঠির আঘাত।

বাঢ়া–(বিণ) বেশী; পরিমাণাতিরিক্ত দুষ্ট।

(বি)~কথা–অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা বা অলক্ষুণে কথা।

বাঢ়ানা–(ক্রি) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া; বাড়ান; প্রসারিত করা।

বাঢ়া বার্য্যা–(বিণ) বাড়াবাড়ি; দুষ্টামি।

বাঢ়েই দেনা (ক্রি) পৌছাইয়া দেওয়া; আগাইয়া দেওয়া; প্রসারিত করা।

বাঢ়োন–(বি) বাড়া ভাত তরকারী ইত্যাদির পাত্র।

বাত্যানা–(ক্রি) আহবান বা আমন্ত্রণ জানান। < (হিং)।

বাত্যেই দেনা–(ক্রি) বাতলান।

বাদানা–(ক্রি) বাটা; পিষা।

বাদাল্যাযানা–(ক্রি) ভাগ হইতে বাদ পড়া। < বাদ।

বাদি–(বিণ) অর্দ্ধপক্ক; ফল ইঃ পকিবার পূর্ব অবস্থা। < বতিয়া (হিং)।

বাদোল্–(বি) ধনু বিশেষ।

বাদে–(বিণ) অবস্থায়। যেমন, সেবার বাদে; সেনেবাদে; সেবেদে ইঃ।

বাদেই দেনা – (ক্রি) সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা; কৈফিয়ত দেওয়া। < বাত (হিং)।

বাধি–(বিণ) বেঁটে।

(বিণ) ~মুধি–বেটে খাঁটো। (অণু)।

বাধোই–(বি) ভাদুই পাখী।

বান–(বি) বন্যা; বাঁধ; দৈহিক গঠন বা শক্তি।

(বি~দড়–দৃঢ়বাঁধ ; শক্ত বাধুনী।।

(বি)~নরম–নরম বাঁধা।

বানবান–(বিণ) পেশী বহুল; বলিষ্ঠ; দড়ি, বেত ইত্যাদির বাঁধন। < বাঁধন।

বানা–(বি) পতাকা। কবি আলাওলঃ বানা– ছত্র নানা বর্ণ।

- বানা–১. প্রত্যয় বিশেষ. (পুং লিঙ্গে ব্যবহৃত)। ২. (বি) স্বভাবযুক্ত ব্যক্তি; জাত; যেমন–নুদী বানা, কুত্যারী বানা ইঃ। < বৎ (বন্ত)। (স্ত্রীলিঙ্গ বানি < বতী শব্দের অনুকরণে সৃষ্ট)।

বানা –(অব্য) কেবল মাত্র; ধাঁধা। < পনহ (অপভ্রংশ) < পণ্হো (পাং) = প্রশ্ন।

বানাঃ–(ক্রি) বাছা; বাওয়া (দাঁড় ইঃ বাওয়া; বহা (বাতাস ইঃ বহা)। মু বাম্বনা–খাদ্যের বাছ বিচার করা।

বানি–(বি) বানানোর পারিশ্রমিক।

-বানি – ১. (বিণ) স্বভাব যুক্ত। < বতী। ২. প্রত্যয় বিশেষ। (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত) যেমন–কুত্যারী বানি-কুটিল মনের অধিকারিণী (স্ত্রীলোক)। (নিন্দার্থে)।

বানিমরা–(বিণ) যে কয়লা লাকড়ির আগুন তাড়াতাড়ি নিভিয়া যায়। ('বান্যাম্বর অর্থাৎ সুবর্ণ বণিকের জলে ভিঝানো কয়লার প্রকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া)।

বানী–(বি) বাঁদী।

বান্দর–(বি) বানর।

(বি)~কাশ–ঘুংড়ি কাশি।

(বি)~ঘিলা–গাঢ় বাদামী বর্ণের এক জাতীয় বন্য গিলা (ভেলাফল); চামড়ার কাঠিন্য; কড়া।

(বিণ) মৃগী রোগী (বি)~পাগল–মৃগী রোগ ।

(বি)~পুন পুঝা বাচ্ছুরী–মৌসুমের শেষে উৎপন্ন ছোট আকারের বাঁশ কোড়ল।

বান্ধরী মা হাড়–(বি) বেতের ঝুড়ি ইঃ বোনার সময় ঝুড়িতে ছিদ্র করার জন্য ব্যবহৃত সচরাচর মোটা হাড়ের তৈয়ারী সুঁচালো এক প্রকার হাতিয়ার।

বান্ধানা – (ক্রি) খাসী করা, বাঁধানো; castrated (bull) তুং বান্ধোয়া = গরু (অস্)।

বান্ধোই–(অব্য) সমবেদনা প্রকাশক শব্দ। তুং আহাঃ বেচারা। তুং বালদাই- আদরের ধন (সি)।

বান্যা–(বি) সেকরা। তুং বনিয়া (হিং)। < বণিক।

বাবত–(অব্য) প্রকার। < বাবত (অর্থ প্র.)।

বাবর্ত্যা – (অব্য - বিণ) বাবত দেখ। বাবদ–(অব্য) বাবদ; দরুণ ।

(বিণ)–বাবদ বিবিধভাবে; প্রত্যেক প্রকারে।

বাবাক (২) –১. (বিণ) অট্টহাসি। ২. (অব্য) অট্ট হাসির শব্দ।

বাভানা–(ক্রি) বাড়াইয়া দেওয়া; প্রসারিত করা।

বাভাবাপ্যা–(বিণ) একজনের হাত হইতে অন্যজনের হাতে বা কোন জিনিসের শেষ প্রান্ত হইতে অন্যটির প্রথম প্রান্ত শুরু করিয়া এইভাবে পরস্পরাগত অবস্থা।

বাম–(বি) এলাকা, গবাদি পশুর চারণ- ক্ষেত্র। তুং বাম-পতিত জমি।

বামানা–(ক্রি) গতিপথ হইতে বিচ্যুত হওয়া; লক্ষ্যচ্যুত হওয়া।

বায়বাগান–(বি) বাগান বাগিচা।

বার্রা–(বি) বাহু।

বারানা–(ক্রি) কোন জিনিসের প্রথমবার ব্যবহারা করা। তুং (নো.খু)। সুম বারানা–নষ্ট করা।

বারিজা–(বি) বাগিচা।

বারিঝা–(বি) বর্ষা।

বারেং–(বি) বড় আকারের ঝুড়ি বিশেষ।

বারোচ–(বি) বারুদ।

বার্গী–(বি) বড় আকারের এক জাতীয় পাখী (সম্ভবতঃ সারস জাতীয় পাখী বিশেষ)

বার্য্যানা–(ক্রি) বাড়ি দেওয়া; আঘাত করা। < বাড়ি।

বাস–১. (বিণ) গন্ধযুক্ত; বাসী; সুসম্পর্কের হানি (হওয়া)। ২. (বি) গন্ধ; আঁচ বা আভাস।

বাসনা–(বি) আদর শব্দের সহচর শব্দ। যেমন আদর বাসনা-আদর আহ্লাদ।

বালা–(বি) একজনের একদিনের শ্রম।

(ক্রি)~ধারানা–নিজের কাজের দ্বারা অপরের নিকট অনুরূপভাবে দায়বদ্ধ হওয়া।

(ক্রি)~ বদানা–কোন কাজের জন্য অনেকে মিলিয়া একজোট হওয়া।

(ক্রি)~সিরানা–দেয় শ্রম দিয়া বা প্রাপ্য শাস্তি ইঃগ্রহণ করিয়া দায়মুক্ত হওয়া।

(ক্রি) ~মারান–শিং দিয়া সজোরে ঢুঁ মারা; দা তরবারী ইঃ অস্ত্র দ্বারা পাশের দিকে (sideways) আঘাত করা। তুং (চট্ট)।

বালা উধানা–(ক্রি) ক্রমান্বয়ে গুণের অপকর্ষ ঘটা; বংশ গৌরবের হানি হওয়া; উদ্ভিদাদির একস্থানে ক্রমাগত বংশবৃদ্ধির ফলে। নিবীর্য হইয়া পড়া; degenerate. তুং বালা–কমপুষ্ট (ঢাঃ)।

বালা হনা–বালা উধানা দেখ।

বালি–(বি) নাক বা কানের আংটা জাতীয় অলঙ্কার বিশেষ (সচরাচর রূপার তৈয়ারী নাক কান ফুটা করার জন্য সাময়িকভাবে ব্যবহৃত। তুং (ম.) <বলয়। বাহ্-বা, দেখ। (বি) হাত সমেত বাহু দৈর্ঘ্য পরিমাণ; বাড়া (যেমন– এক মুগোর বা দ্বিমুগোর ন লাগিব-এক মুগরের চাইতে দুই মুগরের ঘা লাগিবে না। এক মুগোর ক্ক বা হদ নয়-এক মুগোরের ঘা দেওয়ার দরকার হইবে না (অর্থ প্র.)। (এখানে সক্ষম অর্থে ব্যবহৃত)।

বাহ্চ–(বি) শুকনা লাউয়ের খোল; বাওয়াস্ লাউ; ছোট জাতীয় লাউ।

বাহ্ন–(বি) বাণ; মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ।

বাহ্র –(বিণ) বাহির।

বাহ্লাতা–(বি) বাড়া। < বহির্দ্ধা।

বাহু–(বি) বাজু (হাতের অলঙ্কার)।

বি-প্রত্যয় বিশেষ। স্ত্রীলোকের নামের শেষে প্রযুক্ত শব্দ।

< বিবি অথবা বাই (তুর্কী)।

বিকবিক্যা–(বিণ) চঞ্চলস্বভাব; চপল হাসি তামাশা করার প্রকৃতি সম্পন্ন।

বিগিধি–(বি) ঠাট্টা তামাশা; কৌতুক; ইয়ার্কি। তুং ভেরাকুটি (অস্)

বিজক–(বি) বংশ তালিকা, Annals, পুরাবৃত্ত তুং বিজক–পরিচয়জ্ঞাপক টিকেট (দি.) বুরঞ্জী (অস্)।

বিজন্যা হাড় – (বি) স্কেপুলা তুং বিচনী (অস্)।

বিজলী খারা–(বি) নৌকা বাইচ।

বিজার–(বি) জিজ্ঞাসা। < পুছ।

বিজাবিচ্যা (ঠেং)-(বিণ) ভয়, সঙ্কোচ বা তাড়া হেতু সহজ ও সরল গতিতে পা ফেলিতে না পারা অবস্থা।

বিজিত্যা–(বি) মচকানি।

বিজিদানা–(ক্রি) মচকাইয়া যাওয়া।

বিজিদিযানা (ক্রি) পিছলানা; ফসকান।

বিজিরানা–(ক্রি) হাতড়ান; খোঁজা। তুং বিচারিয়া (রাজমালা, ১ম লহর, পৃঃ৪১) বিসরানো (ম., সি)।

বিজুংবাজাং–(বিণ) বিকৃত মুখভঙ্গী; বলিবে কি বলিবে না এ প্রকার দ্বিধান্বিত ভাবসূচক মুখভঙ্গী; কাঁচুমাচু।

বিজোল–১. (বিণ) পিচ্ছিল। ২. (বি) আঠাল বস্তু। তুং বিজল (অস্); বিজলা (রা.); বিযল (চ., ম)। < বিজ্জল (সং)।

বিঝা–বি) শুঁয়া পোকা। < বিছা।

বিঝানা–(ক্রি) বিছানো।

বিঝার–(বি) জিজ্ঞাসা; প্রশ্ন; পুছার এর বিকৃত উচ্চারণ। < পুছা।

বিঝিথ্যা–(বিণ) অঙ্গের কোন স্থান ব্যথাযুক্ত বা বিষযুক্ত (হওয়া) বারংবার একই খাদ্য পানীয় ইঃ ব্যবহারের ফলে -বিষবৎ (মনেহওয়া)। < বিষ

বিঝিরা–(বিণ) নিষিদ্ধ, বে আইনী; গুপ্ত। তুং বিষারা (সি.)।

বিঝু–(বি) বাংলা পুরাতন বর্ষের শেষ দুই দিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে পালিত উৎসব। < বিষুব।

বিঝুম যানা–(ক্রি) বিষম খাওয়া।

বিদ বিদেই / বিদিংবাদাং – (বি-বিণ) তড়িঘড়ি; তৎক্ষণাৎ।

বিদিযানা–ক্রি) ঘটিয়া যাওয়া; কাল অতিবাহিত হওয়া। < বিতনা (হিং)।

বিদু–(অব্য) আশ্চর্য্যবোধক শব্দ। যেমন– ও মম্ব বিদু-ওগো আমার দিদি (অনুনয়, প্রীতিও স্নেহ সম্ভাষণে ব্যবহৃত)।

বিদো–(বিণ) বহু; বিস্তর।

বিনি আধা–(বিণ) নাছোড় বান্দা।

বিনিসূদা–(বি) হরিদ্রাভ বাদামী বর্ণের এক জাতীয় তুলা।

বিবির বিবির–১. (অব্য) গায়ে পিঁপড়া চলার ন্যায় মৃদু চুলকানির অনুভূতি। ২. (বি) চঞ্চলভাবে চলাফেরা।

বিয়াছুট – বি) বিবাহ অনুষ্ঠানের পরে বরকনের একত্রে কনের পিতাগৃহে আনুষ্ঠানিক যাত্রা; দ্বিরাগমন।

বিয়াত্রা–(বি) দেবতা বিশেষ। < বিখাত্রা (ত্রিং)।

বিয়ানী–(বি) প্রসূতি।

বিরবিরানা–(বি) গায়ে পিঁপড়া চলার ন্যায় সুড়সুড়ির অনুভূতি। (অনু)।

বিরবির্য্যা–(বিণ) মসৃণ; পিচ্ছিল। (অনু)।

বিরিযানা–(ক্রি) কাপড়ের কোন স্থানে টানা বা পড়েনের সরিয়া যাওয়া; এইভাবে আংশিক ছিঁড়িয়া যাওয়া; ফাঁসিয়া যাওয়া। < বিবৃত।

বিরিস্বখ–(বি) উপকথায় বর্ণিত গাছ বিশেষ। < বৃক্ষ।

বিরিস্বচ–(বি) ষাড়ের ঘাড়ের উপর স্ফীত মাংসপিণ্ড; ককুদ। < বৃষ।

বিরিত–(অব্য) আকস্মিকতাওপিচ্ছিলতার ভাবসূচক শব্দ।

বিলি/বিলিনে–(অব্য) বলিয়া; (মনে করিয়া;) হেতু; জন্য। যেমন-তে গরিব বিলি মুই নহ্ গরঙ-সে করিবে মনে করিয়া আমি করি নাই। বৈদ্য বিলি কি বেস্বক পীড়া গম গরি পারে? -বৈদ্য বলিয়া কি সব রোগ ভাল করিতে পারে?

বিলে–'বলেস্ব শব্দের রূপভেদ। (অব্য) অনিশ্চয়তাবোধক শব্দ। যেমন তে বিলে যেব- সে নাকি যাইবে।

(বি)–~কথা–গুজব; অপরের মুখ হইতে শোনা অসমর্থিত বা ভিত্তিহীন কথা।

বিলেই–(বি) বিড়াল। < বিল্লী (হিং)।

(বিণ)~হাত–চট করিয়া মারিতে অভ্যস্থ এমন স্বভাবযুক্ত।

বিলেস্বই দেনা –(ক্রি) বিলান; ছড়ান; ব্যাপ্ত করা।

বিলেস্বই বিলেস্বই–(বিণ) বিনাইয়া বিনাইয়া (কাঁদা)। বীজ

বীজিদি–(বি) নানা প্রকারের ফল মূল বা শস্যাদির বীজ।

বীজা–(বি) অন্ডকোষ। < বীজ বা বীর্য।

বীজানা–(ক্রি) পাখা ইত্যাদির সাহায্যে বাতাস করা; ডানা নাড়া (পাখী ইত্যাদির ডানা নাড়া); কাঠি, দণ্ড, অস্ত্র ইঃ ডানে বামে সঞ্চালন করা। তুং বিচা (ঢা.)।

বীজি–(বি) বীচি; দানা।

বীজিবীজি–(বিণ) দানাদার; পোক্ত (শস্যাদি আধিক্যার্থে)। তুং (দি.)।

বীজোন–(বি) বীজনী।

বীজোন্যা হাড় – (বি) কাঁধের ফলকাস্থি; scapula. তুং বিচনী। < বীজনী (সাদৃশ্যার্থে)।

বীজোর–(বিণ) বীজের জন্য রক্ষিত।

(বি) ~রাদা–বীজের জন্য রক্ষিত মোরগ।

(বি) ~বেগুন–একমাত্র পুত্র।

বু অ–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ। বিস্ময়, ভয়, হতাশা ইঃ বোধক শব্দ। যেমন- হয় বু অ-হয় যে; পড়েত্তে বু অ- পড়িতেছে তো।

বু আ–(অব্য) বাক্যরীতি বিশেষ। নিশ্চয়তা, নির্দেশ, আদেশ, উৎসাহ ইঃ বাচক শব্দ। যেমন– হয় দে বু আ-বাস্তবিকই; যেদে বু আ- যাও তো; নুয় বু আ-না তো। নির্দেশার্থক প্রত্যয় টি, টা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার Affectionate ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বাচ্চুম্ববুয়াম্ব।

বুং–(বি) পিঠের শিরদাড়ার দুই পাশের মাংসপিণ্ড; বেত বা চেঁচাড়ি নির্মিত শস্যাদি রাখিবার বৃহদাকার মরাই.; চারার গোড়ায় বেষ্টনীযুক্ত ভরাট মাটির টিপি।

বুক গড়ানা –(ক্রি) বুকের উপর ভর দিয়া বসা।

বুক পাড়ানা–(ক্রি) বুকের উপর ভর দিয়া শোয়া।

বুক্কা–(বি) বাঁশের ভিতরের দিকের অংশ; শশা, লাউ ইঃ ফলের বীচিযুক্ত ভিতরের অংশ। < বুক।

বুগানা–(ক্রি) পিঠের উপর রাখিয়া বহন করা। পিঠের উপর চাপ দিয়া বসা।

বুগাবুক্যা–(বিণ) একের পিঠে অন্যে আরূঢ়াবস্থা।

বুগি–(বি) পিঠের উপর বাহিত মোট বা বোঝা।

বুঝ দেনা–(ক্রি) বোধ দেওয়া।

বুঝ পানা–(ক্রি) বোধ পাওয়া।

বুঝ^{O}–(ক্রি); বুঝলে; বুঝেছ ইঃ (অনেক সময় সংক্ষিপ্তভাবে উচ্চারিত হইয়া আদ্যাক্ষর লুপ্ত অর্থাৎ নফফধ্রণ হইয়া কেবল 'ঝম্ব উচ্চারিত হইতে শোনা যায়।

বুড়ু–১. (ক্রি) ডুব। (ক্রি) ~ পাড়ানা– ডুব দেওয়া; ডুবা। তুং (ঢা. সি. কুম)। ২. (বি) আনুষ্ঠানিক শুদ্ধিক্রিয়া বিশেষ।

বুড়ানা–(ক্রি) ডুবান; ডুব দেওয়া; ভিজান। তুং কলসী বুড়াইয়া কন্যা জলে দিছ ঢেউ। (ম.)।

বুড়ী শিল–(বি) সাদা রঙের শক্ত নুড়ি পাথর।

বুড়োছ্যা–(বিণ) বুড়াটে। আধ বুড়োছ্যা- পৌঢ়াবস্থা।

বুথি–(বি) বাতির সলিতা। < বর্তিকা।

বুধু–(বি) বোঁটা।

বুব– (বিণ) বোবা।

- বুয়া–(অব্য) নির্দেশক প্রত্যয় 'উয়াম্ব-এর উচ্চারণ ভেদ। টি, টা ইঃ, বাঃ বুয়াই (?) (অব্য) পাখী তাড়ানোর রূপ ভেদে ইহা শব্দ। 'উয়াইম্ব রূপেও ব্যবহৃত।

বুয়ানা–(ক্রি) বহন করা।

বুয়েই দেনা–(ক্রি) বাহিয়া দেওয়া; আত্মসাৎ করা; হঠাৎ লাভ করা। তুং মারিয়ে দেওয়া।

বুরুচ উধানা/বুরুশ উধানা–(ক্রি) সর্বস্বান্ত হওয়া। < তাসের এক ধরণের খেলা হইতে উৎপন্ন শব্দ।

বুরুস্বচ–(বি) বুড়া আঙ্গুলের প্রস্থ পরিমাণ দৈর্ঘ্য। < বুরুল।

বুর্ঝ্যা–(বি) বুড়া। < বুড়া+ইয়া।

বুলি/ভুলি–বিলির উচ্চারণ ভেদ।

বেই–(বি) বড়বোন্ দিদি; ঠাকুরদি ইঃ, প্রেমাষ্পদা (অশিষ্ট) (?) < বুই (ত্রিং) বু (সি.); বাই (অস্)

বেকচ্যা–(বিণ) অসুবিধাজনক < বে+কোয়াচ।

বেক্‌খুন–(বিণ) সবগুলি।। < বেহ্‌েক = বেবাক + গুম্বণ।

বেগার – (বি) ব্যবসা; বেপার; বিনা পারিশ্রমিকে খাটা; বাধ্যতামূলকভাবে নির্দ্ধারিত বেতনেশ্রমদান। < (ফা.)।

বেগেয়া–(বিণ) অশ্লীল! < বেহায়া

বেগ্য–(বি) অশ্লীলকর্ম।

বেঙচাগা–(বিণ) বুকের উপর চাপ দিয়ে শোওয়া অবস্থা।

বেঙফাল–(বি) বেঙের মত লাফ।

বেঙা–(বিণ) বাঁকা।

বেঙাকঙা–(বিণ) বাঁকাচোরা।

বেঙেনা–(বি) বেঙাচি।

বেচ–(বিণ) বেশী। (বি) বাইস; মাছের পোনা এক বয়সী শাবক বা ছেলেমেয়ে; এক সঙ্গে যতগুলি শাবক প্রসব করা হয়।

বেজা মারানা–(ক্রি) মাথা ঝাঁকাইয়া ঢুঁ মারা; অস্ত্রাদি দ্বারা পাশের দিকে আঘাত করা।

বেড়চাগা–(বি) দরমা।

বেড়াবের্য্যা – (বিণ) পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি অবস্থা; পারস্পরিক আত্মীয় সম্পর্কযুক্ত।

বেড়াকড়া–(বিণ) জড়াজড়ি অবস্থা। (বি) ~পথ–আঁকা বাঁকা পথ।

বেড়ার্য্যা–(বিণ) ভবঘুরে; বাউণ্ডুলে।

বেতিরিখ–(বিণ) বেঠিক।

বেদমা –(বি) বোকা। < বে + দুরম (ফা.)।

বেদিঝা–(বিণ) বেঠিক; অসুবিধা। < বে+ দিশা।

বেন–তাঁত। তুং বেনটা (কবি কঙ্কন চণ্ডী)। < বয়ন।

বেনা–(বি) আগুন রাখার জন্য বেণীর আকারে তৈয়ারী শুকনা খণ্ডের গোছা।

বেনেনেত–(অব্য) বোলতা; ভিমরুল ইত্যাদির বসা অবস্থায় পাখার শব্দ। (অণু)।

বেভেই – (বি) দিদি। ('বেইম্ব শব্দের রূপভেদ) বেন্যা-(বি) সকালবেলা। < বিহান।

বেভুলা–(বিণ) বিভ্রান্ত ; বিহ্বল।

বেয়রা–(বিণ) অসামঞ্জস্য; বেখাপ্পা; বিসদৃশ; বিবাহ ক্ষেত্রে আত্মীয় সম্পর্কে অসম। তুং বেউরা = বাঁকা (ফ.)। < তেয়াড়া।

বেরা–(বিণ) কচি অবস্থায় রুগ্ন বা কীট দষ্ট হওয়ার দরুণ অপুষ্ট (ফল)। তুং (সি.)। ভয়, রাগ, শোক ইঃ আবেগ জনিত কারণে কম্পিত অর্ধস্ফুট (কণ্ঠস্বর)।

বেল–(বি) বেলা; সূর্য।

(বি) ~পড়ানা–সূর্য তাপে দগ্ধ হওয়ার দরুণ ফল, গাছের চারা ইত্যাদির একপাশে দাগ পড়া, মেচেতা।

বেলক–(বি) পথগান্ন। তুং বেলেগ (অস)। < বিলগ্ন।

বেলা–(বি) বেহালা।

বেলানা–(ক্রি) মেলামেশা করা; কোন বিষয়ে চর্চার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।

বেলালাঘা–(বি) একজাতীয় ছোট আকারের পাখী।

বেহ্ক–(বিণ) সকল। < বেবাক।

বেল্যা–(বি) বিকাল বেলা।

বেহাল–(বিণ) দুরবস্থা; দুর্দশাগ্রস্থ; বিহ্বল অতিরিক্ত যেমন বেহাল উমুছ্যা – অতিরিক্ত গরম।

বৈ/বাস গাছ –(বি) এক জাতীয় গাছ।

বোত – (বি) লঞ্চ,স্টীমার জাতীয় বড় আকারের নৌযান; পোত। তুং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনঃ বুহিত < বহিত্র।

বোনই–(বি) ভগ্নীপতি।

বৌয়ালী–(বি) নববধূর জন্য অলঙ্কারাদিসহ আনুষ্ঠানিক উপহার সামগ্রী।

ব্রুয়াই–(অব্য) পাখী তাড়ানোর শব্দ।

ব্যং–(বি) বয়নকার্যে ব্যবহৃত দুই ধারযুক্ত ভারী কাঠের হাতিয়ার বিশেষ; দুই হাত প্রসারিত করিলে যত দূর হয় ততদৈর্ঘ্য। < বাঁও, বেম।

ব্যাধ–(বিণ) নিষ্ঠুর দুর্দান্ত প্রকৃতির (ব্যাধ স্বভাব)।

ভ

ভ–(বি) ভাব; সুযোগ; সুবিধা; আভাস। < ভাব।

(অব্য)~**হলে**–হয়তঃ সম্ভবতঃ। **ভ ভ গরি**–(বিণ) সন্তর্পণে; সুযোগ বুঝিয়া।

ভং–(বি) পক্ষ্ম। < ভ্রু।

(বিণ)~**জমা**–বিভ্রান্তিকর; অসামাঞ্জস্যপূর্ণ (কথাবার্তা কাজ ইঃ)।

(ক্রি)~**পড়ানা**–ভয় পাইয়া পলায়ন করা; উড়িয়া যাওয়া ইঃ। < ভয়

ভকভক্যা–(বিণ) নরম ঢেপসা অবস্থা (পাকা কাঁঠাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; জবজবে ভিজা।

ভক্কল খানা–(ক্রি) ভয় পাইয়া বা সন্দেহান্বিত হইয়া পূর্ব সম্মতি প্রত্যাহার করা।

ভক্কাত–(অব্য) কোন কিছু উল্টানোর ভাব প্রকাশক শব্দ। (অনু)।

ভক্লাক–(অব্য) বড় আকারের মাছ উঠিয়া উল্টাইয়া যাওয়ার শব্দ। (অনু)।

ভগদাং–(বি) একজাতীয় পতঙ্গ (যেগুলি শুষ্ক বা পচা কাঠে বাসা করে)।

ভঙরা–(বি) ভোমরা।

ভঙানা–(ক্রি) ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়া; এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করা। <ভ্রমণ।

ভচ(যানা)–(ক্রি) ভস্ম হওয়া; নিভিয়া যাওয়া; বিলুপ্ত হওয়া।

ভজা–(বিণ) অলস ও অকর্মণ্য (ব্যক্তি)।

(বি)~**বিলেই**–অলস ও মোটা হুলো বিড়াল।

(বি)~**ভাত**-সাধারণ চালের ভাত (যাহা বিনী চালের নয়)।

ভজানা–(ক্রি) ভজনা করা; মোসাহেবী করা।

ভঝমান–(বিণ) বহুল পরিমাণ। তুং ভালেমান (অস্)।

ভঝান–(বিণ) ভঝমান শব্দের রূপভেদ। তুং বুঢা-খুব বেশী (সি)।

ভদং–(বি) বড় আকারের বাঁশের একদিকে গিঁড়া রাখিয়া অপর পার্শ্ব কাটিয়া বেড়া ইত্যাদিতে গুঁজিয়া রাখার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত আধার বিশেষ; বড় আকারের বাঁশে প্রস্তুত হুঁকা। < চিবিদং (ত্রিং)।

ভধ° ভধ°–(অব্য) অনুচ্চস্বরে পুস্তকপাঠ, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদির শব্দ। ধ্বন্যা।

ভদরা (বাস) – (বি) বোঁটকা গন্ধ।

ভদাইচন্ডি-(বিণ) বোকা অপদার্থ ব্যক্তি < ভদ্দা (হিং)।

ভদাং ভদাং–(বিণ) মোটা ; স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর (সূতা,অক্ষর ইঃ)।

(বি)~চোখ–বড় বড় বিস্ফারিত চোখ।

ভদানা–(ক্রি) পাঁচ আঙ্গুলের সাহায্যে খামচি দেওয়া।

ভধা–(বিণ) ভোঁতা; খাঁদা (নাক) কাঁঠাল ইত্যাদির ভুতি।

ভনা–(বিণ) বড় আকারের। < ভোমা (আঞ্চলিক)

ভবা (বেঙ)–(বি) কোলাব্যাঙ।

ভর কাড়ানা–(ক্রি) সহ্য হওয়া।

ভর জুম–(বি) ভরা মৌসুম।

ভরণ–(বিণ) পূর্ণ।

~পিরোন – (বিণ) ভরপুরা; গায়ে গতরে পরিপূর্ণ।

ভরখগুলা – (বি) লিচুর ন্যায় এক জাতীয় বন্যফল।

ভরা–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ। সন্দেহ, অবিশ্বাস প্রকাশসূচক শব্দ। যেমন হয় ভরা-হয় বুঝি; যেব ভরা–যাবে বুঝি ইঃ

ভরাত–(অব্য) ভারী জিনিসাদি পতনের শব্দ; দরজা, বেড়া ইত্যাদিতে আঘাতের ফলে উৎপন্ন শব্দ।

ভরানা – (ক্রি) ঢুকান; ভরা; গবাদি পশুর যৌনসঙ্গম করা বা গর্ভধারণ করা।

ভলক্‌সা – (বিণ) মোটাসোটা; মেদবহুল (শরীর)।

ভলভল্যা–(বিণ) ঐভাবে তাড়াতাড়ি বড় হয় এমন প্রকৃতির।

ভলা–(বিণ) নিকৃষ্ট জাতের মর্দা হরিণ ইঃ।

(বি)~চ–ঐ জাতীয় হরিণের বাচ্চা ।

(বি)~পত্তি–এক প্রকারের বন্যফল।

ভলে–(অব্য) বলে শব্দের উচ্চারণ ভেদ।

ভাকভাগেই – (খানা - (অব্য) গপাগপ (খাওয়া)। (অনু)।

ভাক্তা–(বিণ) চেপ্টা (গাল, মুখ ইঃ)।

ভাগত–(অব্য) আকস্মিকতার ভাবসূচক শব্দ (হঠাৎ করিয়া ধরা; কামড়ান; ব্যথা বোধ ইঃ) (অনু)। পরান ভাগত ভাগত-আকস্মিক ভয়, সন্দেহ ইঃ কারণে হঠাৎ প্রবল হৃদস্পন্দন।

ভাগত ভাগত খানা–(বি) গোগ্রাসে খাওয়া।

ভাগযুক–(বি) ভাগাভাগি।<ভাগ+যোগ (ম.)।

ভাগলক ভাগলক – (ক্রি-বিণ) গোগ্রাসে (খাওয়া)

ভাগাজুদা–(বিণ) সাধারণের সহিত যাহার প্রকৃতি মিলে না। সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ (ব্যক্তি)। (ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত)।

ভাগুদা–(বি) খাবল; খামচা।

ভাগে–(অব্য) পক্ষে; পারতে ভাগে-পারত পক্ষে।

ভাঙনি–(বি) ভাঙচি।

ভাচ–(বি) ভাষা; কথা। তাম্বভাজে-তাহার কথায় বা মতে। < ভাষ। যোগ্যতা (ব্যঙ্গার্থে)। তুং বাশ (ঢা)।

ভাচ্যং ছাড়া–(বিণ) যোগ্যতাহীন; অপদার্থ।

ভাঝন্যা–(বি) নৌকায় করিয়া ঘাটে ঘাটে যে বা যাহারা ব্যবসা করে। < ভাস।

ভাট্টুয়া বামন – (বি) গণৎকার ব্রাহ্মণ। < ভোট < ভট্ট।

ভাড়ানা–(ক্রি) প্রতারণা; পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হওয়া; পাশে ফেলিয়া যাওয়া।

ভাড়াল–(বি) পাকস্থলী; নাড়িভুঁড়ি। < ভুঁড়ি।

ভাড়েই যানা–ভাড়ানা দেখ।

ভাতদ্যা – (বি) প্রেত তর্পণ অনুষ্ঠান; মৃত আত্মীয়গণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের অনুষ্ঠান বিশেষ।

ভাতপঝা – (বিণ) গলগ্রহ। < ভাত + বোঝা।

ভাত্তুয়া–(বিণ) ভেতো। তুং ভতুরা (অস্)।

ভাদালি–(বি) একজাতীয় ঘাস; ভাঁটুই।

ভাদেইয়া–(বিণ) ভাদালি ঘাসের বীজ।

ভান্নেই–(বিণ) খারাপ। < ভাল না (?)।

ভান্দি–(বি) বাণ্ডিল।

ভান্যা–(বিণ) খারাপ। তুং বেঁয়া (অস্)।

ভারবাড়ি–(বি) যে অক্ষদণ্ড এর উপর ঢেঁকী উঠানামা করে। < ভার + বাড়ি= দণ্ড।

ভারবুয়া–(বি) দুই জ্যেষ্ঠের অবস্থানের মধ্যে কোন কনিষ্ঠের অবস্থান (এ প্রকার অবস্থান অমঙ্গলজনক বলিয়া বিশ্বাস) < ভার (কাঁধে দণ্ডের সাহায্যে ভার বহনের অনুরূপ দুই পাশে ভার; মধ্যে ব্যক্তি)।

ভারালা–(বি) এক জাতীয় গাছ (যাহা হইতে উৎকৃষ্ট কষ পাওয়া যায়)।

ভালক্ষণ–১. (বি-বিণ) অনেকক্ষণ।

ভালা–১. (বিণ) ভাল। যেমন, তে ভালা কইয়ে-সে ভাল বলিয়াছে। ২. (অব্য) বাকরীতি বিশেষ। অসন্তোষ, প্রতিকূল- মত ইঃ প্রকাশার্থে মৃদু তিরস্কার সূচক বাক্যে ব্যবহৃত। (যেমন –তে ভালা যেইয়ে তুই ক্যা যেইয়চ? - সে না হয় গিয়াছিল তুমি কেন গিয়াছিল? সেঝান্যা কয়নে ভালা? -সে রকম কি বলিতে আছে? তুই ন খেলে কি হবদে ভালা -তুমি না খাইলে কিই বা হইবে।

~বাক্যা –(বিণ) ভাগ্যিস < ভাল + ভাগ্য।

ভালায়–(বিণ) ভালাবাক্যা দেখ।

ভালুকউন/ভালুকউয়া-(বিণ) অনেকগুলি। তুং ভালেকিনী (অস্)।

ভালুকদূর-(বিণ) বহুদুর ।

ভালুক বিলোন-(বিণ) অনেকদিন

ভালেত-(বি) মঙ্গল; ভালাই।

(বি)~দিন-সুদিন।

ভিঙ্চানা-(ক্রি) ভেঙচানো; আক্রমণের ভঙ্গী করা।

ভিজাপূরা -(বিণ) সর্বাঙ্গ বা সম্পূর্ণ ভিজা অবস্থায়।

ভিঙুর-১.(বি) ভিমরুল। ২. (বিণ) খঞ্জ; তুং ভেং গুর য)।

ভিড়-(বিণ) ভিড়; আঁটসাট।

ভিড়ানা-(ক্রি) কূলে ভিড়ান; আঁটিয়া বাঁধা।

ভিড়াবির্য্যা-(বিণ) দিন ভিড়াবির্য্যা-ঘনিয়ে আসা দিন।

ভিদিরে-(অব্য) ভিতরে

ভিন্ধানা- (ক্রি) গুঁতান; বিঁধা।

ভিরাজ-(বি) পাখী বিশেষ।<ভৃঙ্গরাজ।

তেলি ভিরাজ-(বিণ) ফিঙা।

ভিরিত-(অব্য) পিচ্ছিলতার ভাব প্রকাশক শব্দ (পিছলান, টিপিয়া বিচি বাহির করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ভিলকি মারানা - ১. (ক্রি) ভেঙচি দেওয়া ২. (বি) আকস্মিক আক্রমণাত্মক বা রাগান্বিত ভঙ্গী প্রদর্শন।

ভিলভিলানা - (ক্রি) ব্যস্তভাবে ইতিউতি তাকান।

ভিলি/ভিলিনে-(অব্য) বিন্বলি শব্দের উচ্চারণ ভেদ।

ভিলে-'বলেন্ব শব্দের রূপভেদ।

ভুই চাভোই-(বি) ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ। < ভুঁই চাঁপা।

ভুং-১. (অব্য) ভারী জিনিস-পতনের শব্দ। ২. (বি) শয়ন (শিশুদের প্রতি পরিহাসচ্ছলে ব্যবহৃত)।

ভুক-(বি) কিল। তুং কিলভুক (অহম)।

ভুক্কি-(বি) বসাইয়া রাখার সুবিধার জন্য বৈঠক স্বরূপ পাত্রাদির তলায় সংযোজিত অংশ।

ভুক্যানা-(ক্রি) কিল দেওয়া।

ভুগ - (বি) ক্ষুধা; রুচি; ভোগ।

(বি)~দানা-ভোগের ভাগ্য; আয়ু।

(ক্রি)~দেনা-(দেব দেবীর ভোগার্থে নৈবেদ্য পানিতে) বলি দেওয়ান্ব

(ক্রি)~লনা-(ঐভাবে) পানিতে ডুবিয়া মরা।

ভুগচি গরানা-(ক্রি) আত্মসাৎ করা; একাভোগ করা।

ভুগচি মারানা-(ক্রি) আত্মসাৎ করা।

ভুগানা - (ক্রি) কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক দেওয়া। তুং বুকা-কুকুরের ডাক (সি)। (অনু)।

ভুগুলি মারানা–(ক্রি) ধোঁকা দেওয়া; প্রতারণা করা।

ভুজং বেড়–(বি) আহারের সময় খাবারের থালা রাখার জন্য সামান্য উঁচু তেপায়া বিশেষ। < ভোজন + বেড় ।

ভুজং ভাজং–(বি) প্রবঞ্চনা ।

ভুজি–(বি) বৌদি। < ভৌজি (হিং)।

(ক্রি)~যানা–বুজিয়া যাওয়া।

ভুজেই পারানা–(ক্রি) বিশ্বাস করানো; স্বীকার করানো।

ভুজ্জি–(ক্রি-বিণ) কুচি কুচি করিয়া (কুটা)।

ভুজ্বা–(বি) মেদ বাহুল্যের জন্য নির্জীব, অলস, নিস্তেজ বা বোকা প্রকৃতির লোক। তুং ভদ্দা (হিং)।

ভুঝুক্ষা–(বিণ) বড়; প্রকান্ড,

ভুত্তা–(বিণ) অপদার্থ; নিস্তেজ প্রকৃতির (লোক), তুং ভদ্দা (হিং)।

ভুথ্যাং–(বিণ) ভোঁতা (দণ্ড শলাকা ইত্যাদির প্রান্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ভুদ–(বি) বুদবুদ।

ভুদভুদানা–(বি) চাপা ক্রোধ বা অসন্তোষ প্রকাশার্থে অস্পষ্ট স্বরে প্রতিবাদ বা গালি।

ভুদাভুদি–(বিণ) প্রচুর। < বহুত ।

ভুদি–(বি) বোঁচকা; পুটলি।

ভুদুচ্–(অব্য) হঠাৎ দড়ি প্রঃ ছেঁড়ার শব্দ।

ভুদুম–(অব্য) ভারী জিনিস পতনের শব্দ। (অব্য)~ভাদাম–মার পিটের শব্দ।

ভুধু ভুধু–(বি) অস্পষ্ট স্বরে বা চাপা স্বরে কথাবার্তা।

ভুভুকছাড়া – (বিণ) প্রয়োজনাতিরিক্ত অভকভকম্ব শব্দের অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত।

-ভুয়া – (অব্য) প্রত্যয় বিশেষ। 'উয়াম্ব প্রত্যয়ের উচ্চারণ ভেদ।

ভূয়াম্বু চেই / হুয়াম্বুচেই – (বি) বংশ শলাকানির্মিত দুই প্রান্ত সরু মধ্যখানে মোটা আকৃতির মাছ ধরার ফাঁদ বিশেষ।

ভুর–(বি) ভেলা। তুং ভুরা (রং)।

ভুরভুরানা ১. (অব্য) মুরগী প্রঃ বৃহদাকার পাখীর প্রচণ্ড পাখা ঝট্‌পটি ২. (বি) পানির নীচ হইতে ক্রমাগত বৃহদাকার বুদ্বুদ উঠা।

ভুরভুর্য্যা–(বিণ) ভুর ভুরে (গন্ধ) ।

ভুরা–(বি) এক জাতীয় গাছ।

ভুরুং (২)–(অব্য) ভুরভুরে (গন্ধ)

ভুরুত–(অব্য) আকস্মিকতার ভাব প্রকাশক শব্দ।

(ক্রি)~ভারাত–সবেগে চলার সময় মোটা কাপড়ের ঘর্ষণ জনিত শব্দ।

ভুল – ১. (বিণ) বোকা; হাঁদা; নষ্ট; নিকৃষ্ট। ২. (বি) ভুল ।

(বি)~পুত্তি–একপ্রকারের বন্যফল।

(বি)~বদা–নষ্ট ডিম; বাওয়া ডিম।

(বি)~মারেচ–নটেজাতীয় বন্য শাখ।

ভুলং–(বি) খাগড়া জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ।

ভুলি–(বি) মাদী হরিণ; মাদী সম্বর ইঃ।

ভুলুং চুলুং–(বি) প্রবঞ্চনা।

ভুলুক চুলুক–(বিণ) বোকা-প্রকৃতির।

ভুলুগা–(বি) সঙ। <ভাঁড় ।

ভূজোল–(বি) ভূমিকম্প। তুং ভূই চাল (সি)।

ভূত পান–(বি) বন্য পিপুলের পাতা।

ভূত পর্য্যা–(বিণ) অসময় (শ্লেষাত্মক)। ভূদ বর্ষ্যা–অসময়

ভূদেই মা – ১. (বি) পেত্নী। প্রশ্নকর্তাকে পরোক্ষ দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত উক্তি। (কে করেছে? কেউ না 'ভুদেই মাম্ব করেছে অর্থাৎ তুমিই করেছ)।

ভৃত্তাং–(বি) গভীর লাল রঙের এক জাতীয় বন্য ফলের বীজ (পাখী শিকারের, টোপ হিসাবে ব্যবহৃত)।

ভৃত্তাং–(বি) গভীর লাল রঙের এক জাতীয় বন্য ফলের বীজ ।

ভেই ভাঘার – (বিণ) ভাই সম্পর্ক; ভাই-বেরাদর। ভেক গাছ – (বি) গুল্ম জাতীয় বন্য গাছ বিশেষ।

ভেকচা – (বিণ) চেপ্টা; 'ভাক্তাম্ব শব্দের উচ্চারণ ভেদ।

ভেকভেক্যা–(অব্য) আদ্রতা, কোমলতা ও শিথিলতার ভাবসূচক শব্দ।

ভেগত–১. (অব্য) মুখ ব্যাদানের ভাবসূচক শব্দ; ২. (বি) কচি শিশুর ঘনঘন মুচকি হাসি।

ভেগেদানা–(ক্রি) মুখ ব্যাদান করা (হাসি, কান্না, ক্রোধ বা কাশির ভঙ্গীতে)।

ভেগেদাল্যা –(বিণ) চারিপাশে বিশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত; আগোছালো।

ভেগ্গত্যা –(বিণ) ভাগ্যবান; ভাগ্যবতী।

ভেঙানা–(ক্রি) ভেংচি কাটা; অনুকরণ করা।

ভেচ–(বি) বেশ; ছদ্মবেশ; ভোল।

ভেজুর–(বি) ভাশুর।

ভেজেই দেনা – (ক্রি) কাহারও বিরুদ্ধে লাগাইয়া দেওয়া।

ভেদ–(বি); খবর; তত্ত্ব।

ভেহনা–অতিশয় হতাশ হওয়া, বোকাবনা।

ভেদভেদী–(বি) পঁচা উদ্ভিজ্জ পদার্থে পূর্ণ জলাভূমি।

ভেদানা–(ক্রি) সাক্ষাৎ করা। তুং বিদ্যারে ভেদিতে কন্যাস্ব (নিধিরাম ঃ কালিকামঙ্গল)।

ভেদের চেদের–(বিণ) চেদের ভেদের শব্দের ভিন্নরূপ।

ভেদের ভেদের–(অব্য) অনবরত বক বক (করা)।

ভেধা–(বি) ছিদ্র। তুং বিন্দা (অস্)। < বিধ।

ভেবা–(বিণ) বোকা। তুং (অস্)। দীর্ঘ লোমযুক্ত ছাগ।

ভেভা–(বি) বড় পাঁঠা।

ভেভেরাদাল্যা / ভেভেরাদ্যা – (বিণ) প্রচুর; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

ভেরবুয়া–(বি) ভেলা; ঝুড়ি বিশেষ। তুং ভাইর (চট্ট)।

ভেরভেরানা–(ক্রি) অনবরত বক বক করিয়া কথা বলা বা তিরস্কার করা।

ভেরাকচাক/ভেরাকচান্দ্যা–(বিণ) অতিপ্রশস্থ (মুখমন্ডল ইঃ)।

ভেরাগুলা–(বি) ঢেঁড়শ।

ভেরেত–(অব্য) কাপড় ছিঁড়ার ন্যায় শব্দ। পায়খানা করার শব্দ। (অনু)।

ভেরেত পেরেত–(বি) মাথাব্যথা (নিষেধার্থে ব্যবহৃত)। যেমন– তর সিয়ান লোই কি ভেরেত পেরেত? - তোমার ঐ নিয়া কেন মাথাব্যথা?

ভেল দেনা–(ক্রি) মানাইয়া-চলা; সামঞ্জস্য বিধানকরা; তুং ভাইল (চট্ট); বাইল (ম)। < ভেজাল।

ভেলে– (অব্য) 'বলেস্ব শব্দের উচ্চারণ ভেদ। তুং ঐ (পি)

ভেলেসা – (বিণ) বেহিসাবী; অমিতব্যয়ী; উচ্ছৃঙ্খল।

ভে হেক – (অব্য) কিছু নাই (ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত)।

(বি) প্রত্যাশিত জিনিস না পাইয়া মন ক্ষুণ্ন হওয়া।

ভোচ/ভোজ–(বি) বৌদি (সম্পর্কে), ভাজ। < ভাতৃজায়া।

ভোন–(বি) বোন।

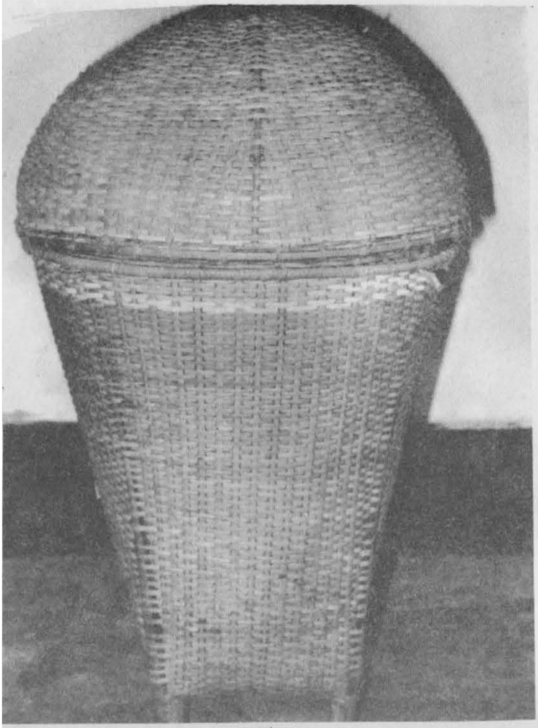

ফুলবারেং

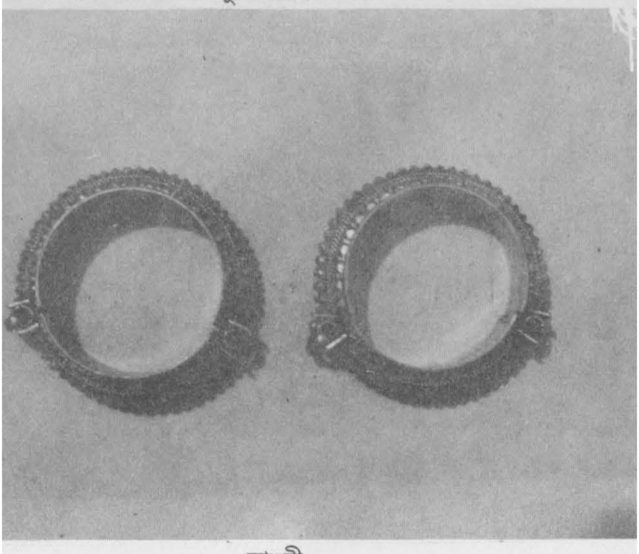

বাঙরী

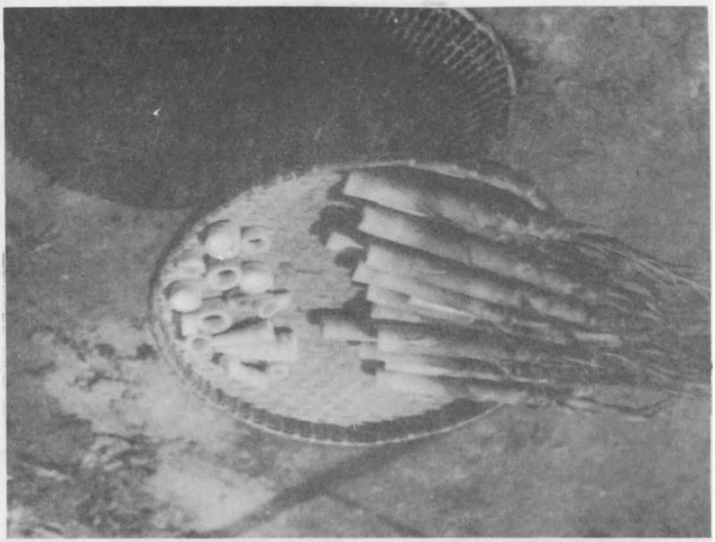

বাঙ্চুরী

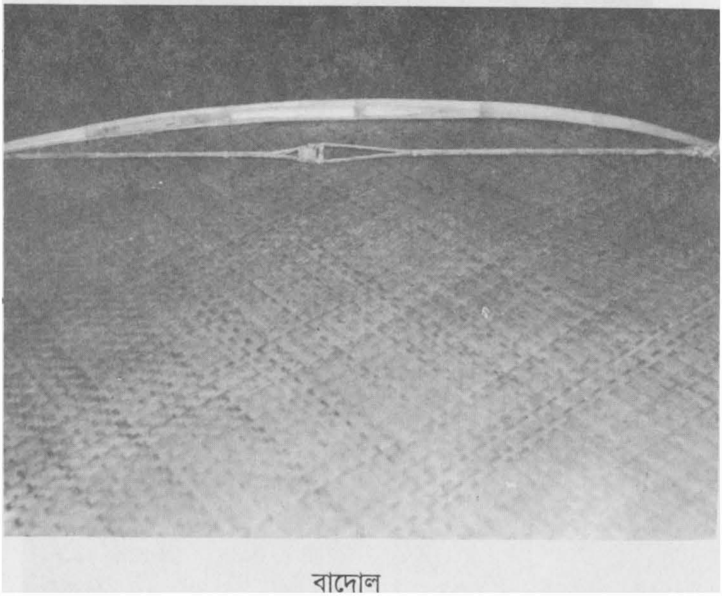

বাদোল

বেন

বেলা

মজাঘর

মিলা

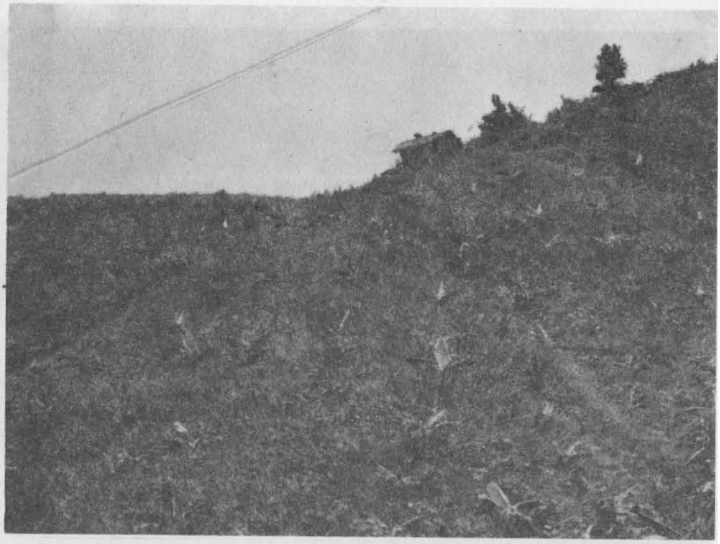

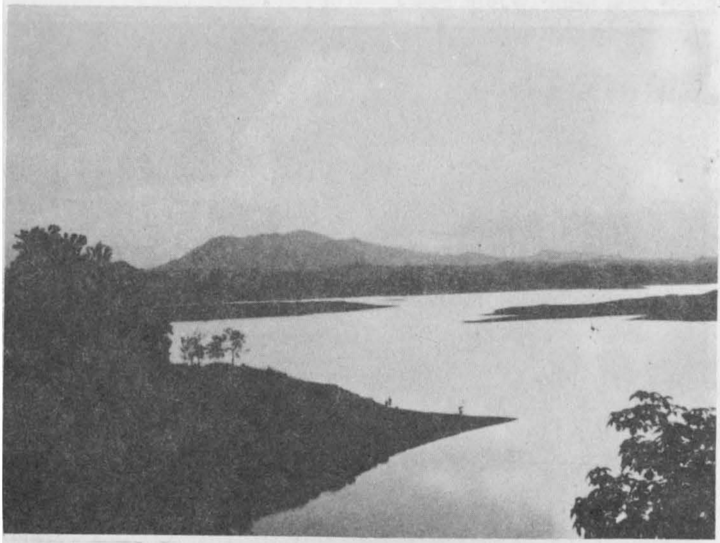

মোন (রাঙ্গামাটির সন্নিকটস্থ ফুরামোন)

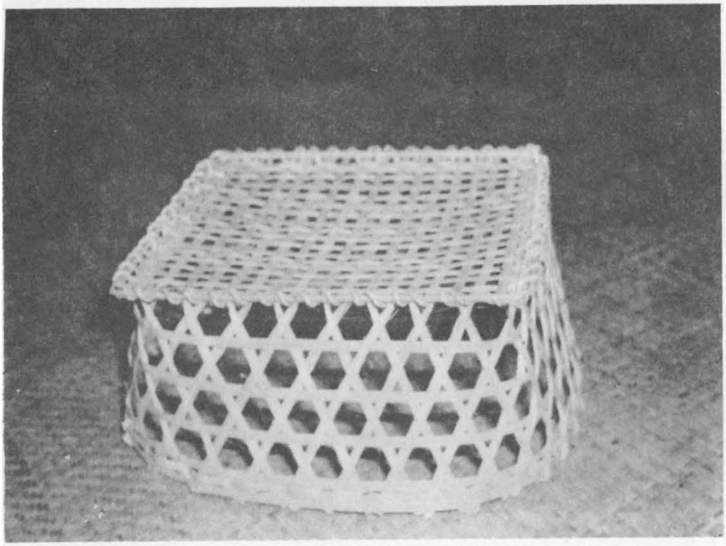

মেজাং

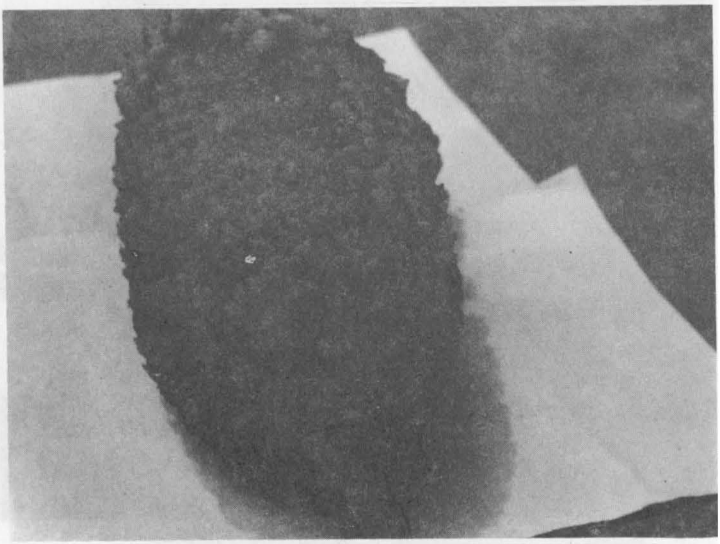

রিঝী

ম

ম–(স) আমার।<মর('রস্ব বর্ণের লুপ্তি)।

মইঝা–(বি) মেসো (সম্বোধনে)।

মইত্তালা–(বি) মেসো (সম্বন্ধার্থে)। মইলা–(বি) মাতুল (সম্বন্ধার্থে)।

মক্কা – (বি) বৃহদাকার মৃৎপাত্র; জালা। < মটকা।

(বি)~পেট–স্থূলোদর।

মক্ত–(বিণ) মাগনী।

মক্যা–(বি) মকাই; ভূট্টা।

মগজ–(বি) মগজ; মজ্জা।

মগধা–(বি) মড়া, মৃতদেহ; গালি বিশেষ। তুং মৌতা (ঢা. কুম, ব); মৈতা (ম)।

মগরা – (বি) দরে; হিসাবে। মন দরেয় মণপ্রতি।

মগৈ কাঙারা–(বি) ছোট আকারের এক জাতীয় কাঁকড়া।

মগৈ বাহ্চ–(বি) ছোট জাতের 'বাহচম্ব বিশেষ।

মগ্গল–(বি) দারুণ বিপদ (ব্যাঙ্গার্থে)।

মঘক্ কক–(বিণ) জবুথবু।

মঙ্গা – (বিণ) দামী। মজরা –(বি) মোচড়; মোড়া বেতের তৈয়ারী আসন বিশেষ)।

মজরানা–(ক্রি) মোচড়ান।

মজলাম–(বিণ) মোটে; একুনে।<মুসল্লস্ (আং)।

মজা–(বি) পুঁটলি। তুং মচা (সি) মোচা (চট্ট). মজাকজা – (বিণ) পুঁটলির আকারে মোড়ানো।

মজাঘর–(বি) মাচানঘর।

মজিম–(বিণ) মত; অনুসারে।

মন মজিম=মনের মত। তুং (চট্ট)।

মজ্ঝাভাঙা – (বিণ) কোন কিছু রাখ ঢাক না করিয়া; Without minuing matters.

মড়খাত্তুয়া–(বিণ) বাঁশ, কাঠ ইঃ দীর্ঘদিন রোদে বৃষ্টিতে পচিয়া এবং শুকাইয়া ক্ষণভঙ্গুর অবস্থা। (অণু)।

মড়তবা – (বিণ) ঘুনে খাওয়া ক্ষণ ভঙ্গুর অবস্থা।

মড় মর্য্যা–(বিণ) সহজে ভাঙে এমন অবস্থা; Brittle; crisp; মুচমুচে। তুং মুরুমুরীফ (অস্) (অনু)।

মড়লা–(বি) মড়ক ঃ মৃত বৎসা।

মড়াহ্–(বি) শক্ত করিয়া বাঁধা পুঁটলি বা বান্ডিল (সূতা, তামাক ইত্যাদির পুঁটলি বা বান্ডিল); সূতার পরিমাণ বিশেষ। < মোড়ক?

মতে মতে–(বিণ) মনে মনে ভাবিয়া।

মত্তন – (অব্য) মাত্র; অমনি; পর্যন্ত। যেমন দেখ্যে মত্তন-দেখামাত্র ডাক্যে মত্তন-ডাকামাত্র।

মত্যা–(বি) দেবতা বিশেষ।

মথুরা – (বি) মিষ্টি (পানি); বৃষ্টি পানির এলাকা। নোনার বিপরীত শব্দ)।

মদনা – ১. (বি) মর্দা (তোতা পাখী প্রঃ)। ২. (ক্রি) গঁজিয়া উঠা। < মদ।

মধং মাধং–(বিণ) হৃষ্ট পুষ্ট; মোটাসোটা।

মন্‌কদা–(বি) মনেখুঁত থাকা।

মন্‌গজা – (বিণ) মনের ইচ্ছানুসারে; স্বেচ্ছাচারীভাবে ।

মন্‌গুমুর্য্যা–(বিণ) মনের ভাব (শোক, দুঃখ ঈর্ষা ইঃ) চাপিয়া রাখে এমন।

মনঝুক–(বি) ইচ্ছা; অভিলাষ।

ময়্যা–(বি) শস্যাদি মাড়াই করার সময় যে খুঁটির চারিপাশে গবাদি পশু ঘুরে তাহা।

মর়–(সর্ব) আমার।

মরং/মেরং–(বি) যে স্থানে পানির গভীরতা বেশী; দহ।

মরং বাজং – (বিণ) মরি বাঁচি করিয়া; প্রাণপণ।

মরা–(বি) মোড়। যেমন– মরা অজল মরা ফিরানা- < মোড়।

মরানা–(ক্রি) মরা; নিভিয়া যাওয়া

মরাগিড়া–(বি) সহজে খোলেনা এই প্রকার গিঁট।

মরামর্য্যা–(বিণ) অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য বা পরিশ্রম সহকারে।

মরালাক্যা–(অব্য) গালি বিশেষ। < মরা।

মসকরা – (বিণ) নরম; পলকা < মসকর = তুচ্ছ (আং)।

মা/মাহ্–(বি) মাতা ।

মাং–(বি) স্ত্রীযোনি। তুং ঐ (রং, সি, রা, ম)। < মার্গ।

মাক্কো–(বি) মা (কন্যাস্থানীয়া কে স্নেহ সম্বোধনে ব্যবহৃত)।

- মাখ্যা–(অব্য) মতন; অনুসারে। যেমন দিঝা মাখ্যা – ঠিকমত। জিনিস মাখ্যা দাম–জিনিস মাফিক দাম।

মাগড়ক–(বি) মাকড়সা।

মাগানা – ১. (বিণ) মাগ্‌না; বিনামূল্যে ২. (অব্য) অযথা; অনর্থক।

মাঘানা – (ক্রি) মাগা। মাঘিলে - (অব্য) বাকরীতি বিশেষ; যেন; যাহাতে। < মাগা।

মাঘে–(ক্রি) মাগে। যেমন, গাধি ল, খেদে মাঘে -স্নান করিয়া লও খাইবে। < মাগা।

মাছুয়া শিল – (বি) স্তরীভূত পাললিক শিলারাশির শিলাখন্ড।

মাচ্ছুয়া বাঘোর – (বি) মৌরী জাতীয় এক জাতীয় শাক (যোয়ানী?)

মাছ–(বি) মাছ; গোঁজ।

মাজা–(বি) মাচা।

মাজারা–(বি) চিহ্ন।

মাঝ্যাং–(বিণ) মেজ। < মজ্ঝিম (পাং)।

মাডু কাডু–(বি) কাপড়, কাগজ ইঃ জিনিসের মাড় জাতীয় পদার্থের দরুণ বা পালিসে দরুণ মসৃণতা। < মোড়+কোরা।

মাত – (বি) কথার শব্দ; বাক। < বাত (হিং) < বার্তা (সং)। মাতৃগুলা – (বি) ছোট আকারের । মাত্তর - (অব্য) কিন্তু; তবে; মাত্র। < মগর।

মাত্তরি–(অব্য) অমনি; মাত্র।

মাত্তল–১. (বিণ) মাতাল; ২. (বি) মাতলামি; নেশা। তুং মাত্তাল (ঢা)।

মাদানা–(ক্রি) কথা বলা; শব্দ করা; পাঠ করা; পাঠোদ্বার করা; ডাকে সাড়া দেওয়া। তুং মাতদে (অস্)।

মাদাম–(বি) অল্প বয়স্ক গাই; অল্পবয়স্ক ছাগী ইঃ < মাদী।

মাদু–(বি) মাগো (কন্যা-স্থানীয়াকে স্নেহ সম্বোধনে ব্যবহৃত)।

মাধ°–(বিণ) নীচু; কম ঢালু (চাল ইঃ)। খোড়ার বিপরীত শব্দ)।

মাধান–(বি) -বেলা (সকাল অথবা বিকাল -এর কোন এক বেলা)। < মধ্যাহ্ন (অর্থ প্র.)।

দিন মাধান–দিনকাল।

বেন্যা মাধান–(বি) বিহানবেলা।

মান/মাম–(বি) পরিমাণ ; ভাগ ।

মানানা–(ক্রি) মানত করা; মান্য করা; স্বীকার করা। মানেই–(বি) মানব।

মানেইয়া পুরী – (বি) মনুষ্যপুরী; মনুষ্যলোক।

মান্দের ঘর–(বি) যে গৃহে পূজার দেবতা অবস্থান করে বা স্থাপিত < মন্ডপ।

মান্যা–(বি) মানত।

মাম–(বি) পরিমাণ। তুং বিদ্যাসাগরঃ কথক মাম হইল। ব্যবহৃত।

(বি) মা (সম্বোধনে ব্যবহৃত)।

মাম্ব–(বি) মামা (সম্বোধনে ব্যবহৃত)

মায়–(অব্য) মাঝে। যেমন– দশজন 'মায়ম্ব-দশজনের মাঝে; বেন্যা মায়-সকালে। তুং মাহা (প্রাং) (চলন্তিকা অভিধান দ্রঃ)।

মাম্রা–(বি) শশা জাতীয় ফলবিশেষ। তুং মারফা (চট্ট.)।

মারা – (বি) চিহ্ন; পথের চিহ্ন। তুং মারুলি =পথ (ময়নামতির গান), মাড়াল =গ্রাম্যপথ (রং) ফাদা মারা-ফাটার দাগ। ঠেঙম্ব মারা–পদচিহ্ন।

মারাং–১. (বিণ) প্রভূত সম্পদশালী ব্যক্তি। ২. (বি) বেতের তৈয়ারী প্রকান্ড শস্যাধার।

মাম্ব রাঙা–(বি) মাছরাঙ্গা পাখী।

মারানা–(ক্রি) হত্যা করা; নিবাইয়া ফেলা; মুছিয়া ফেলা; ছুরি ইত্যাদির ধারের তীক্ষ্নতা নষ্ট করা। মন–মারানা – অনুগ্রহ প্রকাশ করা; অমত হওয়া; দ্বিধান্বিত ভাব প্রকাশ করা।

মারালল্যা–(বি) শস্য বীজ রাখার বেতের ঝুড়ি বিশেষ।

মারি এযানা–(ক্রি) (শরীর) ম্যাজ ম্যাজ বোধ করা।

মারেই কেম – (বি) পূজা অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহারের জন্য বিশেষ প্রকারে ফুলের আকারে প্রস্তুত 'কেমম্ব (বাঁশের কঞ্চি)।

মারেচ শাখ–(বি) নটেশাখ। তুং ঐ (চা)।

মার্য্যাপানি–(বি) সিদ্ধ করার পর ঠান্ডা পানি।

মালক্ষ্মী মা – (বি) শস্যের দেবী। < মাই = ধান+ লক্ষ্মী (ত্রিং)।

মালা–(বি) নারিকেল ইত্যাদির খোলের অংশ।

(বি)~সাজুর–চিৎ সাঁতার।

(বি) মুষ্ক বিহীন পশু (বিশেষতঃ শূকর)।

(বি)~ **উগুন**–বড় আকারের উকুন।

(ক্রি) ~গরানা–castrate করা।

মালে/ মালেন– (অব্য) মাঘিলের সমার্থক শব্দ। বর্ণের লুপ্তি ঘটিয়াছে। যেমন তুই খেলে মালে আয়–খাইবে তো আস।

মালেই পীড়া–(বি) মড়ক।

মালেইয়া / মালেইয়া – (বি) পাড়া প্রতিবেশীর একত্রিত হইয়া কাহকেও কাজে সাহায্য করার অনুষ্ঠান বিশেষ। তুং মেলিক – সামাজিক (চট্ট); ভোজোৎসব (ম?)।

মাহ্ক–(বি) কফ; গয়ের।

মাহ্ল–(বি) মৃগাল (মাছ)।

(বি)~**মুড়া** – বনরোহিত (পিপীলিকাভুক জাতীয় একপ্রকার বন্যপ্রাণী)।

মিঝাল – (বি) মিশ্রিত দ্রব্য; মিশাল; তরকারীতে শুটকি ইঃ আমিষ জাতীয় পদার্থের মিশাল।

মিঝিলিক–(বি) ছেলে ধরা। <মৈছিলি। ত্রিপুরা রাজমালায় বর্ণিত বিশেষ সম্প্রদায়, দেবচর্চায় বলিদানের জন্য মনুষ্য সংগ্রহ ইহাদের কাজ ছিল)।

মিদুং পুক–(বি) একপ্রকার কীট যাহা কচি বাঁশের কোঁড়ার অভ্যন্তরে বাড়ে।

মিদুক–কুইয়া-(বি) বাঁশের কোঁড়া পচাইয়া প্রস্তুত এক প্রকার ব্যঞ্জন।

মিধা–(বি) মিষ্ট; গুড়।

মিরমিরানা–(ক্রি) মিটমিট করা; (বি) উজ্জ্বল আলোর প্রভাবে বা আসন্ন আঘাতের ভয়ে চোখের পাতার ঘনঘন সঙ্কোচন।

মিলকুল–(বিণ) মিশ্রিত।

মিলা–বি) স্ত্রীলোক < মহিলা।

মিলানা–(ক্রি) মিলা; সিদ্ধ হইয়া নরম হওয়া (তরকারী ইঃ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

মু–(বি) মুখ; ভাতের ফেন; মোম।

(ঝি)~ দড় – স্পষ্টভাষী; রুক্ষভাষী; সহজে প্রকাশ করেনা বা স্বীকার করে না এমন (ব্যক্তি)।

(ক্রি)~ পড়ানা–অন্যের ঈর্ষা মিশ্রিত প্রশংসার ফলে ক্ষতি হওয়া।

(বি)~ পুক–মৌমাছি।

(বিণ)~ বলা কুডুম–প্রকৃত কুটুম্বিতা নাই কিন্তু পাতানো কুটুম্ব।

(ক্রি)~ মরানা – অতিরিক্ত মিষ্টতা বা তৈলাক্ততা ইঃ কারণে মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া।

মুঅসাঝ / মু অ সাঝি – (বি) সাঁঝের আলো অন্ধকার অবস্থা।

মুই–(সর্ব) আমি।

মুং–(বি) শস্যাদি রাখার বড় আকারের আধার বিশেষ।

মুকানি–(বি) কলার ছড়ায় শেষ কাঁদির পরবর্তী অংশ।

< মুখ + কাঁদি।

মুখবান–(বি) নদী প্রঃ পথে নৈসর্গিক কারণে সৃষ্ট বাঁধ । (যাহার ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়; ঢলের সময় ছড়া বা শাখা নদীর মুখে পলি জমিয়া সৃষ্ট বাঁধ।) < মুখ + বাঁধ।

মুখ্যা–(অব্য) মুখী; দিকে; মত।

মুগাপুঝনী–(বি) রান্নার সময় গরম হাঁড়ি পাতিল ধরা এবং মোছার জন্য ন্যাকড়া, আঁধুল ন্যাতা।

মুগুধি–(বি) শামুক জাতীয় প্রাণীর মুখের ঢাকনা; বোতল শিশি ইত্যাদির ঢাকনা; মুখটি।

মুগুরানা–(ক্রি) মুগুড় মারা।

মুঘী–(অব্য) মুখী। ঝড় মুঘী–আসন্ন বৃষ্টির লক্ষণযুক্ত= মুঝি–(বি) মাসী; কাঁঠালের কুঁড়ি, মুচি।

মুঝুং–১. (বিণ) সামনে; আগামী; ২. (বি) সম্মুখভাগ। এক মুঝুং ভাত–বাড়া-ভাতের থালের সম্মুখ অংশ (অল্প পরিমাণ অর্থে)।

মুঝুঙা মুঝুঙি-(বিণ) মুখামুখী।

মুজুনা ১.– (বিণ) অতি সূক্ষ্মদানাযুক্ত (কাদামাটি) (বি) মহিনা মাটি। < মিহি।

মুড়া–(বি) পাহাড়; কলা ইঃ গাছের গোড়া; তেউড়।

উই মুড়া-উইভিটি।

(বি)~মুড়ি–পাহাড় পর্বত।<মুড়া+মুড়ি <মোটিকা।

মুড়ানা–(ক্রি) কামানো (দাঁড়ি ইঃ কামানো); নেড়া করা। <মুন্ডন।

মুড়ানা–(ক্রি) মুড়ি দেওয়া। (কাপড় ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুর্জ্যাং খুল-মুড়ানো মাথা।

মুড়ি–(বি) পায়ের গোড়ালি তুং ঐ (চট্ট); এড়ী (হিং)।

মুঢ়ম–(বি) মুষ্ঠির আকার পরিমাণ; মুঠ্ঠম।

মুঢ়া–(বি) মুড়া শব্দের রূপভেদ।

মুধে মাধে–(বিণ) এক জমায়। তুং মুঠে মাঠে (অস্)।

মুনছ্যাং–(বি) সাময়িকভাবে শ্রামণব্রতধারী ব্যক্তি <মঘী।

মুনিচ্ছর–(বি) মানুষ (তুচ্ছার্থে)। <মনুষ্য।

মুম–(বি) মোম।

(ক্রি)~গরানা–মুখের ভিতর পুরিয়া রাখা।

মুয়াময়ি–(বিণ) মুখোমুখী।

মুর–(বিণ) গভীর। তুং (চট্ট;কুম,য.,সি)।

(বি)~ কুড়া – ময়ুর জাতীয় পাখী; মথুরা; একজাতীয় peasant <ময়ুর + কুক্কুট।

(ক্রি)~খেই পড়ানা–হুমড়ি খাইয়া পড়া। <হুমড়ি।

(ক্রি)~গজানা–কোন স্থানে মুখ গুজিয়া লুকাইয়া পড়া; আশ্রয় লওয়া। তুং মুর-মাথা (অস্)।

মুরধুবি/মুরধুঝি–(ক্রি-বিণ) গভীরে পড়িয়া (চিন্তা করা ইঃ)

মূলা – (বি) মূল্য, ওজন, আয়তন ইঃ পরিমাণ। যেমন– কানিমুলা -'কানিস্ব পরিমাণ জায়গা। টেঙামুলা-টাকা পরিমাণ মূল্য। মণ মুলা -মণ পরিমাণ ওজন।

মুলি–(বি) মদ গাঁজানোর জন্য ব্যবহৃত চাউলের গুঁড়ার সহিত অন্যান্য জিনিসাদি মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত ঔষধের গুটি। তুং ঐ (সি)।

মুলুক–(বি) আভাঙ্গা চাউল; সেরা ব্যক্তি বা বস্তু।

মুলুগা বান্দর–(বি) ছোটজাতের এক প্রকার বানর (যাহারা মানুষের সান্নিধ্যে আসিলে মুখ লুকাইয়া রাখে)।

মূলানা–(ক্রি) দরাদরি করা। < মূল্য।

মে–(সর্ব) আমাকে। তুং মে (রং); (হিং)।

মেইয়া–(বি) দয়া; মায়া; স্নেহ।

মেউয়া–(বি) দুর্গন্ধযুক্ত একপ্রকার শস্যের অনিষ্টকারী পতঙ্গ।

মেম্বক/মেহ্ক–(ক্রি) অর্থে আমাকে কিছু দাওস্ব অর্থে (বন্টনযোগ্য জিনিস প্রার্থনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ)।

মেগানা–(ক্রি) মাখা; নরম জিনিস দলা; মর্দন করা; চট্‌কান।

মেগা মেগী–(বি) পরস্পর দলাই মলাই করা (কৌতুক ছলে ক্রিয়া)।

মেজাং–(বি) আহার কালে ভোজন পাত্র স্থাপনের জন্য বেতনির্মিত নীচু মঞ্চ বিশেষ। < মাই + চাং (ত্রিং)। মেজাক (ছ)–শুকর ছানা (?)

মেজামেচ্যা–(বিণ) থলি ইঃ যথাসাধ্য পূর্ণ করিয়া; উদর পূর্ণ করিয়া।

মেট–(বি) গুপ্তধন; দৈবলব্ধধন; অপ্রত্যাশিত লাভ। তুং মাইট-মাটিতে গাড়া গুপ্তধনের কলসী (চট্ট.,সি)।

মেড়া–(বি) বড় শিঙেল ভেড়া। < মেঢ্রক।

মেথুয়া–(বিণ) নরম, আঠাল, কাদার অনুরূপ।

মেদছুধা (বি) জুম ক্ষেত্রের শেষ বারের আগাছা বাছাই।

মেদেরা–(বি) অখাদ্য কুখাদ্য (?) যেমন– কি মেদেরা খেবে? -কি ছাই গিলবে? ম্যানরা = কিছুই না ছাই। ; (প্রচ্ছন্ন অর্থ মিষ্টান্ন)। তুং (ঢা., কুম., ম)।

মেনগুণি–(বি) থানকুনি।

মেন মেন – (বিণ) গাঢ় এবং চকচকে (কালবর্ণ)।

মেনা–(বি) পিছন দিকে বা পাশ দিকে বাঁকান (শিং); ঐরকম শিং বিশিষ্ট গবাদি পশু (?) শিং নাই এমন। তুং মৈনা (সি)।

মেন্ধর–(বি) ভূত।

মেমা–(বি) মেওয়া।

মেরমেরেই–(বিণ) অনর্গল (গাঢ় তরল পদার্থ যথা কাদা পূঁজ ইঃ নির্গমনের ভাব)।

মেরা–(বিণ) নিস্তেজস্ব, দুর্বল। তুং মেইরা (ঢা.,সি)।

মেরেত (২)–(বিণ) গাঢ় কাদার ন্যায় পদার্থ মর্দনের ভাব।

মেল–(বি) ছোট ছড়া বা জলাশয়ে মাছ মারার জন্য ব্যবহৃত বিষাক্ত ঔষধ। অর্থহীন সহচর শব্দ বিশেষ; যেমন ভাত নেই মেল নেই ইঃ।

মেলনি পাদা – (বি) এক জাতীয় বন্য উদ্ভিদের পাতা। মেলা – (বিণ) উন্মুক্ত; প্রশস্থ; খোলা।

(বি) বিবাহ। < মিল/মেলে।

মেলানা–(ক্রি) খোলা।

মেলা মারানা–ছুঁড়িয়া দেওয়া। < মেলিয়া ছোঁড়া।

মেলি আমিলা–(বি) বাঁশের কোঁড়া পানিতে পঁচাইয়া প্রস্তুত অম্ল স্বাদের এক প্রকার ব্যঞ্জন।

মেহ্–(সর্ব) আমাকে।

মেহ্ক–(ক্রি) 'আমাকে কিছু দাওম্ব অর্থে (বন্টনযোগ্য জিনিস প্রার্থনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ)।

মেহ্র গরি বঝানা–(ক্রি) গ্যাঁট হইয়া বসা; জাঁকিয়া বসা।

মোক–(বি) স্ত্রী < মাগ (পালি)

মোক্যা–(বিণ) বিবাহিত (পুরুষ)

মোন–(বি) উঁচু পর্বত।

(বি)~কাডা–এক জাতীয় কাঁটাযুক্ত লতানে উদ্ভিদ। তুং মনকাটা (মৈমনসিংহ গীতিকা)।

(বি)~মুনঝি–পাহাড় পর্বত। (সহচর শব্দ)।

মোলোই – (বি) দুধ বা দধির সর। < মালাই।

মোহ্র–(বি) গভীর পানির কুন্ড। < মুর-গভীর।

ম্য ম্য–(বিণ) ভীতু, কুন্ঠিত স্বভাবের; কাজে ঢিলে ঢালা স্বভাবের

ম্যং–১.(অব্য) বিড়ালের ডাক। ২. (বি) বিড়াল (ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহৃত)।

ম্যং ম্যং–(অব্য) ম্য ম্য শব্দের রূপভেদ।

য

য–(ক্রি) যাও।

যক্ষণে/যক্ষে–(বিণ) যখন।

যগনা–(বি) যজ্ঞ ডুমুর।

যত্তন–(বি) যত্ন।

যঘ্য–(বি) যক্ষ; জলদেবতা।

যদা ১. (বিণ) যুক্ত যদেপদে - (বিণ) যথার্থ; জবর ২. (বি) জোড়া।

যধক/যেধক–(সর্ব/বিণ) যত

যধা–(বিণ) জোট; সমবেত

যনি/যানি/যুনি–(অব্য) যদি।

যমবুল–(বি) আলখাল্লা, ওভারকোট জাতীয় দীর্ঘ কোট।

যাং যাং–(অব্য) গয়ংগচ্ছভাব; যাই যাই ভাব; কানে সাঁই সাঁই শব্দ।

যাঠ্যানা–(ক্রি) যাঠা দিয়া গুঁতান।

যানে–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ; প্রায়। ইঃ অর্থে ব্যবহৃত। যেমন, যানে আধা মরা হইয়ে

যাবততরি–(বি-বিণ) যতক্ষণ ধরিয়া; পর্যন্ত; Till; untill. তুং যেবততরি (ঢা)।

যামা–(বিণ) যমজ। যারে কয় =(অব্য) বাকরীতি বিশেষ, যাহাকে বলে; যার পর নাই। যারে কয় মিধা= আমটি যারপর নাই মিষ্টি।

যিধু–(বি-বিণ) যেথা ।

(বি-বিণ)~পায়–যেখানে সেখানে

(বি-বিণ)~সিধু–যথাতথা।

যিন্দি–(অব্য) যেদিকে

যিভা–(সর্ব) যেইটি।

যিয়ত–(বি-বিণ) যেখানে।

(বি-বিণ)~পায় –যথাতথা; সর্বত্র।

যিয়ান –(সর্ব) যেইখান; যেইখানা।

(সর্ব)~পায়–যাহা তাহা।

যুক্যানা – (ক্রি) যোগাড় করা; আয়োজন করা।

যুগাল–(বি) যোগাড়।

যুগালানা (ক্রি) যোগাড় করা; আয়োজন করা।

যুগি বাঘ–(বি) যে বাঘ মানুষের অনুকরণে ডাক দিয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করে (লোক বিশ্বাস)।

যুনি–(অব্য) যদি; যনির রূপভেদ।

যুরানা–(ক্রি) যুতা; সংগ্রহ করা. আয় উপার্জন করা।

যেই–(সর্ব) যাহা

(সর্ব)~সেই–যাহা (তাহা); যা-তা।

যেইই/যেই–(অব্য) তথাপি

যেক্ষে–(বি-বিণ) যক্ষের রূপভেদ।

(বি-বিণ)~পায় –যখন তখন।

যেচ্ছেত/যেখেত/ঝেচ্চেত–(বিণ/অব্য) যথার্থই; সত্যই।

যেঝান/যেঞ্ঝান–(অব্য/বিণ) যেইমত

যেত্তমান–(বি-বিণ) যত পরিমাণ। তুং যিমান (অস্)। যেদুঘা – (বিণ) যেখানকার। < যেথাকার।

যেধক–(অব্য/সর্ব/বিণ) যত।

যেম্বন–(অব্য) যেমন < যাদৃশ্ম।

যেম্বন সেম্বন–(অব্য) যেমন তেমন।

যেম্ভা–(বিণ-সর্ব) যত বড়।

য়

য়–(অব্য) 'অম্ব এর উচ্চারণ ভেদ। যেমন তেয়=সেও, এনে য়–এমনিতেও, হইয়ে য়=হওয়া মাত্র।

য়ান/য়্যান–(অব্য)পদাশ্রিত নির্দেশক খান। যেমন– কয়্যান = কয়খানা

য়ানি–(অব্য) পদাশ্রিত নির্দেশক 'খানি'।

য়্যা – (অব্য) প্রত্যয় বিশেষ (?) derogatory ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যেমন বুর্য্যা = বুড়া (সম্বোধনে)।

র

র–(বি) শব্দ। < রব

(ক্রি)~কাড়ানা–পায়ের পাতার সামনের অংশের উপর ভর দিয়া গলা টানিয়া দেখা।

(ক্রি)~ছাড়ানা – উচ্চৈস্বরে চীৎকার করা।

রঙ্গ্যা খুড়োল – (বি) এক প্রকার কুড়াল যাহাতে হাতলের জন্য ছিদ্র (পঝি) থাকে না। তৎ পরিবর্তে ইহার ছিদ্রে একটি চারকোণা অংশ কাঠের হাতলের ছিদ্রের মধ্যে ঢুকাইয়া ফলার পাশ দুইদিকে পরিবর্তন করা যায়। < রোয়াং + খুড়াল।

রজবন্দ – (বি) বিরোধের পারস্পরিক মীমাংসা।

রজানা (ক্রি) গ্রাহ্য হওয়া; খাটা, খাপ খাওয়া; সংগতিপূর্ণ হওয়া।

রদ–(বি) শক্তি; তেজ।

(ক্রি)~পড়ানা–শ্রান্ত হওয়া। তুং রত (ম., ঢা. সি)

রদংবাচ–(বি) বেন(তাঁত)-এর কাপড়ের টানা বসাইবার জন্য তাঁতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাঁশের কাঠি ইঃ স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ছিদ্রযুক্ত বড় আকারের বাঁশ।

রদংসা–(বি) উপকথায় বর্ণিত পক্ষী বিশেষ। < রাজহংস(?)

রধেবলে–(বি) শক্তি সামর্থ্যবান

রণকাবানা–(ক্রি) রাগ, অন্যবিধ উত্তেজনা বা রণোন্মাদনায় শরীর কম্পিত হওয়া।

রণদুঘ–(বি) সংগ্রাম দুঃখ; শ্রমকষ্ট।

রম°সম°/রক্ষসম–(বিণ) কাঠ গোঁয়ার।

রহ্/রম্ব–(ক্রি) থাম; রাখ।

রহ্ংকরং – (বিণ) শক্ত এবং সোজাভাবে দন্ডায়মান অবস্থা।

রাক্ষুয়াল–(বি) রক্ষক দেবতা (প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস); রাখাল।

রাঙচ্যা–(বিণ) লালচে।

রাঙক্ষা (২)–(বি) হাতীর দাঁতের প্রকার।

রাজজুর–(বি) কানে পরার অলঙ্কার বিশেষ।

রাজ দাগি কনা–(ক্রি) প্রকাশ্যে ঘোষণা করা; গোপনতা পরিত্যাগ করিয়া সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা।

রাজাগজা–(বি) নবাব বাহাদুর, লাট সাহেব ইঃ (ব্যাঙ্গার্থে)।

রাঝি–(বি) রাশি; সময়। পথ্যা রাঝি-প্রভাত কাল। (অর্থ প্র.)।

রাণ–(বি) উরু; মৃত পশুর রাণ। <ফা

রাণ দাল – (বি) তীক্ষ্ণ শব্দকারী পতঙ্গ বিশেষ।

রাণা–(বি) বিপত্নীক– < রাঁড়া

রাণী/রাণি–(বি) বিধবা।< রাঁড়া

(বি)~খুয়া – পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় অথবা পাহাড়ের কোলে সৃষ্ট কুয়াশা।

(বি)~স্যং–শক্ত এবং সরল ডাঁটাযুক্ত এক জাতীয় উদ্ভিদ বা ডাঁটা।

রাত–(বি) দুর্ভিক্ষ। < রুষ্ঠ (?) অথবা কাহাত্ (আঃ?)

রাত্তি/লাত্তি/লাদি–(বি) নাটাইয়ে জড়ানো সূতার পরিমাণ বিশেষ।

রাদা–(বি) মোরগ প্রঃ পুং জাতীয় পাখী।

রাদি–সহচর শব্দ বিশেষ। যেমন–রূবারাদি-রূপা প্রঃ।

রাধাঘর–(বি) শব সৎকারের পূর্বে মৃতদেহ স্থাপন করিয়া আনুষ্ঠানিক শ্মশান যাত্রার জন্য প্রস্তুত শকট (অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছুক্ষণের জন্য নির্মিত বংশ নির্মিতআধার)।

< রথ+ ঘর।

রামজুনি–(বি) রামধনু।

রাম্যাংলুদি–(বি) এক জাতীয় শক্ত বন্যলতা।

রাহ্–(বি) সুযোগ; ব্যবস্থা ; উপায় = রাস্তা (< ফা.)।

রিচ্ছুয়া–(বিণ) ঈর্ষা প্রবণ।

রিছ্যা–স্বামী বা স্ত্রীর পরস্পরের যথাক্রমে পরস্ত্রী বা পরপুরুষের প্রতি আসক্তি সম্পর্কে সন্দেহ প্রবণতা।

রিঝানা–(বি) স্বামী বা স্ত্রীর যথাক্রমে অন্য স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি প্রকৃত বা কল্পিত আসক্তির কারণে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিদ্বেষভাব পোষণ। <ঈর্ষা।

রিঝাল্লুয়া / রিঝাল্যা – (বি) (ঈর্ষাপ্রবণ) ধনেশ পাখী।

রিঝী–(বি) কেয়া জাতীয় এক প্রকার ঠেসমূল উদ্ভিদের কাঁটাযুক্ত ফল যাহা সূতা আঁচড়াইবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

রিঝুম–(বি) খাড়া সিড়ির পাশে স্থাপিত কাঠ বা বাঁশের দন্ড (যাহা ধরিয়া সিড়ি অতিক্রম করা হয়)।

রিনানা–ক্রি) নিরীক্ষণ করা; লক্ষ্য করা; তোয়াক্কা করা। তুং রেনা=লক্ষ্য করা (কুম., চট্ট.,)।

রিনীচান্বনা–একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা বা তাকানো।

রিবরিব–(বিণ) দূরত্ব বশতঃ অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতি গোচর অবস্থা।

রিবাং–(বি) বৃক্ষকান্ডের মধ্যাংশ; মাজা।

রিমিঝিমি–(বি) অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর অবস্থা; ঝাপসা দৃষ্টি।

রীত – ১. (বিণ) মৌসুমের অবস্থা। ২. (বি) ফসলের মৌসুম; রীতি।

রুং কাড়ানা –(ক্রি) কুকুর প্রঃ প্রাণীর দীর্ঘ লয়ে করুণস্বরে ডাকা।

রুগ–(বি) ফসলাদির রোগ; প্রাণীদেহের মাংসে অবস্থিত কৃমি, টিউমার ইঃ জাতীয় রোগ। < রোগ।

রুঘানা – (ক্রি) আক্রোশান্বিত হওয়া; আক্রমণোদ্যত হওয়া। < রোখ < রোষ।

রুচ্যাল–(বি) তরকারীতে আমিষ জাতীয় (শুটকি ইঃ) উপকরণ। < রুচি + আল।

রুজানা–(ক্রি) আহারে রুচি জন্মানো

রুড়ি/লুরি–(বি) এক শ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্মীয় পুরোহিত ; রাউলি

রুধা–(বিণ) অনুর্বর; উষর; নিঃস্ব; অভাবক্লিষ্ট; রুঠা। < রুষ্ট।

রুভা–(বি) চুল্লির জ্বলন্ত কাঠ।

(বি)~কুর – কাষ্ঠ সজ্জিত চিতা। তুং রুখ্ = কাঠ (সি)। < রুক্খ (পাং)

রুম – (বি) গভীর ছিদ্র বন্ধ করার জন্য তদনুরূপ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থযুক্ত শলাকা; এই প্রকার দীর্ঘ শলাকা; শূল।

রুমু–(বি) জরায়ু।

রুয়াম – (বি) পেশীতন্তু; Grain. < রোঁয়া।

রু-রু-রু–(অব্য) বংশী ধ্বনি। (অণু)।

রুহ্ – (বি) পার্বত্য ছাগ জাতীয় হরিণ; 'ইয়াম্ব হরিণঃ < রু রু (সং)

রুহ্ং রাহ্ং–(বি) শিলাময় বন্ধুর পার্বত্যভূমি।

রূক টেঙা–(বি) রূপার টাকা।

রুবাতলা–(বি) সাদারঙের একপ্রকার ঔষধি। < রূপা।

রূহ্–(বি) রুচি। দৈব প্রাপ্তি < (আং) (বি)~খিজানা–খাদ্যের প্রতি রুচি জন্মানো;

রে–(অব্য) বিস্ময়, খেদ এবং সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ।

র‍্যেং – (অব্য) তীক্ষ্ণ এবং উচ্চৈঃস্বরে উল্লাসধ্বনি। তুং রে রে ধ্বনি।

রেই– (অব্য) রে রে জাতীয় ধ্বনী।

রেক্ষস – ১. (বিণ) ভোজন লোভী (নিন্দার্থে) (বি) রাক্ষস ।

রেক/রেপ–(বি) প্রস্তরময় পর্বত গাত্রের স্থানে স্বল্প পরিসর সমতল স্থান; বার্নিসের মত ঝুলান পাথরের পাত; তুং পাষাণের রেক।

রেগা–(বি) সাঁকো। তুং রেকা (চট্ট>?)

রেম্বঙ – (বি) এক জাতীয় আলু। চুপড়ি আলু(?)

রেজাং–(বি) মাচা।

রেজাবঁ–(বি) অজগরের শ্রেণী বিশেষ।

রেত বালু–(বি) মোটা কর্কশ বালু। < রেক বালু।

রেনানা–(ক্রি) রিনানার উচ্চারণভেদ।

রেপ–(বি) প্রস্তরময় পর্বতগাত্রের স্থানে স্থানে স্বল্প পরিসর সমতল স্থান; কার্নিসের মত ঝুলান পাথরের পাত।

রে রে – ১. (বি) চরম প্রান্ত; মুহূর্ত ইঃ; ২. (অব্য) টায় টায়

-রোই-(অব্য) বাকরীত বিশেষ। সম্বোধন, খেদ, বিস্ময়,মিনতি অবজ্ঞা, অনুকম্পা ইঃ সূচক শব্দ। যেমন– খদা রোই, দাধারোই ইঃ। তুং খোদা রে।

রোগোনি–(বিণ) রক্তাক্ত।

ল

লং–(বি) মদ চোলাই কালীন উত্থিত মদের ভাঁপ (?)

(বি)~কানি–যে পাত্রে মদ জমা হয় সেই পাত্রের মুখের ন্যাকড়ার আবরণ।

লক–(বিণ) বহুত্ব বাচক বিভক্তি স্থানীয় শব্দ বিশেষ; সকল। যেমন – গুড়ালক - শিশু সকল; শিশুর দল।

মিলালক-মেয়ে সকল; মেয়ের দল।

লকঢক্যা–(বিণ) নড়বড়ে।

লকফক–(বিণ) সংস্রব; সম্পর্ক।

লকলক্যা–(বিণ লকলকে।

লকলগানা (ক্রি) লকলক করা।

লক্ষ /লোক্ষ–প্রিয় (সম্বোধনে) তুং লক্ষ্মীটি।

লক্ষে–(বি-বিণ) ক্ষণে; সময়ে; লগ্ন।

লগত–(বি-বিণ) তৎক্ষণাৎ; বিনাবিলম্বে

লগত তগত / লগদালগ / লগলক / লগে লগে–(বি-বিণ) তৎক্ষণাৎ।

লগদে–(বিণ) নগদে।

লগর–(অব্য) গালিবিশেষ (?)

লগে/লঘে–(অব্য) সঙ্গে।

লঙ্কা পড়া – (বিণ) ধূর্ত; দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত (হনুমান)।

লঙানা–(ক্রি) নুইয়া পড়া; ঝুঁকিয়া পড়া; বাঁকিয়া যাওয়া; দমিত হওয়া।

লঙ্গু–(বি) এক জাতীয় মাছ।

লঙ্গুর–(বিণ) অতিবৃদ্ধি; অথর্ব (বার্ধক্যের দরুণ); কুঁজো। < নোয়া।

লঙ্গানা–(ক্রি) কাজ বা উদ্দেশ্য সাধন করা; স্পর্শ করা; ফল লাভ করা। যেমন– পাপে লঙ্গানা-পাপের ফল ভোগ করা।

লজ্বেই ধজ্বেই–(ক্রি-বিণ) দুর্বল বা আহত অবস্থায় অত্যন্ত কষ্টে সৃষ্টে নড়াচড়া করিয়া। তুং লড়ঝড়।

লড়ক ধড়ক–(বিণ) নড়বড়ে।

লড় খড় (২)–(বিণ) নড়বড়ে অবস্থা; এদিক ওদিক দোদূল্যমান অবস্থা।

লড়খর্য্যা–(বিণ) দীর্ঘসূত্র।

লড় দেনা–(ক্রি) যাত্রা শুরু করা; রওনা হওয়া। < নড়া।

লড়ানা–(ক্রি) নড়া; তাড়ানব; ধাওয়া করা; অনুসরণ করা।তুং রাজমালা পৃ; ২৩)

লড়ালড়ি–(বি) একজনের পিছনে একজন ধাওয়া করা; দৌড় প্রতিযোগিতা। তুং (পা)।

লধা মাছ–(বি) বেলে মাছ। < লেটো মাছ।

লম্ব না-(ক্রি) লওয়া; বিবাহ করা।

লবয়-(বি) ভায়রাভাই।

লবিয়ত-(বি) অতিথি পরিচর্যা; অভ্যর্থনা; আদরযত্ন তুং লুইত (চট্ট)। < লৌকিকতা।

লভর তভর - (বিণ) জটিল খুঁটিনাটি প্রক্রিয়াযুক্ত (কাজ); যে কাজ করিতে বহু সময় এবং শ্রম ব্যয় হয়।

লভাদছ্যা-(বিণ) অসুবিধাজনক; ঝামেলাপূর্ণ (কাজ ইঃ)। তুং লড়াদশা (চট্ট.)।

লরা-(বি) নাটাইয়ে জড়ান সূতার পরিমাণ বিশেষ। < লহর।

লহ্ং লহ্ং-(অব্য) রূপকথায় বার্গী পাখিকে 'লহ্ং লহ্ংস্ব করে ডাকে।

লহ্লক (২) -(বিণ) লক লক ।

লসা-(বিণ) কচি ডগাযুক্ত (শাখ ইঃ)। তুং ঐ (চট্ট)।

লহ্ন বহ্ন-(বি) ঘন ঘন জিনিস পত্রাদি স্থানান্তর পূর্বক লহ্র-(বিণ) দীর্ঘ সাধনযোগ্য কাজ ইঃ ।

লাং-(বি) উপপতি।

লাংধা-(বিণ) লেংটা।

(বি)~বাংধা-ন্যাংটা। (দ্বিরুক্তিবাচক অনুচর শব্দ)।

লাক-(বিণ) উপযুক্ত; সমর্থ। যেমন- যার লাক তার ভাগ-যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাই তাহার ভাগে। এইকাম তর লাক নয়-এই কাজ তোমার যোগ্য নয়।

লাক্কুয়া-(বিণ) লগ্নী; শর্তাধীন। বঝর লাক্কুয়া-এক বছরের করাড়ে আবদ্ধ; প্রতি বছর।

লাক্যা - (অব্য) মত; ন্যায়। < লাকোন (হিং)।

লাগ পানা/ লাগত পান/লাম্বগ পানা-(ক্রি) নাগাল পাওয়া; সাক্ষাৎ পাওয়া। তুং লাগ পাইলে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

লাগাড় - (অব্য) নাগাড়; পর্যন্ত। অবধি; নিরবিচ্ছিন্ন। < লগ্ন। দিনে লাগাড়ে - প্রতিদিন।

লাগত্তি - (অ) নাগাদ;হইতে। < লিগাইৎ (আং)। কুয়া লাগত্তি পানি - কূপ খনন নাগাদ পানি।

লাগানা - (ক্রি) রোপন করা; স্থানিক দোষবশতঃ ব্যাধিযুক্ত হওয়া (প্রচলিত বিশ্বাস)।

লাগারা - (বি) দরজার কপাট ঝাঁপ ইঃ আটকাইয়া রাখার জন্য আড়া আড়িভাবে স্থাপিত দন্ড। < লাকড়ি < অর্গল।

লাঘর–(বিণ) উপযুক্ত; যোগ্যতা সম্পন্ন। লাঘর পুয়া- উপযুক্ত পুত্র < লাইক (আং)।

লাঘা – (বিণ) ফাঁক ফাঁক; স্বল্প সংখ্যক। বিরল। < আলগা।

(বি)~ঝাগা – ফাঁক ফাঁক জাঁকা।

(বি)~বান্দর – উল্লুক।<লুঘুক (উল্লুকের উচ্চারণ বিকৃতি)।

লাঙা–(বি) সূতা জড়াইবার কাজে ব্যবহৃত নাটাই বিশেষ (একটি ক্ষুদ্র এবং হ্রস্ব দন্ডের দুই প্রান্তে ছিদ্রযুক্ত অংশে দুইটি বংশ শলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া নির্মিত)।

লাঙানা–(ক্রি) লাঙার মধ্যে সূতা জড়ান।

লাঙেল–(বি) লম্বা পাহাড়ের দাঁড়া; এক লাঙেল

লাড়ানা–(ক্রি) নাড়া।

লাড়েই–(বি) লড়াই।

লাচ্চার–(অব্য) অবশ্য; কিন্তু; তবে।

লাজ–(বি) লজ্জা।

(ক্রি)~ঘুরানা–প্রাপ্ত লজ্জা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অন্য বাহানা তোলা।

লাজুরী–(বি) লজ্জাবতী লতা।

লাত–(বি) ক্ষুদ্র গুটিকা; মল < নাদা।

লাত্তি / লাদি –(বি) ক্ষুদ্র গুটিকা; পশুপাখীর নাদা; নাটাইয়ে জড়ানো সূতার ক্ষুদ্র পরিমাণ বিশেষ (সাত লাত্তিতে একছুলি, ৫ ছুলিতে ১ মড়াহ্)।

লাদাক–(বি) রোগ ভোগের পর দূর্বল চলৎশক্তিহীন অবস্থা; আর্থিক দুরবস্থা। তুং লাট- শক্ত রোগ (সিঃ); দুর্বল (দি)

লাদাপাদা – (বি) শাকসবজী। < লতাপাতা।

লাদি মাছ–(বি) লেটা মাছ (টাকি মাছ)।

লাপ্পোই স্যাং–(বি) মৃত্যুর পরবর্তী দিনে আনুষ্ঠানিক ভিক্ষু ভোজ। < মঘী।

লাবু চাবু–(বি) প্রচ্ছন্ন লোভ বশতঃ ব্যগ্রতা বা তৎনিমিত্ত অস্থির আচরণ।

লাভাক–(বি) বোঝা, ঝুড়ি প্রঃ বহনের জন্য চওড়া ফিতা।

লামনি–(বিণ) ভাটির দিকে।

লামা –(বি) ভক্তিমূলক গাথা। যেমন গোজেনম্ব লামা। (কবি শিবচরণ রচিত গোজেনম্ব লামা)। < নামা। এক লামা-দীর্ঘ বর্ণনা ।

(বিণ)~লাম্যা–সিঁড়ির ন্যায় ধাপে ধাপে একটির নীচে একটি বা একের পর এক এমনভাবে সজ্জিত পিঠাপিঠি অবস্থা।

লাম্বা –(বিণ) লম্বা।

লায়–(অব্য) জন্য; লাগিয়া

লারা বারেঙ–(বি) ঘনঘন এখানে ওখানে যাতায়াত করিয়া টুকিটাকি কাজ করে এমন ব্যক্তি (সচরাচর অল্প বয়স্ক ছেলে বা মেয়ে)।

লাঝ্যা–(বিণ) শস্যাদির শীষ হইতে দানা ঝাড়িয়া ফেলা হইয়াছে এমন; ঝাড়া; পাতা ইঃ ঝড়িয়া গিয়াছে এমন ডালপালা।

লালচ–(বি) আগ্রহ; লালসা।

লালাবাজি–(বিণ) আজে বাজে ফালতু (কাজ)।

(ক্রি)~গরানা–অলসতা বা অনাগ্রহ হেতু আজে বাজে কাজে সময় কাটান।

লাল্লাপুক–(বি) এক জাতীয় জলজ পোকা।

লাহ্–(বি) লাক্ষা; আঠা।

লাহ্‌দিঘলী–(বিণ) দীর্ঘসূত্রী(কাজ)।

লাহ্‌রে–(ক্রি-বিণ) আস্তে; ধীরে। তুং লায় (সি); লয় (পা., চট্ট); লারে (ঢা. কুম); লাহে (অস্)।

লিং–(বি) ভগাঙ্কুর।

লিকলিক্যা–(বিণ) লিকলিকে।

(বি)~কুগুর – খাইবার লোভবশতঃ ঘুরঘুর করে এমন কুকুর। পরান লিক লিক্যা – সর্বদাই খাই খাই ভাব।

লিকলিগানা –(ক্রি) লিকলিক করা।

লিঙ্গুর–(বি) ক্ষুদ্র লেজ; দূরন্ত স্বভাবযুক্ত বালক বা বালিকা ইঃ। তুং বাঁদর। < লেঙ্গুড়।

লিত্তিং–(বি) অতিক্ষুদ্র; ছোট্ট।

লিপ্যাপুছ্যা–(বিণ) লেপামোছা অবস্থা; একাকার অবস্থা।

লিবানা–(ক্রি) লেপন করা।

লিমু–(বি) লেবু।

লিয়ানা–(ক্রি) লেহন করা।

লিলিল লিলিক/লালাক–(অব্য) লিক লিক (করা)।

লিহ্ লাহ্–(বিণ) লিকলিকে লম্বা।

লুঈ–(বি) মাছ ধরার হাতিয়ার বিশেষ।

লুক–(বিণ) লুক্কায়িত; লুপ্ত

(ক্রি)~গরানা – স্নেহোদ্রেক হওয়া; আদর করার ইচ্ছা জাগা।

লুগেইয়া –(বি) গালি বিশেষ; লুগানী (স্ত্রী লিঙ্গে)।

লুঙি মারানা–(ক্রি) নিক্ষেপ করা। < লখিয়া (লক্ষ্য করিয়া) মারা (?)

লুচি–(বিণ) কচি; নেতাইয়া পড়া অবস্থা। তুং (চট্ট.)।

লুচ্চা–(বিণ) লোলুপ। < হিং।

লুজু রূক–১. (বিণ) গুটি গুটি মারিয়া (বসা ইঃ) ২. (বি) এক জাতীয় বন্যলতা।

লুডানা–(ক্রি) শয়ন করা (সচরাচর পশুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত); লুটাইয়া পড়া।

লুডি দেনা–(ক্রি) বন্টন করা।

লুড়ুক–(বিণ) মোটা; পুরুস্তু।

লুড়া–(বি) মশাল। < নুড়া।

তুং ঐ = দাহ্যপদার্থ (পা)।

লুড়ানা–(ক্রি) পাওয়া বা খাওয়ার লোভ করা; লোভ বশত; জোর প্রকাশ করা। < লুণ্ঠন।

লুড়ি খানা – (ক্রি) লোলুপতা সহকারে খাওয়া।

লুদি–(বি) লতা; হাম। তুং লুতি (নো., চট্ট.)।

(বি)~লবণ – লতাঝাড় লুদি = লতা + লবণ (অনুচরশব্দ) (বহুত্ববোধক)।

লুদুপুদু–(বিণ) মাখামাখি; একাকার অবস্থা।

লুধি–(বি) লাঠি। তুং লট্টি (প্রাং)।

লুধুং–(বি) জিনিসপত্র রাখার জন্য শুকনা লাউয়ের খোল। < লাউ+তুম্ব(?)।

লুভ–(বি) লোভ; লোলুপতা।

(ক্রি)~পুদানা–লোভ প্রকাশ সূচক চঞ্চলতা প্রকাশ করা।

লুম্বা–(বি) গাদা বন্দুক; প্রাচীন কামান ইঃ গোলাবারুদঠাসিয়া ভরিবার জন্য ন্যাকড়া তুলা ইঃ বস্তুর wadding.

লুর–(বি) শুকর, মুরগী ইত্যাদির খোঁয়াড়; Hencoop. Piggery.

লুলা–(বিণ) বিকল; অকেজো; নড়বড়ে (হাত পা, শিং ইঃ)। < নূলা)।

লূলাং–(বিণ) লোভী; লালসাপূর্ণ।

লুলুক–(বি) ছাগলের গলায় ঝুলন্ত গলস্তন; নাকের অলঙ্কার বিশেষ

লে–(অব্য-রে); লো। (সম্বোধন সূচক শব্দ)। যেমন– রূপক কথায়ঃ- কুমার লে কুমার-কুমার রে কুমার।

লেই–(বি) বেতের তৈয়ারী ঝুড়ি বিশেষ।

লেম্বই–(বি) লাই দেওয়া। প্রবচনঃ লেম্বই কুগুরে বেই উধে–লাই দেওয়া বা আদুরে (কুকুর প্রঃ) (দেহ) বাহিয়া উপরে উঠে।

লেং–(বিণ) খোঁড়া; লেংড়া; পিঠার চাউল প্রঃ অতিরিক্ত ভিজানোর ফলে বেশী আর্দ্র অবস্থা প্রাপ্ত।

লেঙেরা–(বি) ন্যাকড়া। ফাদা লেঙেরা- ছেঁড়া কাপড়।

লেঙেরা–১. (বিণ) ইহাদের ফলে কাঁটাযুক্ত অবস্থা। তুং (ম. ,সি)। ২. (বি) বন্য গুল্ম বিশেষ।

লেচ্ছর–(বিণ) নিম্নপ্রান্ত মাটিতে স্পর্শ করে এমনভাবে ঝুলাইয়া পরিহিত (বস্ত্রাদির) অবস্থা। তুং ল্যাসরা (কুম)।

লেচ্ছুয়া–১. (বিণ) লালসাপূর্ণ। তুং লেচুয়া (নো); < লাসা (হিং) < শ্লেষ্মা। ২. (বি) লালার ন্যায় পিচ্ছিল আঠাল বস্তু।

লেচ্ছেরা কাড়ানা–(ক্রি) পাওয়ার আশায় প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা চালান; লুচ্চামি প্রকাশ করা।

লেজ–(বি) লেজ; মৌমাছি ইত্যাদির হুল; লেজের ন্যায় লম্বা যে কোন বস্তু।

লেজা/লেযা – (বি) পাহাড়, জুমক্ষেত্র ইত্যাদির পাদমূল। মূড়া লেজা–পাহাড়ের পাদমূল। ঝড়স্ব লেজা - বৃষ্টির পশলা। ঘুমস্ব লেজা- ঘুমের মুহূর্ত। < ল হয় =মুহূর্ত (আং)।

লেঞ্জর – (বিণ) বহু সন্তান প্রতিপালনের দায়গ্রস্ত অবস্থা। লেজুড়। তুং লেনযর পেনযর = ছেলেপেলে (সি)। < লঞ্জ।

লেড়–(বি) বীর্য। তুং লগড় (রা., সি., ম)। < লাড় < লণ্ড

লেত্তুয়া – (বি) লালা; লচ্ছুয়া। < লাসা (হিং)।

লেদা–১. (বিণ) অরুচি.দুর্বল, চলৎ শক্তিহীন অবস্থা (সদ্যোজাত শিশু জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, রুগ্ন, আহত ব্যক্তি ইঃ); ভিজা। ২. (বি) শস্যের পোকা।

লেদান্যা–(বিণ) ঢালু।

লেদাপেদা–(বি) দৈহিক সংসর্গে ঘনিষ্ঠতা, মাখামাখি (শিশু, রোগী প্রঃ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য); লুদুপুদু; শব্দের অনুরূপ অর্থবহ শব্দ।

লেদেইয়া–(বিণ) লেদেন্যা দেখ।

লেদেরা–(বিণ/বি) লেদা শব্দ দেখ।

লেধা –(বিণ) ঢিলা স্বভাব বিশিষ্ট। তুং ঐ (চট্ট. অস্)।

লেবর–(বি) চোখের পিঁচুটি। < লম্ব আর (আং)।

লেবা–(বিণ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক; নাবালক।

লেবাং/লেভাং–(বি) লেজ (গোসাপ, কুমীর ইত্যাদির লেজ), পুচ্ছ (মেরাগ ইত্যাদির পুচ্ছ)।

লেবাঙ্যা ফোর–(বি) মোরগ এবং তং জাতীয় পাখীর পুচ্ছ স্থিত দীর্ঘ পালক।

লেবেরা ঝেবেরো – (বিণ) লেপটান; একাকার; ঝাপসা (দৃষ্টি ইঃ)।

লেবেরানা (ক্রি) পিঁচুটি পড়া।

লেবে লেবে–(ক্রি-বিণ) পরিহাস ব্যঞ্জক ধৃষ্টতাপূর্ণস্বরে বিরক্তিজনকভাবে বকবক (করা)।

লেভা–(বিণ) জিহ্বার জড়তাবশতঃ 'রন্ব বর্ণকে 'লন্ব হিসাবে উচ্চারণ দুষ্ট (ব্যক্তি)।

লেমত্তেম-তেমত্তেম – (বিণ) একটি পর একটি জাত; পরম্পরাগত।

লেম পেদানা–(ক্রি) কোন কিছু পাওয়ার, চাওয়ার বা করার জন্য নাছোড় বান্ধা ভাবে চেষ্টা চালান বা সুযোগ খোঁজা।

লেম্বানা – (ক্রি) স্পর্শ করা; লাগিয়া যাওয়া। < লিহ্ (ধাতু)।

লেলম পাদা–(বি) একজাতীয় শাক।

লেলেক (২) – (বি) বেহায়াপূর্ণ ঠাট্টা পরিহাস।

- **লোই**–(অব্য) লইয়া।

লোক্ষো–(বিণ) প্রিয় (সম্বোধনে ব্যবহৃত)। তুং লক্ষ্মীটি।

লোয়া পাত্তুয়া বাঘ–(বি) ডেরাকাটা বাঘ; Royal Bengal Tiger.

লোহ্–(বি) রক্ত। < লোহূ (হিং)।

ল্যাং–(বিণ) খাদ্যাভাবে খালি এবং চুপসান (পেট); লিয়ং শব্দের বানান ভেদ; মাটির গুলি; যেমন–উবাগীতঃ কুঝ্যাৎ লইয়ে ল্যাং-কোমরের থলিতে লইয়াছে মাটির গুলি।

ল্য ল্য–(অব্য) শূকর আহবানের শব্দ। < লাই=আস (মঘী)।

স

সং – ১. (বিণ) সমান; একমত ২. (অব্য) পর্যন্ত। < সম।

(বিণ) ~ **কুল্যা** – একই আকার ও আয়তনবিশিস্ট।

(ক্রি)~ **পড়ানা**–মনের মিল হওয়া; চরিত্র বা আচরণে এক হওয়া।

(বি)~ **ফোর**–পাখীর কচি পালক পড়িয়া আসল পালক গজাইয়া পূর্ণ বয়স পর্যন্ত।

(বি)~**ভাগ**=সমান অর্ধেক

(অব্য)~**সমার**–একসঙ্গে।

সক–(বি) আহারে ঘৃণা। তুং (ফ,কুম,খু,) < সক্ক (আং)।

সকজুড়–(বিণ) শঙ্খচূড় (সাজ)

সক্ষে/সেক্ষে–১. (বি-বিণ) সেইক্ষণে; তখন।

সগানা–(ক্রি) আহারে ঘৃণা জন্মান ।

সচ–(বিণ) ঢিলা। তুং হঁস (চট্ট)।

সজন–(বি) ভায়রা।

সজপদর – (বি) সাজসরঞ্জাম; দেশী তাঁতের সাজসরঞ্জাম। **সজর** (২) – (অব্য) শুকনাপাতা, ঘাস ইত্যাদির উপর সড় সড় শব্দ।

সঝানা–(ক্রি) শোঁ শোঁ শব্দ করা; ফুঁসান; ফোঁসফোঁস শব্দ করা।

সট – (বি) সাড়; স্পর্শানুভূতি। (ক্রি)~মরানা–স্পর্শ শক্তি নষ্ট হওয়া ।

সড় সড়ানা–(ক্রি) সড় সড় শব্দ করা।

সড় সর্য্যা–(বিণ) বায়ু বা তরল পদার্থ সহজে নিঃসৃত হইতে পারে এমন (ছিদ্রপথ)।

সত্তিপরান বাজানা-(বি) যথাশক্তি। শক্তি।

সত্তে–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ। যেমন– নেই সত্তে নেই-নাই বলিয়া নাই।

সৎ সৎ – (বি) স্বস্তিবচন; সাধুবাদ। < স্বস্তি (২)।

সদর/সদর্য্যা – (বিণ) সহোদর; আপন; ঘনিষ্ঠ।

সনা–(বি) সোনা

(বি)~তলা–ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হলুদ বর্ণের শিকড় বিশেষ।

সনাদ্দি কুড়ুম – (বিণ) সোনার কুটুম্ব (ব্যাঙ্গার্থে/গুঢ়ার্থে অনাত্মীয় অপ্রিয় জন)।

সনে – (অব্য) তাড়সে। যেমন–ফড়া সনেজ্বর। ফোঁড়ার বেদনার ফলে জ্বর।

সপ্পান / সবআন – (বি-বিণ) সবখান; সবক্ষেত্রে।

সবথ–(বি) শপথ; দিব্য (দেওয়া)।

সবরে–(বিণ) সকাল বেলা; তাড়াতাড়ি; শীঘ্র < সবিরে (হিং)।

সবায়/সভায়–(বিণ) মোটেই; সবে। তুং সপায় (বা).

সম–(বিণ) সমান। (ক্রি)~হনা-উপশম হওয়া।

সমত–(অব্য) সহ; সমেত।

সমদ–(বি) আহ্বানে সাড়া দেওয়া। তুং শুমার (ক); হঁত (চট্ট); মাত দে (অস্)

সমরানা–(ক্রি) গছাইয়া রাখা; সামলাইয়া রাখা। তুং শমুবরি (সি); সামরি থ (অস্) সম্বরিল (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন)।

সমরেংঘর – (বি) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সাময়িকভাবে শব রাখার জন্য আধার বিশেষ।

সমানা–(ক্রি) ঢুকা; প্রবেশকরা। তুং সোমা (অস); তুং চর্যাপদঃ (১) কোড়ি মাঝে এক হি অহি সমাইল। (২) দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায়। < (প্রা. বাং)।

সমানে–(অব্য/বি-বিণ) সর্বদা।

সমার–(বিণ) সঙ্গী। সমারাসমরি- (বিণ) একসাথে; সঙ্গী সাথীর একত্রে।

সমারে–(অব্য) সঙ্গে; সনে। < সমেন (সং)।

সমার্য্যা–(বিণ) সঙ্গী।

সমুদ্ধা/সুদ্ধা–(অব্য) সহ; শুদ্ধ; সমেত।

সম্বস্য–(বি) মীমাংসা; সমঝোতা।

সয় সমার্য্যা–(বি) সঙ্গী সাথী। < সহ +স মার্য্যা= সঙ্গী।

সয় সম্পত্তি–(বি) সহায় সম্পত্তি।

সয়সাগর–(বিণ) প্রচুর ।

সর–(বি) তীর, সর, (দুধ ইত্যাদির সর); পলি।

সরব°র°–(বিণ) পানিতে ভিজিয়া বা পানি জমিয়া একাকার অবস্থা। < সরোবর।

সরধা–(বি) হাতির শুঁড়; জাঁতি। < সরোতা (হিং)।

সরবা (গিড়া) – (বি) ফসকা গিড়া। তুং হরৈ (চট্ট.) হরকা (ম., নো)। < সটকা < সড়কা।

সরল–(বিণ) সোজা; ঋজু, < সরল।

সরে–(বিণ) সহজ; লঘু;

(ক্রি)~হনা–আরোগ্য হওয়া।

(ক্রি)~পানা–আরোগ্য পাওয়া। কামত সরে পানা- কাজ হালকা হওয়া; নিস্কৃতি পাওয়া। পীড়া সরে পানা- রোগ উপশম হওয়া। ভাত সরে পানা-ভাত বাবদ খরচ কমা।

সর্য্যা–(বি) দল। একসর্য্যা-একান্তভুক্ত ছোট পরিবার। দ্বি-সর্য্যা-একান্নভুক্ত বড় পরিবার। তুং সড়ি (চট্ট.)। < শরিক (ফাঃ)।

সল–(বি) আঙ্গুল হাড়া।

সলং–(বি) খোলস (সাপ ইত্যাদির খোলস)। তুং সলম (সি); চলং (অস্) < ছল্লি।

সলক – (বি) উড়ন্ত কাঠবিড়ালী জাতীয় প্রাণীবিশেষ।

সলসল্যা – (বিণ) উপরের দিকে ঘন ঝোপঝাড় পরিপূর্ণ কিন্তু নীচে অবাধে চলাচলযোগ্য (জঙ্গল ইঃ)।

সলাসলি–(বি) সওয়াল; জবাব; তর্কবিতর্ক। < সওয়াল।

সলেসাত–(ক্রি-বিণ) সহজে; স্বল্প পরিশ্রমে। < হলল্ (আং)

সল্যা সল্যা–(বিণ) গোটা গোটা; বড় বড় আকারের।

সস্রম–(বি) উপশম; নিবৃত্তি; অবসর; স্বস্তি।

সহ্জ–১. (বিণ) সহজ; ২. (অব্য) নেহাৎ সহ্জে হইয়ে -নেহাৎ যখন হইয়াছে।

সহ্ল–(বিণ) লঘূ (ভার); সহজসাধ্য (কাজ); হালকা/ (কাজ,বোঝা ইঃ) < হলল্ (আং)।

সাং–(বি) রক্তামাশয়, ছাতা (পড়া); তুং শাঁওহাগা (ব); শাঁহাগা (রা)।

সাং খানা–(ক্রি) মিল হওয়া। < সাম=সাম্য (শব্দ বিকৃতি)।

সাং পড়ানা–কাপড়ে ছিপাপড়া।

সাং সাঙ্যা–(বিণ) নির্মল, পরিচ্ছন্ন; ঝরঝরে।

সাগর–(বিণ) বিস্তর; প্রচুর। < সাগর। (অর্থ প্র.)।

সাঙা–(বি) বিবাহ (টংটঙ্গ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে ঐ অর্থে প্রচলিত)। তুং সংসদ অভিধানঃ হিন্দু বিবাহ।

সাঙ্ু–(বি) সাকোঁ

সাঙেত দেনা–(ক্রি) সঙ্গদান-করা।

সাঙেত–(বি) সঙ্গদানকারী;; সঙ্গতি তুং সংগত(ম)।

সাচ–(বি) শাঁস; মাছ,মাংস ইত্যাদির অস্থি, কাঁটা ইঃ বর্জনীয় অংশ ব্যতীত কেবল মাংস।

সাজঙ্যা গামছা–(বি) একদিনে তুলা তুলিয়া, সূতা কাটা সহ যাবতীয় কাজ সমাধা করিয়া বোনা গামছা।

সাজঙ্যা মড়া–(বি) যে ব্যক্তি ভর সন্ধ্যায় মারা যায় তাহার শব দেহ। < সাঁঝ+মড়া।

সাঝ–(বি) সাঁঝ; একবেলার ভাত বা অন্য খাদ্য।

সাঝন্যা–(বিণ-বি) সাঁঝ; সন্ধ্যাকাল।

সাঝুর–(বি) সাঁতার। মালা সাঝুর –চিৎ সাঁতার।

সাঝুরানা–(ক্রি) সাঁতার কাটা; সংক্রামিত হওয়া। তুং সোঁচরা (অস্)।

সাঝুরুক সাঝ–(বি) প্রতি বেলার আহার (এক বেলা এক বেলা করিয়া)।

সাড়–(বি) সঙ্কেত; অস্তিত্ব সূচক সাড়া; প্রেতাত্মা প্রদত্ত শব্দ সঙ্কেত।

সাতকাম–(বি) বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। < সাজ+কাম।

সাতদিন্যা–(বি) মৃত সৎকারের সাতদিন পরে শ্রদ্ধানুষ্ঠান।

সাত দ্বিবুর্য্যা–(বি) খাড়া দুপুর বেলা; অনেক বেলায়; অনেক পূর্বে। তুং সাত সকালে।

সাত মিঝাল্যা–(বিণ) পাঁচমিশালী

সাদাং–(বি) ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী নির্দিষ্ট তিথিতে শীলপালন বা ব্রতানুষ্ঠান। < মঘী।

সাদাঙা–(বিণ) সৎ; বৈমাত্রেয় < সতাই।

সাদালে পাদালে–(বিণ) বিস্তর ব্যবধানে।

সাদেকামে – (বিণ) বিশেষ কোন প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য লইয়া; গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া।

সাধা–(বি) সাধ; ভাগ্য (গূঢ়ার্থে)। যেমন– বাজিবার সাধা আঘে কেই বাচ্যেদে- বাঁচিবার ভাগ্য আছে বলিয়া বাঁচিয়াছে।

সাধানা–(ক্রি) কার্যসিদ্ধি করা।

সান/সান্যা–(অব্য) রকম; মত। তুং নিচিনা (অস্) < সাধন।

সাপ্রেই কূল–(বি) কিংবদন্তীতে কথিত চাকমাগণের এককালীন বাসস্থান (সম্ভবতঃ দক্ষিণ চট্টগ্রাম বা তৎকালীন রোয়াং প্রদেশের কোন স্থান। < সা= চাকমা +প্রে=স্থান। (মঘী)।

সাবাক–(বিণ) পরিষ্কার। < সাফ।

সাবারাং–(বি) তরকারীতে গন্ধদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত একপ্রকার মশলা জাতীয় গাছের পাতা।

সাবালা–(বি) বিবাহ অনুষ্ঠানে কনের অভিভাবক হিসাবে নিযুক্ত সঙ্গী। তুং হঁঅলা (চট্ট); সাথা (হিং) < সায়লা।

সাবেক–(বি) বৌদ্ধ ভিক্ষুগনের ভিক্ষা এবং ভোজন পাত্র। < মঘী)।

সামলক–(বি) গিরগিটি; কাঁকলাস।

সামাট–(বিণ) নিঃশেষ; সাবাড়।

সামালানা – (ক্রি)গুছাইয়া রাখা; সামলান; 'সমরানাম্ব দেখ।

সাম্বাত্যা কধা–(বি) কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত খবর; অসমর্থিত খবর। < সংবাদ।

সাম্মুয়/সাম্মুয়া–(বি) বেতের তৈয়ারী ক্ষুদ্র আধার বিশেষ।

(বি)~ কজু-কচুর শ্রেনীবিশেষ; পঞ্চমুখী কচু।

সারবুয়া–(বি) শেওড়া (গাছ)।

সারাগরানা–(ক্রি) শেষ করা; ধ্বংস করা।

সারা দেনা–(ক্রি) ফরমায়েশ দেওয়া; কিনিয়া বা অন্যভাবে জোগাড় করিয়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া। তুং হারা (চট্ট; কুম)

সারানা – (ক্রি) অব্যাহতি পাওয়া; সারিয়া ফেলা; কাজ চলা গোছের হওয়া।

সার্রানা–(ক্রি) উপড়াইয়া ফেলা তুং হাঁরিফেল (চট্ট)

সারাল্যা – (বিণ) পুত্রকন্যা প্রতিপালনের দায়িত্বমুক্ত; নিঃসঙ্গ।

(বি)~ চিল–এক জাতীয় চিল।

সারে–(বিণ) মন্দ নয় (অর্থে)

সাল–(বি) কাঁটা।< শলাকা। তুং হালঘরা (সি); মৈমনসিংহ গীতিকাঃ সর্বাঙ্গে বিন্ধিয়া রইছে শুইচ আর শালে।

সালাং–(বি) মাছ বিশেষ।

সালাম–(বি) নমস্কার; প্রণাম। <(আং)।

সালেন/সালে–(অব্য) তাহা হইলে।

সাল্টিং–(বিণ) খাঁটি; নির্ভেজাল।

সালথারা (চট্ট); শানটি (নো); শালবৃক্ষের ন্যায়। < মঘী।

সাল্যাং–(বি)'ঘিলাম্ব খেলার বিশেষ একটি আইটেম।

সাহজ কাবর–(বি) বিবাহ কালে কনে কর্তৃক পরিহিত আলোয়ান। <সজ্জা।

সাহ্‌ত–(বি) কাজের সূচনা; যাত্রা < সময় অর্থে ব্যবহৃত (আং)।

সাহদা/সাহ্‌দেইয়া–(বিণ) পান্ডুবর্ণ; ফ্যাকাশে; রক্তশূন্য। তুং শেতা (অস্)।

সাহ্‌র–(বি) কোন উচুঁ স্থানে বা উচুঁ গাছে চড়ার জন্য অবলম্বন হিসাবে বাঁধা বাঁশ বা কাঠের দন্ড (বেশী উচুঁ হইলে একটির পর আর একটি বাঁধা হয়)।

সিংকাবা–বি) ঘরের সম্মুখ ভাগ; বৈঠকখানা; সদর (কুঠুরী বিশেষ যেখানে অতিথি অভ্যাগতরা থাকে)।

সিঁউলী কাদা–বি) কাঁটাযুক্ত এক প্রকার জলজ উদ্ভিদের ফল(পানি ফলের অনুরূপ)। < শিংগারা।

সিওং – (বি) বেন (কোমর তাঁত) এর উপকরণ বিশেষ।

সিক কাড়ানা–(ক্রি) শীষ দেওয়া।

সিক গরানা–(ক্রি)শিক বা শলাকায় গাঁথা। কমর সিক-ক্ষীণ কটি।

সিগিরা–(বি) বাজপাখী; শিকরা।

সিগুলি–(বি) বিবাহ অনুষ্ঠানে বরকনেকে উপহার হিসাবে প্রদত্ত অর্থ। এক সিগুলি –একদল বা জোট। তুং শিকলী (চট্ট)।

সিগোন–(বি) শিকনি। < শিঙ্ঘান।

সিঙিরি–(বি-বিণ) সেই ভাবে।

সিঙোর–(বি) শিকড়।

সিঙোরী–(বিন) শিকড়যুক্ত।

সিচ্ছানা–(ক্রি) শীৎকার ধ্বনি করা; ঝাল স্বাদের দরুণ মুখের ফাঁক সঙ্কুচিত করিয়া সশব্দে মুখের ভিতর বায়ু প্রবিষ্ট করান।

সিজি–(বি) দেবতা বিশেষ (যাহার কুদৃষ্টির ফলে শিশুদের নানারূপ ব্যাধি জন্মে।

সিজিরি–(বি) শিশি।

সিজ্জত – (বি) কষ্ট; দুরবস্থা। <সিদ্দত (আং)।

সিঝানা–(ক্রি) সিদ্ধ হওয়া বা করা।

সিড়সিড়ানা–(বি) শিহরণের ভাব; দেহে মৃদু কম্পনের অনুভূতি।

সিতিলা–(বি) বসন্তরোগ। < শীতলা।

সিত্তুমা–(বিণ) তত বড়।

সিদা পাড়ানা–(ক্রি) শিঁথি কাটা।

সিদিম–(বি) কষ্ট; দুরবস্থা। < সিদ্দত (আং)।

সিধা–(বিণ) সরল; নম্র; শান্ত।

সিধু–(বি-বিণ) তথায়; সেথা।

সিধুগা–(বিণ) তথাকার।

সিধোল–(বি) চিধোল দেখ।

সিন্ধি –(অব্য) সেই দিকে; সেই অভিমুখে।

সিবিদি–(বি) চুন। তুং সিবিত (ফ); শিবুত (ম; পা); সওদি (চট্ট)। < সিপী- ঝিনুক (হিং)।

সিভা–(সর্ব) সেইটি।

সিভিল–(বিণ) শান্ত; শিষ্ট প্রকৃতির।

সিভেই–(বি) সিপাহী।

সিয়ত–(অব্য) সেইখানে।

সিয়া–(সর্ব) তাহা; সেই।

সিয়ান–(বিণ) সেয়ানা; চালাক; ধূর্ত; সতর্ক।

(সর্ব) সেইখানা ।

সিয়ানা – (ক্রি) সেলাই করা; ছাওয়া। < সীবন।

সির–(বি) পাতা ইত্যাদির শিরা।

সিরম্ব পানি–(বি) শিশির।

সিরযানা–(ক্রি) সাঙ্গ হওয়া; শেষ হওয়া। < সারা।

সিরা–(বি) মাথা; শির।

(ক্রি)~ বিজানা–অসম্মতিসূচক মাথা নাড়া।

সিরানা–(ক্রি) সাঙ্গ করা (কাজ ইঃ সাঙ্গ করা)। তুং গনি ন সিরায় (ভোজপুরী।) O.D.B.L.

সিলুম–(বি) জামা। তুং সিংলোট= গেঞ্জী (সি)।

সিলোন–(বি) ঝিনুক। তুং সিনুই (ম); সিনাই (ঢা, সি); সিলৈন (কুম, নো, চট্ট)।

সু (বি)–পূঁজ বাহির করার জন্য অগ্নিদগ্ধ সূঁচালো শলাকা দ্বারা স্ফোটক ইঃ বিদ্ধকরণ প্রক্রিয়া।

সুং–(বি)–শুঁয়া; ধানের আগার কাঁটা। < শুঙ্গ।

সুংসুঙি–(বি) শুঁয়ার ন্যায় মিহি কাঁটা।

সুক পাম্বনা–(ক্রি) সন্ধান পাওয়া; তুং সোচ করনা =খোঁজা (হিং)।

সুগর–(বি) শুকর

(ক্রি)~ দেনা–সামাজিক অপরাধের জন্য শুকর (বর্তমানে মূল্যমানের অর্থ) জরিমানা দেওয়া।

(বি)~ পুক–এক জাতীয় ক্ষুদ্র পোকা (যাহারা লাফাইয়া চলে); Ratfly.

(বি)~ মাছ–শুশুক।

সুগুনি–১. (বিণ) শুষ্ক; ২. (বি) শুক্তি।
সুঘানা–(ক্রি) শুকান; সহা। (বিণ) শুকনা।
সুঘুরি আলু–(বি) মিষ্টি আলু। সুঘুরি উন্দুর–(বি) নেংটি ইদুঁর।
সুঘুরি গুলা – (বি) মিষ্টি লাউ। তুং শুখুরি =লাউগাছ (চট্ট.); শুফরি কদু (রা); শোউরি কুমড়া (খু)। < শর্করা কন্দ।
সুচ্ছেক – (বি) বয়ন কার্যে ব্যবহৃত দন্ড বিশেষ (সচরাচর একটি বংশদন্ডের একপ্রান্ত সূঁচালো করিয়া প্রস্তুত হয়। সুজা – (বি) ধান ইঃ ফসলের আঁটি বহনের জন্য দুই প্রান্তে চুঁচালো করিয়া প্রস্তুত বাঁক। সুজ্জি গরি – (বিণ) সেচ্ছায়।
সুজুর সুজুর–(অব্য) কীট পতঙ্গাঁদি দেহের উপর চলার ন্যায় সুড়সুড়ি।
সুঝা–(বিণ) ধূর্ত; খল; মামলাবাজ।
সুঝানা–(ক্রি) শোধ করা। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনঃ জবমে সুঝিতে নাবো এগুন তাহার।
সুঝি–(বি) বাঁশের ছোট নলী। সুদা–(বি) সূতা। সুদাম–(বি) রীতি; প্রথা (সচরাচর সামাজিক প্রথা)।
সুদিন–(বি) সতীন; পৌত্রের পৌত্র।
সুধুরা–(বিণ) শুচিবাই গ্রস্ত। < শুদ্ধ।
সুদ্ধ সাঙ্গঁ–(বি) শুচি; পবিত্র (সচরাচর আনুষ্ঠানিক শুদ্ধি ক্রিয়ার শেষে)।
সুদ্ধা–১.(অব্য) সহ; সমেত। ২. (বিণ) শুদ্ধ; তুং সদ্ধিং (পাং)।
সুনজুগ–(বি) সরঞ্জাম।
সুনঝুক – (বি) সুখানুভূতি; আরামবোধ। < সুখ।
সুনসুন/ সুমসুম–(বিণ) বৃথা; অনর্থক; অকারণে; শুধুশুধু।
সুন্যত–(বিণ) বৃথা; অযথা; অকারণে।
সুবুল–(বিণ) নির্ভেজাল; অকৃত্রিম; বিশুদ্ধ।
সুম মারানা–(ক্রি) নষ্ট করা।
সুম যানা–(ক্রি) নষ্ট হওয়া। মূলে সুম- গোড়া পর্যন্ত।
সুমি–(বি) সীম।
সুয়া–(অব্য) সহায়।
(ক্রি)~হনা–(দেবতা প্রভৃতির) ভর হওয়া; আশ্রয় হওয়া; সহায় হওয়া।
সুয়াদ – (বিণ) সুস্বাদু।
সুয়াদ্যা– (বিণ) সুস্বাদযুক্ত।
(বি)~নাত্যা– সুস্বাদযুক্ত খাবারদাবার।
সুয়ানা–(ক্রি) সহা।
সুয়ায়–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ। যেমন, নেই কলে সূয়ায়– নাই বলিলেও সই বা সহে।

সুয়ার / সুয়ারী – (বিণ) স্ব (?) ঘর সুয়ার = কেবল নিজ গৃহের প্রয়োজনে।

সুর–(বি) সারি; রেখা (সূর্য্যা) একসারিতে অবস্থিত।

সুরচান–(বি) স্বর্ণগন্ধা।

সুরনধরা–চুরন ধরা দেখ।

সুরবত্যা–(বিণ) একসারি করিয়া. সারিবদ্ধ।

সুরানা–(ক্রি) ঝাট দেওয়া। তুং হুরা (সি)।

সুরি বাঝানা–(ক্রি) ঝামেলা-বাঁধানো।

সুরিবুরি–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ। নেই সুরি বুরি– অনর্থক ঝামেলা।

সুরুং–১. (বিণ) ভিতরে ফাঁপা অবস্থা। ২. (বি) সুড়ঙ্গ

সুরোনধরা–(বি) ঝাড়ু তুং হুরুই (সি)!

সুলি–(বি) ক্ষুদ্র গুচ্ছ;পাকান সূতায় পরিমাণ। < সলিতা।

সুলুম–(বি) সিলুম শব্দের উচ্চারণ ভেদ।

সুল্লুক–(বি) শল্লা পরামর্শ।

সূচ্যা–১. (বিণ) সূঁচাল। ২. (বি) শস্যের আঁটি বহনের জন্য দুই প্রান্ত সুঁচাল করিয়া প্রস্তুত দন্ড বিশেষ। আগা সূচ্যা–ডগা বা শেষ প্রান্ত সূঁচাল।

সূদাত্তুবি–(বি) টুনটুনি পাখী।

সেক্ষে–(বি-বিণ) সেইক্ষণে; তখন।

সেগ–(বি) পাখী বিশেষ; সেওবাত্ব।

সেজক শাখ–(বি) গায়ে ঘন শুংযুক্ত এক জাতীয় লতার পাতা।

সেজা–(বি) পিটুনি।

সেজানা–(ক্রি) পিটুনি দেওয়া। গবরে সেজানা-অনবরতঃ গল্প করা।

সেঝান/সেঞঝান– (অব্য/সর্ব) সেইরূপ। < তদৃশন।

সেঝাপড়া – (বিণ) আধপোড়া। < সিদ্ধ + পোড়া।

সেঢক–(বিণ) সেই রকম; সেই পরিমাণ।

সেতভেদ–(বি) হুঁস; সতকর্তা।

সেত্তবা–(বি) পাখী বিশেষ.।

সেত্তমান–(বিণ) ততখানি।

সেদাম–(বি) সাধ্য; সামর্থ্য; মুরোদ। তুং সাঠন (অস)।

সেধ/সেধয়–(অব্য) ঐতো; তাই তো।

সেনা–(বিণ) বয়সে বড়। তুং শেনা (ঢা)। < সেয়ানা।

সেস্বন (অব্য) তেমন।

সেনে–(অব্য) তবে; তাহা হইলে; (বি-বিণ)–সেই অবস্থায়; Thereupon (বি-বিণ)~**বাদে** – সেই অবস্থায়; সেই ভাবে।

সেপবত্তা – (বি) আশীর্বাদ। < ছেপ < ক্ষিপ=কফ।

সেবা–(বি) সর্দি।

সে বাদে–(ক্রি-বিণ) সেই অবস্থায়; সেই ভাবে।

সেবান্বর বাদে–(ক্রি-বিণ) সেইভাবে।

সেবেন্বচ/সেবেন্বচ–বেচ–(অব্য)/সিয় বেচ–বাকরীতি বিশেষ; তৎসত্ত্বেও; তথাপি। তুই সেবেন্বচ কচ – তুমি তথাপি বল। < সেই (হইতে) + বেশী।

সেবেধে–(অব্য) 'সেনেন্থ দেখ।

সেম্ভা–(বি-বিণ) অতবড়; ততবড়।

সের–(বি) ময়নাপাখী। < সারি।

সোগোন /সোবোন–(বি) শকুন।

সোজ–(বিণ) হালকা নীলবর্ণ < সবুজ (অর্থ বিকৃতি)

সোডা–(বি) সোটা। < আং।

সোন্নুয়া হরিং–(বি) এক জাতীয় হরিণ (চিতাল হরিণ)।

সোর গরানা – (ক্রি) শোধরান; মেরামত করা; গুছান। তুং শোঁহোর (রা) < সারান।

সোহ্‌ত–(বিণ) চঞ্চল; অস্থির;আইঢাই।

স্য–(বিণ) খাড়া (চাল ইঃ);সাধ এর বিপরীত শব্দ।

স্যং–(বি) ভিক্ষুগনকে প্রদত্ত খাদ্য।

(বিন) ~ স্যং – ত্রস্ত অবস্থায়; সাবধানে। < সেয়ানা।

স্যও–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ। সতর্কীকরণ, জোরপ্রকাশ ইঃ অর্থে ব্যবহৃত। যেমন মারিম স্যও–মারবো তবে। তুং য়া যে (চট্ট)। সুকুমার সেন ঃ বা,সা, ই, ২য় খন্ড পৃঃ ৪১।

স্যা–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ। নিশ্চয়তা, বিস্ময়, হতবুদ্ধিতা ইত্যাদিতে জোর প্রকাশ সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, হয় স্যা =তাইতো; কুয়ান স্যা = কোনটি হে।

স্যামা–(বি) পশুর নাড়িভুড়ি হইতে প্রস্তুত ব্যঞ্জন। তুং শিকমা (রং)। < শিকম (ফা)।

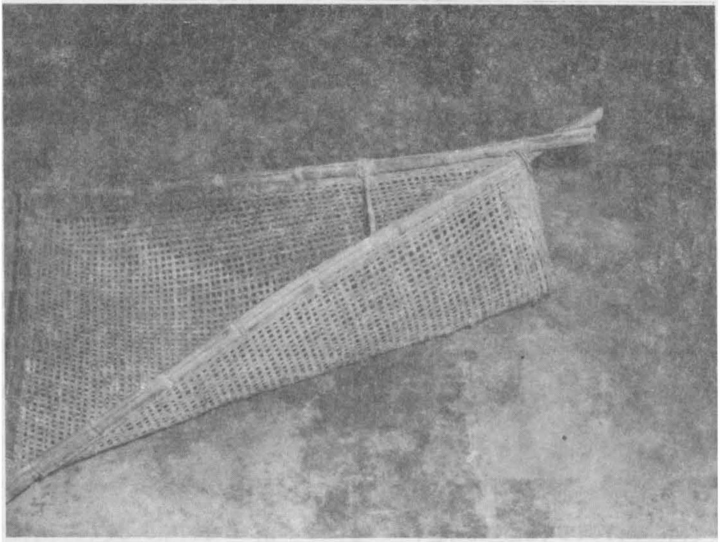

লুঙ্গি

লেই

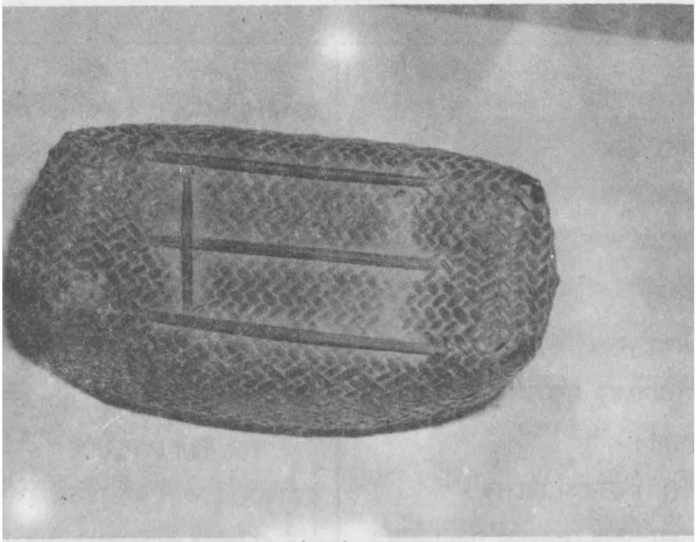

সাক্ষুয়া

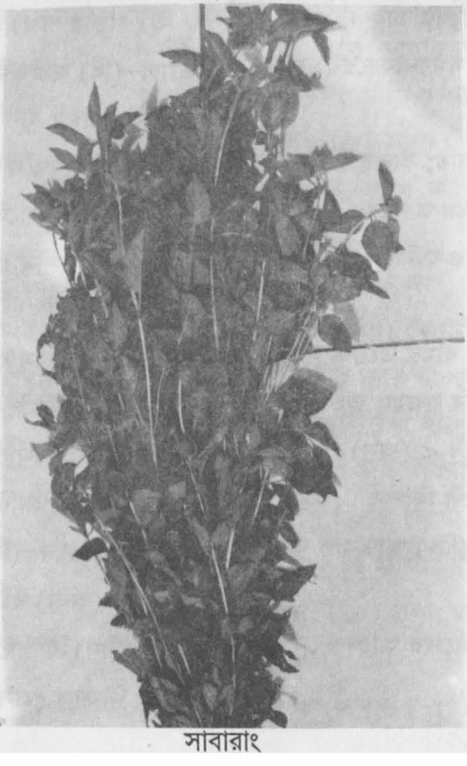

সাবারাং

হ

হ-(অ) হাঁ।

হই এযানা-(ক্রি) হইয়া আসা; (সুভাষণে) মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়া।

হইয়া-(বি) দেবতা বিশেষ।

(বি~পূজা-উক্ত দেবতার পূজানুষ্ঠান।

হংহং-(অব্য) হরিণের ডাক।

হক - (অব্য) বমনোদ্ধারের শব্দ। < (ধ্বন্যা)।

হক্কে-(বিণ) তুলনায়; অবস্থায়। যেমন পীড়া হক্কে রাজা অ ফগির - পীড়িত অবস্থায় রাজাও ফকির। < হকিকত (আং)।

হগচ্ছানা - (ক্রি) বমির উদ্রেক হওয়া; উদগারের ভাব হওয়া; তুং অকটানি (ম)। < (অনু)।

হগলক -(বি) পাখী বিশেষ। (অনু)।

হঙরা ছাড়ানা - (ক্রি) আর্তনাদ করা। < হুঙ্কার।

হজানা - (ক্রি) কাজের আদেশ দেওয়া < আজ্ঞা।

হঝরানা-(ক্রি) হড়কান; পিছলাইয়া পড়িয়া যাওয়া; কোন কিছু হইতে খসিয়া বা যফা কাইয়া পড়িয়া যাওয়া।

হট্যা দেনা-(ক্রি) পরাজয় স্বীকার করা; হটা।

হড়হড়ানা-(ক্রি) হড় হড় শব্দে ঝড়িয়া পড়া ইঃ। (অনু)।

হড়াত হাড়াত-(অব্য)হড় হড় শব্দ (বেশী পরিমাণ পানি ঢালা, ঝুরঝুরে মাটি ইঃ পড়ার শব্দ)।

হত্যাল-(বি) হরিতকী।

হদ-(বি) সীমা; মূল। < আং) হদত। নথেলে পাদত ন পায়-মূলে (ভাগ্যে) না থাকিলে পাতে পায় না।

(বিণ)~**বাড়া**-সীমার বাড়া। তুং হদ (অস)।

হদগজ-(বিণ) বিমূঢ়; হতভম্ব; বিপর্যস্থ; বোকা প্রকৃতির; বিশৃঙ্খল।

হতবুদ্ধি-(বিণ) বিমূঢ়; হতবুদ্ধি (হওয়া)। নাশ শব্দটি আতিশয্যে ব্যবহৃত।

হদমদে/হদেহদে-(বিণ) যথাস্থানে।

হব/হবল-(অব্য) হয়ত।

হভলা-(বিণ) ঐ পাশে; বিপরীত পাশে তুং সিফাল (অস)।

হভাহভা কবাকবা–(বিণ) অসহায় অবস্থা; নিরাশ্রয় অবস্থা

হমা–(বিণ) খুব বড়। তুং হুমা (রা)।

হম্ভা–(বিণ/সর্ব) অতবড়।

হয় নয়–(বিণ) চরম অনস্থা প্রাপ্ত (ক্লান্ত, বিপর্যস্ত, আনন্দিত. ব্যথিত ইঃ)।

হরান–(বিণ) শ্রান্ত। < হয়রান (আং)।

হরিং–(বি) হরিণ।

হরব–(বিণ) ধূর্ত; ফাঁকিবাজ। < ফেরেব অথবা আরিফ = জ্ঞানী (আং)।

হলং–(বি) নেবা বা কামলা রোগ। < হলুদ

হল গরানা–(ক্রি) ঔষধ, চূর্ণ ইঃ পানির সঙ্গে ঘুটিয়া মিশান।

হলগা–(বি) হলুদের ন্যায় কন্দজাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ; গলায় বেষ্টন করিয়া পরার জন্য দড়ি প্রভৃতির আংটা (বাঁধিয়া রাখা বা পরিচিহ্ন করার সুবিধার নিমিত্ত ব্যবহৃত)।

হলা–(বি) মদ্দা জাতীয় বিড়াল, বানর ইঃ; হুলো। < হোল।

হাউম–(অব্য) বাঘের ডাক। তুং হালুম।

হাগালাক–(বিণ) ফাঁক ।

হগালানা–(ক্রি) ফাঁক করা।

হাগুদানা –১. (ক্রি) কাহারও প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা, আনুগত্য ইঃ বশতঃ সঙ্গঁ লাভের ব্যগ্রতা প্রকাশ করা ২. (বি) আবদার; কোন কাজে ব্যগ্রতা প্রকাশ। তুং আখেট(ম)। < আখটি < অখট্টি সং।

হাঘওলী–(বি) বগল। তুং আখাতলী (ম)। < কাঁখতাল।

হাঘারা পীড়া – (বি) গ্রহণী রোগ; Chronic dysentry.

হাঙর–(বি) হাঙর; যাহার দাঁত উঁচু (হাসিলে যাহার উপরের পাটির দাঁতসহ মাড়ি দেখা যায়); দেঁতো।

হাঙানা–(ক্রি) জ্বলা। তুং আংগানো= অগ্নি সংযোগ করা (ঢা) < অংগ < অগ্নি।

হাছ্য–(বি) হাঁচি।

হাজা–১. (বিণ) যে ব্যক্তি স্বরভঙ্গঁ রোগীর ন্যায় বা পুং হাঁসের স্বরে কথাবলে। < হাঁস। ২. (বি) যে স্থানের মাটি লবণাক্ত অথবা যে স্থাস হইতে লোনা পানি নির্গত হয়। < হাজার (তুল্যার্থে)।

হাজানা–(ক্রি) হাসা; হারাইয়া ফেলা বা যাওয়া ।

হাজি কলক কলক–(বি) খলখল হাসি।

হাজি যানা–(ক্রি) হারাইয়া যাওয়া।

হাজুলি (বি) হাঁসুলি।

হাঞ্জাম– (বিণ) নিয়ন্ত্রণাধীন; তত্ত্বাবধানে; হেফাজতে।

হাড়করা–(বি) হাড়গোড়।

হাড়বুয়া–(বিণ) আপনা আপনি গজাইয়াছে এমন (উদ্ভিদাদি)।

হাড় মরানা–(ক্রি) কাপড়চোপড় ইঃ শত কাচিলেও পরিস্কৃত হয়না এভাবে ময়লা হওয়া।

হাড়াচারা–(বি)মৃৎপাত্রের ভাঙাচোরা।

হাড়ি–(বি) হাঁড়ি; (মাছ প্রভৃতির হাড়ি); খাদ। কাণ হাড়ি–কানের পর্দা।

হাড়ং কাড়ং–(বিণ) কঙ্কালসার; হাড় জিরজিরে।

হাত–(বি) হাত।

(বিণ)~ গোহর– যে ব্যক্তি সহজে দায়দেনা পরিশোধ করে না।

(ক্রি)~ ধনা–আশা ছাড়িয়া দেওয়া।

(ক্রি)~ ধরানা–কাজ করিতে অধিক শ্রম বা সময় ব্যয় হওয়া; কালক্ষয় হওয়া।

হাত্তুয়া–(বি) মৃৎপাত্র বিশেষ (ভোজে নিমন্ত্রিতদের ব্যঞ্জনাদি পরিবেশনের নিমিত্ত পাত্র)। তুং আততৌয়া (খু)।

হাত্তোন চারি–(বি) গামলা জাতীয় পাত্র বিশেষ। তুং আইতানি (ম)। < হাতন + চারি।

(বি)~ পানি–ঐ জাতীয় পাত্রে রক্ষিত পানি।

হাত্যার–(বি) হাতিয়ার।

হাদানা –(ক্রি) হাঁটা; হাতড়ান। < হস্তামর্দন।

হাদারা – (বিণ) হাঁটিতে শিখিয়াছে এমন (শিশু); পরপর; অন্তর। একদিন হাদারা – একদিন অন্তর, তিন দিন হাদারা–তিন দিন অন্তর।

হাদাহাত্যা – (বিণ) সকলে একসাথে হাত লাগাইয়া (কাজ করা ইঃ)।

হাদে ধরি–(ক্রি -বিণ) জানিয়া শুনিয়া।

হাদে পাধে–(বিণ) হাত খালি নাই এই অবস্থায় (হাত জোড়া)।

হদ্য (বি)–সাধাসাধি।

(ক্রি)~ গরানা–সাধাসাধি করা। তুং (চট্ট)।

হাধি–১. (বি) সারি; ২.(বিণ)–সারি করিয়া বীজ বপনের বা চারা রোপনের জন্য প্রস্তুত আইলের ন্যায় ঈষদুচ্চ জমি।

হান / আন (অব্য) – প্রত্যয় বিশেষ; খান; খানা।

হান্নুয়া লুদি–(বি) একজাতীয় ক্ষুলতানে উদ্ভিদ যাহা দ্বারা চুপড়ি ইঃ প্রস্তুত হয়।

হাবত যাবত–(বিণ) স্থান কাল পাত্র ইঃ বিবেচনা না করিয়া।

হাবা–(বি) হাওয়া < (আং)।

হাবাযাভা–(বিণ) হাবত যাবত দেখ।

হাবাল–(বি) অবস্থা; হাল। < হালত (আং)।

হাবালা–(বি) জিম্মা। < হাবালত (আং)।

(বি)~বার্গী–চাকমা উবাগীতে কথিত 'বার্গী' নামক পাখী বিশেষ।

হাবিলাস–(বি) হাহুতাস; অভিলাস।

হাবাংপাং–(বিণ) পূরাপূরি খোলা; হাট করিয়া খোলা (দরজা ইঃ)।

হাবুমু কাবু – (বিণ) হতবুদ্ধি; অপ্রতিভ।

হামত্তল – (বি) মাচান ঘরের তলা। < হাং = মাচা (খু;ফ:)।

হামিঝা–(বিণ) হামেশা। < (ফা)।

হামুর–(বি) হামা।

(ক্রি)~কাড়ানা –হামাগুড়ি দেওয়া।

হামুরানা – (ক্রি) হামাগুড়ি দেওয়া; মুখের হাঁ বড় করিয়া কামড় দেওয়া। পেট হামুরানা – অতিরিক্ত ক্ষুধার কারণে অথবা রোগের দরুণ পেটে মৃদু বেদনা। তুং আমরানো (ঢা)

হাম্ভ–(বিণ) দুই হাত এবং দুই হাঁটু মাটিতে রাখিয়া হামাগুড়ি অবস্থায় (থাকা)।

হাম্মুয়ানা–(ক্রি) হাই তোলা। তুং হাসি মারণ (অসঁ); শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনঃ হাম্বী।

হায় / আয় – (অব্য) বাকরীতি বিশেষ; (নাকি আর কি ইঃ অর্থে ব্যবহৃত)। যেমন–যেবে হায়-যাইবে। আর কি। হবে হায়-হইবে। আর কি।

হাল–(বি) অবস্থা' লাঙ্গল; উপায়। তা হালে তে কামগরের–তাহার নিজের ধরণে সে কাজ করিতেছে। < হালত (আং)।

হাল ছড়া–(বি) মালার ন্যায় ছড়া। < হার।

হাল জাড়া–(বি) হালের বলদের ন্যায় দুইটির গলায় বাঁধা অবস্থা।

হালাংহুলাং–(ক্রি-বিণ) হেলিয়া দুলিয়া।

হালানা–(ক্রি) হেলিয়া পড়া।

হালি গাধানা–(ক্রি) মালার ন্যায় গাঁথা; সূতা বা শলায় পরপর গাঁথা। < হার।

হালিম্মুয়া – (বিণ) নিঃশঙ্ক পোষ মানা স্বভাবের (পশু, পক্ষী ইঃ); সহজে কথা শোনে না এমন ব্যক্তি।

হালু – (বিণ) ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন চটপটে (হালের গরু মহিষ)।

হাল্যানা–(ক্রি) রোপিত শস্যের চারা ইঃ সতেজ হইয়া উঠা। < 'হেলম্ব' (অর্থাৎ সবুজ হইয়া উঠা)।

হাস ফিড়িঙ–(বি) একজাতীয় ফড়িং; কাঠফরিং

হিঃ / ইঃ –(অব্য) আকস্মিক বিস্ময় বোধক ধ্বনি। তুং ইসঁ।

হিঁ–(অব্য) ঘৃণাসূচক ধ্বনি।

হিগিরানা – (ক্রি) কান্নার সময় বা কান্না চাপিবার চেষ্টায় হিক্কার ন্যায় শব্দ করা। < হিক্কা।

হিঙিরি/ইঙ্গিরি–(বিণ) এইভাবে।

হিজানা–(ক্রি) সেচন করা। < সিঞ্চন ।

হিত্তমা/ইত্তমা–(বি-বিণ) এতবড়।

হিদত উধানা–(ক্রি) স্মরণ হওয়া। তুং ইয়াইদ (ঢা. সি.,) < ইয়াদ (ফা)।

হিদী–(বি) পশুপাখী ধরার ফাঁদ বিশেষ।

হিনানা–(ক্রি) শিং দিয়া গুঁতান। ঢুঁমারা। < শিঙান।

হিয়োর–(বি) প্রকান্ড ছেঁদা বা ছেঁড়া। তুং অয়ার=জখম, ছেঁদা (ম) < ওয়ার (হিং)।

হির – (বি) পাহাড়, পাতা ইত্যাদির শিরা। < শির।

হিরুক–(বিণ) ইদানীং অধুনা; হালে।

হিল–(বি) তৃপ্তি তুং হাইল – আনন্দ (সি)।

হিলানা–(ক্রি) ঠাসিয়া দেওয়া; আদেশ অনুরোধ রক্ষায় আগ্রহ প্রকাশকরা। কথা হিলানা–কথা রাখা। তুং হিলানো (ঢা., কুম., ফ) < হেলান– নমিত হওয়া।

হিলাল্লা–১. (বিণ) অরক্ষিত অবস্থায় । ২. (বি) ভাবনাচিন্তাহীন, মনোযোগহীন,অবেহেলাপূর্ণ মনোভাব ।

হিলে পাধারে – (বিণ) যত্রতত্র বিশৃঙ্খল অবস্থায় অবস্থিত। তুং বিলে পাথারে। < হিল = বিল + পাথার = প্রান্তর।

হুক্ক রানা–(ক্রি) যুদ্ধং দেহী ভঙ্গীতে ষাড়ের ডাক দেওয়া। < হুঙ্কার।

হুগোর পড়ান–(ক্রি) কাহারও বিষয় বা অর্থ বা স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রতি অন্যের ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিপাতের ফলে ক্ষতি বা স্বাস্থ্যহানি হওয়া। (লোক বিশ্বাস)। তুং ওঁয়ারন (চট্ট)।

হুজুদা হুজুদি–(বি) নিজে না করিয়া একে অপরকে দোষারোপ করা বাবত বাকবিতন্ডা; তর্কাতর্কি । তুং উশটা উশ্যট (সি., ঢা., রা)।

হুড় পড়ানা–(ক্রি) কাজের ভিড় সৃষ্টি হওয়া; হুজুগ সৃষ্টি হওয়া ; হুড়াহুড়ি পড়া।

হুড় হুড়ানা–(ক্রি) বৃষ্টি ইত্যাদি পড়ার শব্দ হওয়া; হুড়াহুড়ি করিয়া যাওয়া, পড়া ইঃ।

হড়ানা–(ক্রি) পায়ে দলা; হোড়া < হোড় = গমনকরা।

হড়ুত–(অব্য) আকস্মিকভাবে প্রচুর পরিমাণ পানি ইঃ পতনের শব্দ।

১. (অব্য)~হাড়াত - হুড় মুড় শব্দ

২. (ক্রিবিণ) –সবেগে (কাজ করা ইঃ)।

হুধু–(বি-বিণ) ওখানে; ততা।

হুধুম ধুমা–(অব্য) শুধু শুধু; বিনা কারণে।

হুধুম ভাঙা চগদা–(বি) এক জাতীয় বৃহদাকার কাঠবিড়ালী।

হুন্ধি – (অব্য) ঐদিকে। যেমন, হুন্দি বাঢ় – ঐদিকে আগাও। উন্ধি শব্দের রূপভেদ।

হুব–(বি) হুঁস ; খেয়াল। < (আং)।

হুবুজুবু–(বিণ) হট্টগোল; লোকের এবং কাজের ভিড়।

হুয়াং – (বি) তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত এক জাতীয় নিশাচর বাজ। (অনু)। পার্বত্য উপত্যকার গভীর অঞ্চল বিশেষ।

হুয়াক–(বি) অতিরিক্ত ব্যবহার বা ভোগের ফলে অরুচি, নিস্পৃহা , ঘৃণা।

হুল–(বি) অন্ডকোষ < হোল=মুষ্ক।

হেই–(অব্য) ওহে; এইই (সম্বোধনে)।

হেগত–(অব্য) হঠাৎ abruptly.

(বিণ)~মেগত–হঠাৎ বেশী এবং হঠাৎ কম অবস্থা হঠাৎ উঁচু এবং হঠাৎ নিচু অবস্থা; দমকা।

হেঙেলা–(বি) মর্দা কুকুর। হেঙলী/হিঙিলী-কুক্করী।

তুং এংঙাল = কুকুর (ম., সি)।

হেজাল দেনা–(ক্রি) অন্যের কাজে সাহায্য করা; প্ররোচিত করা; উসকাইয়া দেওয়া।

হে জেলা–(বি) একজাতীয় জলজ শৈবাল।

হেট–(বিণ) নিচু; ষাট। হেদে–ভাটির দিকে।

(বিণ)~যাবর–স্থান বা কালের অনুক্রমে আগে পিছে অবস্থা; ব্যবহৃত ছোট বড় অবস্থা ; অসমান অবস্থা; বাঁকা। তুং হ্যাটাটেং রা (রং., সি) হ্যাট যোয়ার (খু) < হেট।

হেড়া–(বি) মাংস। তুং হেড়া (পা); এ্যাড়া (সি); শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ঃ হেড়া।

(বি)~কজু–একপ্রকার কচু (যাহার কন্দটি খাওয়া যায় না কিন্তু ডাটা খাওয়া যায়)।

হেত–(বি) হাতী।

হেতদাগা–(কি) হরিয়াল পাখী < হরিৎ + ক = ঘুঘু।

হেত্তুমা–(বিণ) এত বড়।

হেন (অব্য)–এমন; হেন।

হেনা/এনা–(অব্য) বাকরীতি বিশেষ। যেমন–তে হেনা যেইয়ে=সেইনা গিয়াছে।

হেনে বাদে/এনে বাদে–(ক্রি-বিণ) এইভাবে

হেপ্পাছ্যা–(বি) Appendix

হেবে / হেবেল – (বিণ-বি) এবে; এক্ষণ; এইবার < এই বেলা।

হেভেলা–(ক্রি-বিণ) এইদিকে; এই পাশে। তুং ইফালঁ (অস); এই পাহ্‌ল (চট্ট)।

হেমান–(বি) পশু।

হেম্ভা–(বিণ) এতবড়

হেয়াত–(বি) আয়ু; হায়াৎ < (আং)

হেল–(বিণ) সবুজ নীল। < হরিৎ।

(বি)~কুট্যা বাস–কাঁচা অসিদ্ধ আনাজ পাতির গন্ধ।

(বি)~ধান–শালি ধান্য।

হেলাপাদি–(বি) শাকসজি। < হেল = হরিৎ + পাতা।

হেলোনী কেলোনী–(বিণ) দোদূল্যমান; হেলন দোলন।

হোচ–(বি) সখ; ইচ্ছা < হউস (আং)।

হোয়াক – ১. (বি) অরুচি; বিতৃষ্ণা। ২. (অব্য) বমির শব্দ।

হ্য

হ্যাক হ্যাক – (অব্য) অযথা; অকারণে < নাইক।

হ্যাদংছাড়া–(বিণ) অপদার্থ

(বিণ)~মানুষ–অপদার্থ লোক।

হ্যিয়াক–(বি) ধিক্কার < নক্কার।

হ্যিয়েই–(অব্য) বিস্ময়বোধক শব্দ; কুকুর তাড়ানোর শব্দ।

ক্ষা

ক্ষা–(বিণ) স্তব্ধ ; স্তম্ভিত
(বি)~ফ– থমকান।
ক্ষা ক্ষা–(বিণ) জড়তা পূর্ণভাবে; সন্তর্পণে
ক্ষা ক্ষা-চু চু–জড়তা পূর্ণভাবে; সন্তর্পণে
ক্ষাগক্কক (বিণ)–জবুথবু অবস্থা।
ক্ষাগমা–(বি) সীমজাতীয় ফল বিশেষ।
ক্ষারর°ক্ষারা–(বিণ) গোঁয়ার; দুঃসাহসী
ক্ষাল্লা–(বি) শকুন।
ক্ষা–(বিণ) হতভম্ব; বিমূঢ়।
ক্ষাঘংক্ষাঘং – (বিণ)– একা একা; সন্তানহীন অবস্থা; সন্তান পালনের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত।
ক্ষাঘালাং পই–(বি) যে উন্মুক্ত পাত্র হইতে সকলেই ভোজন করে এমন পাত্র-(কুকীরা এই জাতীয় পাত্রে ভোজন করে)।
ক্ষাদালা–(বি) ধড়; কবন্ধ।
ক্ষাবলক–(বিণ) হতভম্ব; বিমূঢ়।
ক্ষাস্ত্রা–(বি) শশা জাতীয় ফল বিশেষ।
ক্ষাল্যাংগুলা – (বি) এক জাতীয় অত্যন্ত অম্লস্বাদের বন্যফল।
ক্ষিজক্ষিঝানা–(ক্রি) গা ম্যাজ ম্যাজ করা।
ক্ষিধিরি–(বি) তরকারীর গাঢ় ঝোল বা তদনুরূপ পদার্থ।
তুং মেনদেরি = তরকারীর সুরুয়ার তলানি (দি., রা)।
ক্ষুত–(বি) মুষ্টি।
(বি)~খানা–হস্ত মৈথুন।
ক্ষুদেমারায়/মুদে মারায় (বিণ) এক জমায় (প্রাপ্য বা দেয় টাকা পয়সা ইঃ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত); 'মুধে মাধেম্ব।
ক্ষুন্যাং–(বিণ) ম্লান মুখে; গম্ভীর ও বিমূঢ় ভাবে; তন্দ্রাবশতঃ ঝিমধরা অবস্থায়।
ক্ষুয়া–(অব্য) বিস্ময় বোধক শব্দ; কুকুর তাড়ানোর শব্দ।
ক্ষুয়াক্ষুয়ি–(বিণ) হঠাৎ করিয়া মুখোমুখি ধাক্কা। 'মুয়া মুয়ি শব্দের উচ্চারণ ভেদ।
ক্ষুয়েই নেযানা–(ক্রি) সামনের দিকে ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া।
ক্ষেগঁতেগঁ–(বি) বানরের ঢাক। (অনু)।
ক্ষেগেলাক–(বিণ) মেলা (প্রশস্থ)।
ক্ষেজক কেজক–(বিণ) দুমড়ান; মোচড়ান; তোবড়ান।
ক্ষেঝানা / ক্ষেঝেই দেনা –(ক্রি) সামনের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া; ভেজানো।
ক্ষেত পানা–(ক্রি) টের পাওয়া; ঠাহর পাওয়া; ঘুম হইতে চেতন পাওয়া ইঃ

ক্ষোথল−(বিণ) মেদবহুল; ঢেপসা।

ক্ষোধেরা−(বিণ) নরম।

ক্ষোরল−(বিণ) দলিত মথিত; পায়ের চাপে পিষ্ট; মাড়ানো অবস্থা।

ক্ষোরানা−(ক্রি) ঢুঁ মারা।

ক্ষ্যা−(বি) তৃণ জাতীয় বন্য উদ্ভিদ (যাহার ফুল দিয়া ঝাড়ু প্রস্তুত হয়)।

হ্র

হ্রংহ্রাং−(বি) ধনেশ জাতীয় একপ্রকার বৃহদাকার পাখী। <(অনু)। উচ্চারণ ভেদে হ্রং করং রূপেও উচ্চারিত হয়।

হ্রাকচা−(বি) ঘরের চালা ছাউনি দিবার কালে একপাটি খড় বা শন ইঃ বিছাইয়া যে বাঁশের ফালা দ্বারা চাপ দিয়া খড় ইঃ বাধা হয় তাহা। তুং হাঁরক (চট্ট)।

হ্রু খ্যাং − (বি) গভীর জংগল। তুং রুক্ষ = বৃক্ষ (পাং)

ঌ

ঌচ্ ঌোচ্যা–(বিণ) পুষ্ট কোমল ও তাজা (শিশু, শাকসবজী ফলমূল ইঃ)। < লসা।

ঌাং ঌাঙ্গ্যাঁ–(বি) উলঙ্গ বোধ।

ঌায় ঌায়–(বি) নিরুদ্বেগ। ভাবনা চিন্তাহীন অবস্থা। যেমন– চাবায় ঌায় ঌায়-নিরুদ্বেগে চিবায়।

ঌঙানা–(ক্রি) পৌঁছা।

ঌধিক–(বি) লাঠি; লুধি শব্দের উচ্চারণ ভেদ।

ঌধ্যা–(বিণ) মোটাসোটা; স্বাস্থ্যবান; 'লুড়ুকম্ব। তুং লোধোমা (অস্)

ঌম ফুল–(বি) এক জাতীয় শাখ।

ঌম্মুনা–(ক্রি) পৌঁছা; ঌঙানা শব্দের উচ্চারণ ভেদ।

ঌে গরানা–(ক্রি) আভাস পাওয়া

ঌেচঌেছ্যা – (বিণ) খালি এবং চুপসান (পেট)।

ঌেবঌেভী–(বি) এক জাতীয় খসখসে জলজ তৃণ; তাঁত বোনার–সময় পড়েনের মাপ ঠিক রাখার জন্য ব্যবহৃত কাঠি বিশেষ ।

ঌেবানা–(ক্রি) অগ্নি শিখা কোন বস্তুকে স্পর্শ করা। < লিহ্ (ধাতু)।

ঌেবেই দেনা–(ক্রি) উসঁকানি দেওয়া।

ঌেব ঌেবানা–(ক্রি) ব্যগ্রভাবে জিহ্বার দ্বারা টানিয়া টানিয়া ঘাস ইঃ খাওয়া (গবাদি পশুর বেলায় প্রযোজ্য)।

থুম (সমাপ্ত)

ফুঝি

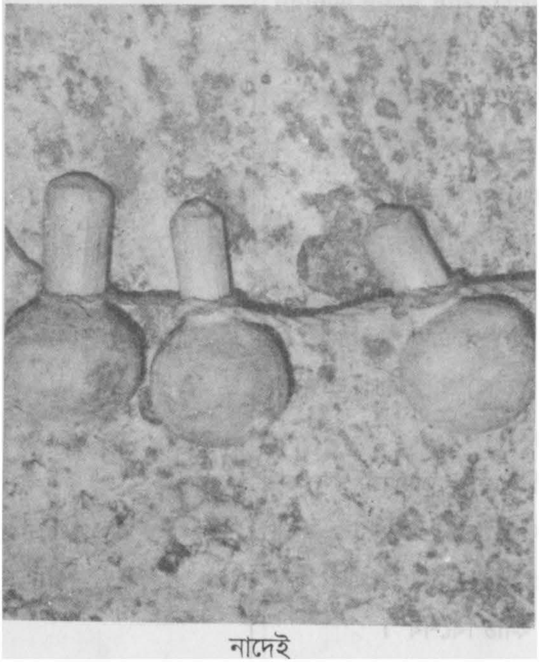

নাদেই

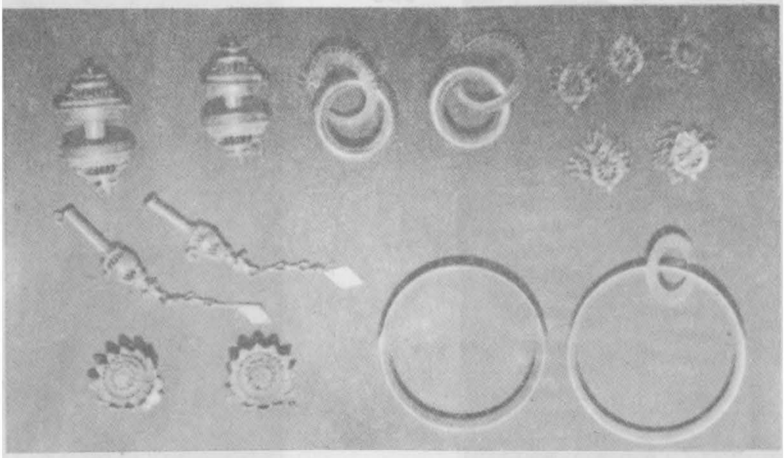

উপরে বাম পাশে ৪টি 'নাধাং' এবং নীচে কজফুল।
উপরে ডান পাশে ৫টি 'ঝুঙুলি' এবং নীচে ২টি
'নাধাং'।

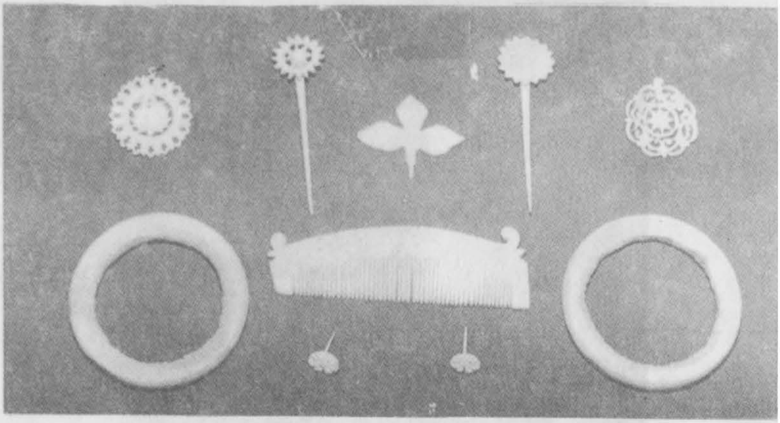

উপরে মধ্যভাগে ৩টি 'চরাং' ও ২টি 'লকেট'
মধ্যে 'ফুনি'। আর নীচে দুই পার্শ্বে ২টি 'বাঙরী'
নীচে মধ্য ভাগে ২টি 'কর্ণদুল'।

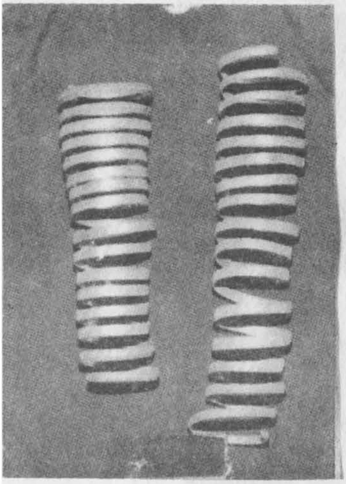

(হাতের) খাড়ু
(কাজোই খাড়ু)

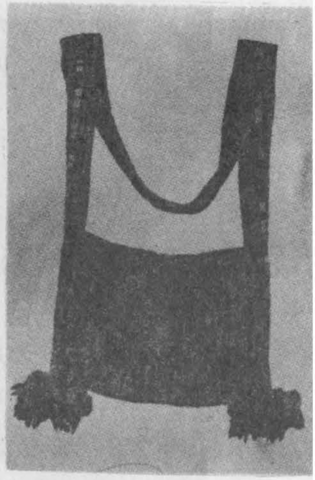

ঝলা

গং